পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 217 Sunday, 7 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২১৭ সংখ্যা ❋ ২২ আষাঢ়, ১৪৩১, রবিবার, ৭ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে সহমত মোদী-স্টার্মার

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ রাজার দেশে প্রধানমন্ত্রী পদের লড়াইয়ে শুক্রবার বড় জয় পেয়েছে লেবার পার্টি। ঋষি সুনাক পরবর্তী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন কিয়ের স্টার্মার। ফলাফল স্পষ্ট হওয়ার পর এবার ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে অভিনন্দন জানালেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে সহমত হয়েছেন দুই রাষ্ট্র প্রধান। একইসঙ্গে স্টার্মারকে ভারতে আসার আমন্ত্রণও জানান ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের ফল প্রকাশ হওয়ার পর দেখা যায় ৪১১টি আসনে জয় পেয়ে ক্ষমতায় আসছে লেবার পার্টি। নরেন্দ্র মোদির বন্ধু হিসেবে পরিচিত ঋষি সুনককে সরিয়ে ১০ ডাউনিং স্ট্রিট এখন কিয়ের স্টার্মারের দখলে। ফলাফল নিশ্চিত হওয়ার পর দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে শনিবার ব্রিটেনের নয়া প্রধানমন্ত্রীকে ফোনে ধরেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এই ফোনালাপে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে প্রথমেই জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একইসঙ্গে ভারত ও ব্রিটেনের ঐতিহাসিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়ে কূটনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হন দুই রাষ্ট্রনেতা। শুধু তাই নয়, এই ফোনালাপে ভারত-ব্রিটেন করমুক্ত বাণিজ্য চুক্তির লক্ষ্যে একত্রে কাজ করতে সম্মত হয়েছেন দুই রাষ্ট্র প্রধান। একইসঙ্গে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদি আমন্ত্রণ জানান তাঁকে দ্রুত ভারত সফরে আসার। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে অতীতের গৌরবের কথা তুলে ধরে দুই রাষ্ট্র নেতা একে অপরের প্রশংসা করেন। এবং ভবিষ্যতে এই দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হন। উল্লেখ্য, ব্রিটেনের রাজনীতিতে ১৪ বছর পর ক্ষমতায় ফিরেছে লেবার পার্টি। ব্রিটেনের ৬৫০ আসনের হাউস অফ কমন্সে ৪১২ আসনে জিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে তারা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি মাত্র ১১৮টি আসন পেয়েছে। তবে দল হারলেও ২৩,০৫৯টি ভোট পেয়ে উত্তর ইংল্যান্ড আসনে জয়ী হয়েছেন তিনি। অথচ ২০১৯ সালের নির্বাচনে বরিস জনসনের নেতৃত্বে কনজারভেটিভ পার্টি ৩৬৫টি আসন জিতেছিল। যেখানে লেবার পার্টি পেয়েছে ২০২টি আসন।

‘অযোধ্যা’ হিন্দুরাষ্ট্র গড়ার প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছে...’ অমর্ত্য সেন

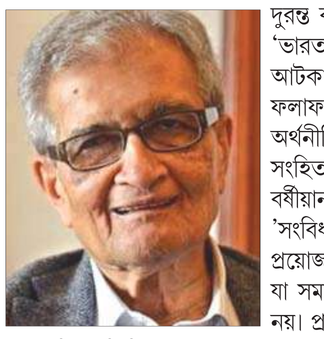

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৬ জুলাই ঃ ‘ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র করার প্রচেষ্টা কিছুটা আটকানো গেছে’, লোকসভা নির্বাচনে ফলাফল নিয়ে বিস্ফোরক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা নিয়েও কড়া সমালোচনা করেন বর্ষীয়ান এই অর্থনীতিবিদ । তিনি বলেন, ’সংবিধান বদল করতে যে যে আলোচনার প্রয়োজন ছিল তা করা হয়নি। মণিপুরের যা সমস্যা মধ্যপ্রদেশের তা সমস্যা নিশ্চই নয়। প্রতীচী ট্রাস্টের (ইণ্ডিয়া) আলোচনায় অংশ নিয়ে তিনি বলেন, বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে না শিক্ষায় জোর না দিলে। দেওয়া হচ্ছে না, এটাই আক্ষেপ।’প্রায় প্রতি বছরের মত এবারও বোলপুরের একটি বেসরকারি হোটেলের সভাকক্ষে ‘প্রতীচী ট্রাস্ট (ইণ্ডিয়া)’-র পক্ষ থেকে ‘কেন স্কুলে যাইঃ সহযোগিতার সহজ পাঠ’ শীর্ষক আলোচনা আয়োজন করা হয়। আলোচনায় অংশ নেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ তথা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অমর্ত্য সেন ও অধ্যাপক জঁ দ্রেজ সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা, পড়ুয়ারা। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে কার্যত বিস্ফোরক নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন। তাংর বক্তব্য, স্কুলে পর্যন্ত আলোচনা পৌঁছে গিয়েছিল । ভারতবর্ষকে কিভাবে হিন্দুরাষ্ট্র করা যায় এই আলোচনা হত। কিন্তু, আমাদের জানা দরকার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে পার্থক্য বাচ্চাদের মধ্যে একেবারেই নেই। তাই লোকসভা যে নির্বাচন হল আমাদের দেশে তাতে ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্র করার যে প্রচেষ্টা তা আটকানো গেল। ওরা এটা মানতে পারল না, যেখানে বড় মন্দির তৈরি হল সেখানে একজন সেকুলার দলের প্রার্থী, হিন্দু রাষ্ট্র গড়ার প্রার্থীকে হারিয়ে দিয়েছে। দেখুন, ভারতবর্ষ একেবারেই ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নয়, তবে বহু ধর্মের দেশ তো বটেই। আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়েও আক্ষেপ করেন অধ্যাপক সেন। তিনি জানান, বুদ্ধদেবের থেকে নানা কিছুর শেখার আছে। নালন্দায় সেই সমস্ত নতুন করে করা হয়নি। আগের সরকার আর বর্তমান সরকার করেনি। পাশাপাশি, বেকার সমস্যা, সমাধানের পথ, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো নিয়ে কড়া সমালোচনা করেন অধ্যাপক সেন।

ঘোষিত হল চলতি বছরের রাজ্য ডব্লিউবিজেইই-র কাউন্সেলিংয়ের দিন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ চলতি বছরের রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা (ডব্লিউবিজেইই)’র কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করলেন জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড (ডব্লিউবিজেইইবি)-র নয়া নিযুক্ত সভাপতি সোনালি চক্রবর্তী। বোর্ড সভাপতি জানিয়েছেন, রাজ্যের বিভিন্ন কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইঞ্জিনিয়ারিং, টেকনোলজি এবং আর্কিটেকচার নিয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তির জন্য আগামী ১০ জুলাই থেকে ৫ অগস্ট পর্যন্ত অনলাইন কাউন্সেলিং বা ই-কাউন্সেলিং প্রক্রিয়ার আয়োজন করা হবে। শনিবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রফেশনাল অ্যাকাডেমিক ইনস্টিটিউশন্স (অ্যাপাই) আয়োজিত ‘প্রি কাউন্সেলিং ফেয়ার’-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জয়েন্ট পরীক্ষার কাউন্সেলিংয়ের দিন ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে বোর্ড সভাপতি জানিয়েছেন, রাজ্যের ১০টি সরকার পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়, ৯টি রাজ্য সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫৬টি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ-সহ মোট ৮৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে পড়ুয়াদের ভর্তি নেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মোট ৬০টি শাখায় ভর্তির সুযোগ রয়েছে। বোর্ডের তরফে আগামী ১০ জুলাই সন্ধে থেকে কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। চলবে ৫ আগস্ট পর্যন্ত। এর জন্য বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে পড়ুয়াদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে।

সংক্ষিপ্ত খবর

সেলফ সার্ভিসে ১২ লক্ষ গ্রাহক পরিষেবা ব্যবহার করেছেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ খাদ্য দফতরের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে বিভিন্ন আবেদনপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা বা সেলফ সার্ভিস শুরু হওয়ার পরে প্রায় ১২ লক্ষ গ্রাহক এই পরিষেবা ব্যবহার করেছেন। রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ জানিয়েছেন সাধারণ মানুষের বিভিন্ন কাজে বারবার দফতরে ঘোরাঘুরি ও হয়রানি কমাতে এই পরিসেবা চালু করা হয়েছে। তা কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপুল সারা পেয়েছে।খাদ্য দফতর থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৫ নম্বর ফর্মে নাম, বয়স, ঠিকানা সংশোধন করা যাবে। তাতে ইতিমধ্যে ৭ লক্ষ ৪৩ হাজার ৮৬৭ জন মানুষ সেলফ সার্ভিস ব্যবস্থা মারফত ৫ নম্বর ফর্ম জমা দিয়েছেন। এছাড়া রেশন দোকান পরিবর্তন, রেশন কার্ড সারেন্ডার করা, রেশন কার্ড কনভারশন, ডিজিটাল রেশন কার্ডের সঙ্গে মোবাইল লিঙ্ক সহ নানাবিধ বিষয়ে ফর্ম জমা শুরু হয়েছে সেলফ সার্ভিস মারফত। তাতে সব মিলিয়ে এই ব্যবস্থার সঙ্গে ১১ লক্ষ ৮৮ হাজার ৯৮০ জন উপকৃত হয়েছেন।

১১ জুলাই থেকে রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েতের মূল্যায়ন শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃনারী ও শিশুদের কল্যাণে পঞ্চায়েত কেমন কাজ করছে রাজ্য সরকার এবার তা পর্যালোচনা করবে। আগামী ১১ জুলাই থেকে রাজ্যজুড়ে পঞ্চায়েতের মূল্যায়ন শুরু হবে। সেখানেই এবার নারী ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচিরও মূল্যায়ন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত অর্থবর্ষে পঞ্চায়েত পিছু বরাদ্দের অন্তত ১৫ শতাংশ নারী ও শিশু কল্যাণের জন্য খরচের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পঞ্চায়েতগুলি তা পালন করেছে কিনা তার খতিয়ে দেখা হবে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া যেসব বিষয়ের উপর একটি পঞ্চায়েতকে পরীক্ষা করা হবে সেগুলি হল পরিকল্পনা ও বাজেট, পরিষেবা প্রদান, অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা প্রভৃতি। একটি পঞ্চায়েত যে সমস্ত ভবন বা সরকারি বিল্ডিং তৈরি করেছে, তার গুণগত মানের রিপোর্ট, নিজস্ব আয় বাড়াতে কতটা সক্ষম হয়েছে প্রভৃতি বিষয়ও খতিয়ে দেখা হবে বলে ঠিক হয়েছে।প্রতিটি বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে গেলে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কে ৫০ শতাংশ নম্বর পেতে হবে। পঞ্চায়েত দফতর এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে অনলাইনে মূল্যায়নের কাজ করা হবে।

সুস্থ রয়েছেন এল কে আডবাণী

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ সুস্থ ও স্থিতিশীল রয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী। হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়ার পর এখন বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন তিনি। সুস্থ ও স্থিতিশীল রয়েছেন ভারতরত্ন লালকৃষ্ণ আডবাণী। খাবারও খাচ্ছেন প্রয়োজন মতো। শনিবার জানা গিয়েছে, তিনি সুস্থই রয়েছেন। প্রবীণ বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান ৪ জুলাই।

নজরে থাকবে কর ছাড়ের অঙ্ক

তৃতীয় দফায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করতে চলেছেন নির্মলা সীতারমান

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ ২২ জুলাই বসবে বাজেট অধিবেশন। তৃতীয় জন্য অধিবেশন চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। নির্বাচনের বছর হওয়ার গত

মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ আগামী ২৩ জুলাই। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শনিবার বাজেট অধিবেশনের দিনক্ষণ জানিয়েছেন সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে রিজিজু জানান, অষ্টাদশ লোকসভার প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হবে আগামী ২২ জুলাই। ওইদিনই দুই কক্ষের অধিবেশন বসবে। ২৩ জুলাই লোকসভায় বাজেট পেশ করবেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। বাজেট নিয়ে আলোচনার ফেব্রুয়ারিতে অর্থমন্ত্রী অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করেন। এবার গোটা বছরের পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করবেন তিনি। মোরারজি দেশাইয়ের ছয়বারের রেকর্ড ভাঙতে এই নিয়ে মোট সাতবার বাজেট পেশ করবেন নির্মলা সীতারামন। তবে, গত ছয়বারই বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সংসদে। এবার শরিক দলগুলির সমর্থনে সরকার গড়েছে পদ্ম বাহিনী। ফলে দেখার, শরিকদের দাবিদাওয়া বজায় রেখে নির্মলা কতটা জনদরদী বাজেট পেশ করতে সক্ষম হন।প্রথম অর্থমন্ত্রী হিসাবে এই বিরল কীর্তি গড়তে চলেছেন তিনি। লোকসভা ভোটের জেরে, ১ ফেব্রুয়ারি অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়েছিল সংসদে। এরপর লোকসভা ভোটে জিতে তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরেছে মোদী সরকার। এ পর্যন্ত কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার মূলত সংস্কারমুখী বাজেট পেশ করে এসেছে। ভোটের আগের বছরগুলিতে খয়রাতির পথেও হেঁটেছে কেন্দ্র। তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম বাজেট কেমন হতে পারে, আপাতত নজর সেদিকেই। আগামী বাজেটে সরকার নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত আয়কর হার কমানোর কথা বিবেচনা করছে বলে সূত্রের খবর। এবার ভোগব্যয় বাড়াতে নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের জন্য আয়কর কমানোর পথে হাঁটতে পারে কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, অর্থমন্ত্রকের কর্তারা ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর কমানোর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছেন। ৫ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের শ্রেণি, যারা ৫-২০ শতাংশ আয়কর দিয়ে থাকেন, এই প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে তাঁরা উপকৃত হবেন। আয়করের একটি নতুন স্ল্যাবও বিবেচনা করতে পারে সরকার।

কেজরিওয়ালের জামিনে স্থগিতাদেশ নিয়ে উদ্বেগ, প্রধান বিচারপতিকে চিঠি

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ আবগারি দুর্নীতি মামলায় জামিন পেয়েও জেলমুক্তি হয়নি অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। নিম্ন আদালতের রায়ে স্থগিতদেশ দিয়েছে দিল্লি হাই কোর্ট। কিন্তু যে প্রক্রিয়ায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর জামিনে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়েছে, সেটা নিয়ে এবার প্রবল আপত্তি জানালেন দিল্লির বিভিন্ন আদালতের প্রায় ১৫০ জন আইনজীবী। তাঁরা সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়কে চিঠি লিখে জামিন বাতিলের প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। দিল্লির নিম্ন আদালতে গত ২০ জুন সন্ধ্যায় জামিন পান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জানা যায়, পরদিন অর্থাৎ ২১ জুন মুক্তি পাবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। তবে তখনই নিম্ন আদালতের বিরোধিতা করে দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার ইঙ্গিত দেয় ইডি। কেজরিওয়াল জেল থেকে বেরনোর আগেই ইডি আবেদন করে দিল্লি হাই কোর্টে। ইডির আবেদনের পরই উচ্চ আদালতের নির্দেশে স্থগিত হয়ে যায় জামিন। দিল্লির বিভিন্ন আদালতের প্রায় ১৫০ জন আইনজীবীর দাবি, যেভাবে কেজরিওয়ালের জামিন আটকানো হয়েছে সেটা উদ্বেগজনক। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কে লেখা চিঠিতে ওই আইনজীবীরা বলছেন, নিম্ন আদালতের রায় আপলোড হওয়ার আগেই দিল্লির হাই কোর্টের বিচারপতি সুধীর কুমার জৈন মামলাটি শুনলেন কীভাবে? যে নির্দেশ আপলোডই হল না সেটার বিরুদ্ধে তিনি মামলা গ্রহণ করলেন, শুনলেন, এমনকী স্থগিতাদেশ দিয়ে দিলেন। এটা উদ্বেগজনক। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, এর আগে ভারতের বিচারবিভাগে এই ধরনের ঘটনা কোনওদিন ঘটেনি। এটা আইনজ্ঞ মহলে বড়সড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উল্লেখ্য, গত ২১ মার্চ আবগারি দুর্নীতির অভিযোগে কেজরিওয়ালকে নিজেদের হেফাজতে নিয়েছিল ইডি। সপ্তাহদুয়েক পরে তাঁকে পাঠানো হয় তিহাড় জেলে। ইডির গ্রেপ্তারির বিরোধিতা করে শীর্ষ আদালতে মামলা করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। পরে সুপ্রিম নির্দেশে ২১ দিনের অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান তিনি। গত ১০ মে কেজরিকে ২১ দিনের অন্তর্বর্তী জামিন দেওয়া হয়। অর্থাৎ ১ জুন নির্বাচনের ফল বেরনোর দিন অবধি অন্তর্বর্তী জামিন দেয় শীর্ষ আদালত। ২ জুন আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন আপ সুপ্রিমো। তার প্র থেকে তিনি জেলেই রয়েছেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল নিটের কাউন্সেলিং

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ প্রশ্নফাঁস কাণ্ডের জেরেই অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে গেল নিট-এর কাউন্সেলিং। শনিবার থেকে নিট-ইউজি-র কাউন্সেলিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা আপাতত স্থগিত করা হয়েছে বলে খবর মিলেছে। ন্যাশানাল টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)-র তরফে এই খবর মিলেছে। শীঘ্রই কাউন্সেলিংয়ের নতুন তারিখ ঘোষণা করবে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক বলে জানতে পারা গিয়েছে।

৫ মে, রবিবার নিট ইউজি পরীক্ষা হয়। ওই দিনই পটনার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে প্রশ্নের ফোটোকপি বিলি করার অভিযোগ পায় পুলিশ। তদন্তকারীদের অনুমান, নিট কেলেঙ্কারির জাল ছড়িয়ে রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, হরিয়ানা, গুজরাত, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, কর্নাটক সহ একাধিক রাজ্যে।

সর্বভারতীয় মেডিক্যাল প্রবেশিকা

(২০২৪) বাতিলের আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়। মামলাকারীরা অভিযোগ করেন যে, এবার নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য অনিয়মও হয়েছে। সমস্ত দুর্নীতি ও অনিয়ম খতিয়ে দেখার জন্য সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্র এবং এনটিএকে নোটিস দিয়ে জবাব তলব করেছে। ২০১৩ সাল থেকে নিট পরীক্ষার মাধ্যমে সর্বভারতীয় স্তরে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি শুরু হয়েছে। তার আগে রাজ্যের বোর্ডগুলি পৃথকভাবে মেডিক্যালে প্রবেশিকা পরীক্ষা নিত। সেই পরীক্ষার মাধ্যমে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে শিক্ষার্থীরা ভর্তি হতেন। কিন্তু ২০১৪-২০১৫ সালেও এই ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি, কারণ বিভিন্ন বোর্ডের আপত্তি ছিল। ২০১৬ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ঠিক করা হয়, সর্বভারতীয় ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। তবে ২০১৬ সাল থেকে নিট পরীক্ষা কেন্দ্রীয় ভাবে হলেও এই ‘দুর্নীতি’র কথা এবারই প্রথম প্রকাশ্যে এসে যায়।

হাথরাস কাণ্ডে অবশেষে মামলা দায়ের ভোলেবাবার বিরুদ্ধে, তবে উত্তরপ্রদেশে নয়

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ হাথরাস কাণ্ডে অবশেষে স্বঘোষিত ধর্মগুরু ভোলেবাবা ওরফে সুরজ পাল সিংয়ের বিরুদ্ধে দায়ের হল মামলা। তবে উত্তরপ্রদেশে নয়। ওই মামলাটি দায়ের হয়েছে বিহারের এক আদালতে। উত্তরপ্রদেশ পুলিশ এখনও স্বঘোষিত এই ধর্মগুরুকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখাতে রাজি নয়। হাথরাসে সৎসঙ্গের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে ১২১ জনের মৃত্যুর ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন খোদ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। গোটা ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। কিন্তু আলোচনার কেন্দ্রে যিনি সেই ভোলে বাবার বিরুদ্ধে এখনও উত্তরপ্রদেশ

পুলিশ কোনও অভিযোগ আনেনি। শনিবার বিহারের পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে প্রথম ওই স্বঘোষিত ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে বলে এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রের খবর। উল্লেখ্য, ওই পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনার পর থেকেই কার্যত বেপাত্তা ছিলেন ভোলেবাবা। এর আগে একটি লিখিত বিবৃতি দিলেও প্রকাশ্যে আসেননি। শনিবারই প্রথম ক্যামেরার সামনে দেখা গেল তাঁকে। তাঁর কথায়, ঈশ্বর এই যন্ত্রণা সহ্য করার শক্তি দিন আমাদের। প্রশাসন ও সরকারের উপরে বিশ্বাস রাখুন। আমার বিশ্বাস, যার জন্য সেদিন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল সে নিস্তার পাবে না। আমার আইনজীবী এ পি সিংয়ের মাধ্যমে আমি কমিটির সদস্যের কাছে আর্জি জানাচ্ছি মৃত ও আহতদের পরিবারের পাশে থাকার এবং জীবনভর তাঁদের সাহায্য করার।

মণিপুর সফরে রাহুল গান্ধী

‘মণিপুরকে গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত করেছেন মোদি’

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ বিরোধী দলনেতা হয়েই লোকসভার অধিবেশনে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। ধর্মীয় বিভাজন, প্রতিহিংসার রাজনীতি, নিট দুর্নীতি, অগ্নিবীর প্রকল্পের বিরোধিতা, কৃষকদের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাবিতে সরব হয়েছেন। তার পাশাপাশি মণিপুর ইস্যুতে নতুন করে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। কংগ্রেস সূত্রে খবর, শাসক শিবিরের অস্বস্তি বাড়িয়ে সোমবার ৮ জুলাই মণিপুর সফরে যাচ্ছেন কংগ্রেস নেতা। লোকসভার ভাষণে রাহুল অভিযোগ করেন, বিজেপি সরকারের রাজনীতিই মণিপুরকে ‘গৃহযুদ্ধে’ দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন বিরোধী দলনেতা। রাহুল গান্ধী বলেন, কেন্দ্র এমন ভাব করছে যেন মণিপুরে কিছুই হয়নি। সরাসরি মোদিকে আক্রমণ করে রাহুল আরও বলেন, আপনি মণিপুরকে গৃহযুদ্ধে নিমজ্জিত করেছেন। আপনার নীতি এবং রাজনীতি দ্বারা পুড়ে গিয়েছে মণিপুর। কংগ্রেস নেতার কটাক্ষ, কেন্দ্রের আচরণে মনে হচ্ছে মণিপুর একটি ভারতীয় রাজ্যই নয়। এই প্রথম নয়, আগেও হিংসাদীর্ণ মণিপুরে গিয়েছেন রাহুল। কথা বলেছেন ভুক্তভোগী মানুষের সঙ্গে। এমনকী মণিপুরের থৌবালে ‘ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা’ শুরু করেন কংগ্রেস নেতা। ওই জনসমাবেশে হাজারে হাজারে ভিড় হয়েছিল। থৌবালে খংজোম ওয়ার মেমোরিয়ালের ময়দানের মাঠে কংগ্রেসের নেতার কথা শুনতে হাজির হয়েছিলেন শ’য়ে শ’য়ে মহিলা। সেবার রাহুল বলেছিলেন, বিজেপি, আরএসএসের যে বিদ্বেষমূলক দৃষ্টিভঙ্গি, মণিপুর তারই চিহ্ন। যে শান্তি, স্নেহ, ভালবাসা মণিপুরের মানুষের কাছে বড় মূল্যবান ছিল, তা খোয়া গিয়েছে। আমরা তা ফেরত আনব। বিরোধী দলনেতা হয়েই ৮ জুলাই রাহুলের উত্তরপূর্বের রাজ্যে সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে বিশ্লেষকরা। বলাবাহুল্য, শাসকের বিরুদ্ধে চাপ বাড়িতেই এই কৌশল।

প্রসঙ্গত, গত বছরের মে মাসে মণিপুরে কুকি মেইতেই সংঘর্ষ শুরুর পরে উত্তরপূর্বের রাজ্যে ২০০ জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছেন। প্রায় ৭০ হাজার মানুষ ঘরছাড়া হয়ে ত্রাণ শিবিরে। গত আট মাস ধরে মণিপুরে আজ কার্ফু, কাল গুলিগোলা, পরশু ইন্টারনেট বন্ধ চলছে। এই গত এক বছরে রাজনৈতিক সমাবেশ দেখেনি ইম্ফল বা মণিপুর। যদিও মণিপুর প্রসঙ্গে আশ্চর্যজনক নীরব থেকেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তবে লোকসভায় রাহুলের ভাষণের পর মুখ খুলেছেন মোদি। জানিয়েছেন, মণিপুরকে শান্ত করতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও দেশে কমবে না বেকারত্ব!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,৬ জুলাই ঃ আগামী এক দশকে হয়তো আর্থিক বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করবে ভারত। কিন্তু সেই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হলেও মিটবে না বেকার সমস্যা। দাবি করা হয়েছে একটি রিপোর্টে। ওই সমীক্ষক সংস্থা বলছে, দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ হলেও বেকার সমস্যার সমাধান কখনই সম্ভব নয়। সেজন্য আরও সুচিন্তিত পদক্ষেপ করতে হবে। এই মুহূর্তে দেশের আর্থিক বৃদ্ধির কমবেশি ৭ শতাংশ। আগামী ১০ বছরে এই হারেই বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা রাখছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। কিন্তু সিটি গ্রুপের রিপোর্ট বলছে, এই হারে বৃদ্ধি হলেও বেকারত্ব মেটানো সম্ভব নয়। ভারতের বিপুল জনসংখ্যর চাকরির চাহিদা মেটাতে হলে প্রতি বছর অন্তত ১ কোটি ২০ লক্ষ নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমান হারে আর্থিক

বৃদ্ধি হলে ৮০-৯০ লক্ষের বেশি চাকরির সুযোগ তৈরি করা সম্ভব নয়। আরও একটা সমস্যার জায়গা হল চাকরির মান। ভারতে শিক্ষিত যুবসমাজের জন্য ভালো মানের চাকরির সুযোগ হচ্ছে না। ওই রিপোর্ট বলছে, দেশের মোট কাজের ৪৬ শতাংশ কাজের সুযোগই কৃষিক্ষেত্রে। অথচ দেশের মোট আর্থিক বৃদ্ধিতে কৃষিক্ষেত্রের অবদান ২০ শতাংশেরও কম। হিসাবে বলছে, করোনার পর দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির সুযোগ আগের থেকে বেশ খানিকটা কমেছে। করোনার আগে দেশে সংগঠিত ক্ষেত্রে চাকরির হার ছিল ২৪ শতাংশ, সেটা এখন কমে হয়েছে ২১ শতাংশ। যা কিনা গত ১৮ মাসে সর্বনিম্ন। ওই সংস্থার রিপোর্ট বলছে, সরকারি তথ্য যতই দেশের বেকারত্বের হার ৩.২ শতাংশ বলে দাবি করুক, বাস্তব ছবিটা অনেকটাই করুণ। সিএমআইই সদ্য যে রিপোর্ট দিয়েছে, সেই রিপোর্ট অনুযায়ী মে মাসে দেশের বেকারত্বের হার ছিল ৯.২ শতাংশ। যা গত ৮ মাসে সর্বোচ্চ। ২০-২৪ বছর বয়সীদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৪০ শতাংশ। এই পরিস্থিতি বদলাতে সুপরিকল্পিত উন্নয়ন দরকার। শুধু ৭ শতাংশ আর্থিক বৃদ্ধি যথেষ্ট নয় বলে ধরা হচ্ছে।

তৃণমূল ছাড়ার কারণ ফাঁস করলেন শুভেন্দু অধিকারী

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ৬ জুলাই ঃ ২০২০ সালে ১৯ ডিসেম্বর, শনিবার রাজনীতিতে সেই দিনটা মনে রয়েছে সবার। ওই দিনই দু’দশকের সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। মেদিনীপুর কলেজ মাঠে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিশাল জনসভায় আনুষ্ঠানিকভাবে দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখান তিনি। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় সাড়ে তিন বছর। কেন তৃণমূল ত্যাগ করেছেন তিনি, তা নিয়ে বহুবারই মুখ খুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। চার কেন্দ্রে উপনির্বাচনের প্রাক্কালে ফের একবার শুভেন্দু জানিয়ে দিলেন, ঠিক কী কারণে তিনি তৃণমূল ত্যাগ করেছেন। বাগদার এক জনসভা থেকে শুভেন্দু বলেন, তোষণের রাজনীতির বিরোধিতা করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলাম। ২০২০ সালে ২৭ নভেম্বর তিন দপ্তরের মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন নন্দীগ্রামের সদ্যপ্রাক্তন বিধায়ক। অন্যান্য সরকারি দায়িত্বও তিনি ছেড়ে দেন। পাল্টা জোড়াফুল শিবিরও শুভেন্দুকে সংগঠনের নানা পদ থেকে ছেঁটে ফেলে। পরে বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন অধিকারী পরিবারের জনপ্রিয় নেতা।তৃণমূলকে ৬ পাতার খোলা চিঠি লিখে যাবতীয় ক্ষোভ উগড়ে দেন মেদিনীপুরের দাপুটে নেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর আজ, বাগদায় ভোটপ্রচারে এসেও ফিরে এল শুভেন্দুর দলত্যাগের প্রসঙ্গ, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সাফ জানিয়ে দিলেন, তোষণের কারণেই তৃণমূল ছেড়েছেন। আগামী ১০ জুলাই বাংলার ৪ কেন্দ্রে উপনির্বাচন (রানাঘাট দক্ষিণ, রায়গঞ্জ, মানিকতলা, বাগদা)। বাগদা কেন্দ্রে তৃণমূলের টিকিটে দাঁড়িয়েছেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুর। এই কেন্দ্রে তাঁর মূল প্রতিপক্ষ বিজেপির বিনয়কুমার বিশ্বাস।

ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি ধারণাঃবীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ জন্মজয়ন্তীতে ভারতীয় জন সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করল বিজেপি। শনিবার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ অন্যান্য বিজেপি কর্মীরা। এই উপলক্ষ্যে চারাগাছও রোপণ করেন সচদেবা।ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শ্রদ্ধা নিবেদন করে বীরেন্দ্র সচদেবা বলেছেন, ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটি ধারণা। তিনি দেশকে যে বার্তা দিয়েছেন, তা হল একটি দেশে 'দুই নিশান', 'দুই বিধান', 'দুই প্রধান' থাকতে পারে না। তাঁর অঙ্গীকার ২০১৯ সালের ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পূরণ করেছেন।

ভারতের সভাপতিত্বে ভারত মণ্ডপমে ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ ২০২৪ সালের ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির ৪৬ তম অধিবেশন এবার ভারতের সভাপতিত্বে ভারতের মাটিতে আয়োজিত হবে। ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক কমিটির ৪৬ তম অধিবেশনটি বসছে দিল্লিতে। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটির সভাপতিত্ব করতে প্রস্তুত ভারত। নয়াদিল্লির প্রগতি ময়দানের ভারত মন্ডপমে আয়োজন করা হয়েছে আন্তর্জাতিক কমিটির এই ৪৬ তম অধিবেশনটি। অধিবেশনটি শুরু হবে জুলাইয়ের ২১ তারিখ, চলবে ৩১ জুলাই পর্যন্ত। এই অধিবেশন ঘিরে সাজো সাজো রব রাজধানী জুড়ে।

স্থির হল ডুরান্ড কাপের ডার্বির সম্ভাব্য দিন

DURAND CUP SINCE 1888

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ ২৭ জুলাই থেকে কলকাতায় শুরু হচ্ছে ডুরান্ড কাপ। কিন্তু ডুরান্ড কাপের ডার্বি কবে? প্রকাশ্যে এল তার দিনক্ষণ।ডুরান্ড কাপের ডার্বির সম্ভাব্য দিন ঠিক হয়েছে ১৮ আগস্ট। বৃহস্পতিবার নবান্নে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন ডুরান্ডের আয়োজক, আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত-সহ তিন প্রধানের কর্তারা। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে ছিলেন দেবব্রত সরকার, মোহনবাগানের হয়ে দেবাশিস দত্ত এবং মহামেডানের হয়ে কামরুদ্দিন আহমেদ ও ইস্তিয়াক আহমেদ।এই আলোচনার পর স্থির হয় ডার্বির তারিখ।কলকাতা লিগের ডার্বি হবে ১৩ জুলাই। আর একমাসের মধ্যেই মরশুমের দ্বিতীয় ডার্বি খেলতে নামবে দুই প্রধান দল।

ইতিহাস গড়তে চলেছে ইংল্যান্ডের ৯ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্কুল ছাত্রী

লন্ডন, ৬ জুলাই ঃ ইতিহাস গড়ার সামনে দাঁড়িয়ে ইংল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম লন্ডন হ্যারোর বাসিন্দা ৯ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত স্কুল ছাত্রী বোধনা শিবানন্দন।শিবানন্দন মাত্র ৯ বছরেই ইংল্যান্ডের চেস অলিম্পিয়াড দলে অংশ নিতে চলেছেন।এই মুহূর্তে বোধনা আন্তর্জাতিক স্তরে যে কোনও খেলায় ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্বকারী সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হয়েছেন। সেপ্টেম্বরে হাঙ্গেরির বুদাপেস্টে যে দাবা আমিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী ইংল্যান্ডের মহিলা দলেই আছেন ৯ বছরের ভারতীয় বংশোদ্ভূত বোধনা শিবানন্দন।

৮-১০ জুলাই রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, অস্ট্রিয়াতেও রয়েছে কর্মসূচি

নয়াদিল্লি,৬ জুলাই ঃ আগামী ৮-১০ জুলাই রাশিয়া সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সময়ে অস্ট্রিয়াতেও যাবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। গত বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী মোদী ৮-৯ জুলাই মস্কো সফরে থাকবেন। ২২-তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করবেন তাঁরা। মোদী ও পুতিন দুই দেশের মধ্যে বহুমুখী সম্পর্কের সমগ্র পরিসর নিয়ে পর্যালোচনা করবেন এবং পারস্পরিক স্বার্থের সমসাময়িক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যুতে মত বিনিময় করবেন।প্রধানমন্ত্রী এরপর ৯-১০ জুলাই অস্ট্রিয়া সফরে যাবেন। ৪১ বছরের মধ্যে এটিই হতে চলেছে একজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রথম অস্ট্রিয়া সফর। তিনি অস্ট্রিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাত করবেন। রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে বারতালাপের কর্মসূচি রয়েছে মোদীর, তিনি ভিয়েনাতেও প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে মিলিত হবেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেষ বিবৃতি ঋষির, সুনক বললেন পরাজয়ের দায় নিলাম

লন্ডন, ৬ জুলাই ঃব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেষ বিবৃতি দিলেন ঋষি সুনক। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ঋষি বলেছেন, এই পরাজয়ের দায় আমি নিলাম। বিদায়ী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনক বলেছেন, দেশের উদ্দেশে আমি প্রথমেই বলতে চাই, আমি দুঃখিত। আমি নিজের সব দিয়েছি, কিন্তু আপনারা একটি স্পষ্ট সংকেত পাঠিয়েছেন যে সরকারকে পরিবর্তন করতে হবে এবং আপনাদের একমাত্র রায় যা গুরুত্বপূর্ণ। আমি এই পরাজয়ের দায় নিচ্ছি...এই ফলাফলের পর আমি দলের নেতার পদ থেকে সরে দাঁড়াবো। ঋষি আরও বলেছেন, অনেক কঠিন দিনের শেষে এই কঠিন দিন। ব্রিটেন বিশ্বের সেরা দেশ এবং ব্রিটিশ জনগণকে সম্পূর্ণরূপে ধন্যবাদ।ব্রিটেনে কিয়ার স্টার্মার-এর নেতৃত্বে লেবার পার্টি বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় আসতে চলেছে। ৬৫০ আসনের হাউস অফ কমনসের নির্বাচনে এ পর্যন্ত পাওয়া ফলাফল অনুযায়ী লেবার পার্টি জিতছে ৪১০-টি আসনে, প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনকের কনজারভেটিভ পার্টি জিতেছে ১১৯-টিতে। লিবারেল ডেমোক্র্যাটরা জিতেছেন ৭১-টিতে । স্কটল্যান্ড ন্যাশনালিস্ট পার্টি ৮-টি আসনে জয়লাভ করেছে। ২০১০ সালে লেবার পার্টি ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়।

অলিম্পিক্সগামী ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে আলাপচারিতা প্রধানমন্ত্রীর, প্রতিভার ওপর আস্থা রাখার পরামর্শ

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্যারিস অলিম্পিক্সগামী ভারতীয় দলের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথাবার্তায় প্রধানমন্ত্রী ভারতের জন্য আরও বেশি পদক নিয়ে আসার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী বলে জানান। তিনি বলেন, অলিম্পিক্স- শুধুমাত্র একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতা নয়। এখান থেকে অনেক কিছু শেখারও রয়েছে।তিনি বলেন, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে ধৈর্য্যের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। খেলাধুলোর দুনিয়ায় অভ্যাস এবং ধারাবাহিকতার ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী সকলকে কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে ভালোভাবে ঘুমোতেও পরামর্শ দিয়েছেন। ক্রীড়াবিদদের তিনি নিজেদের প্রতিভা, প্রশিক্ষণ এবং ধারাবাহিকতার ওপর আস্থা রাখার পরামর্শ দেন। এই আলাপচারিতায় উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়াও।

তামিলনাড়ুর বিএসপি প্রধানকে বাড়ির সামনে কুপিয়ে খুন

চেন্নাই ও লখনউ, ৬ জুলাই ঃ তামিলনাড়ুর বহুজন সমাজ পার্টির (বিএসপি) প্রধান কে আর্মস্ট্রংকে চেন্নাইয়ের পেরাম্বুরে তাঁর বাড়ির সামনে কুপিয়ে খুন করল দুষ্কৃতীরা। গত শুক্রবার রাতে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে দলের কয়েক জন কর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলেন তিনি। সেই সময়ে বাইকে করে এসে দুষ্কৃতীরা আচমকা হামলা চালায়। মুহূর্তের মধ্যে কয়েক বার কোপ মারা হয় আর্মস্ট্রংয়ের বুকে।

দিল্লিতে মোদীর সরকার খুবই দুর্বল, আগস্টের মধ্যেই পড়ে যেতে পারেঃলালুপ্রসাদ যাদব

পাটনা, ৬ জুলাই ঃযে কোনও সময় নির্বাচন হতে পারে, তাই দলীয় কর্মীদের প্রস্তুত থাকতে বললেন বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় জনতা দলের প্রধান লালুপ্রসাদ যাদব। লালুপ্রসাদ যাদব ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছেন, দিল্লিতে মোদীর সরকার খুবই দুর্বল, আগস্টের মধ্যেই পড়ে যেতে পারে।গত শুক্রবার আরজেডি-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব বলেছেন, যে কোনও সময় নির্বাচন হতে পারে, তাই আমি দলের সকল কর্মীদের প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। দিল্লিতে মোদীর সরকার খুবই দুর্বল এবং আগস্টের মধ্যে পড়ে যেতে পারে।

দেড় বছর পর অধিবেশনে তৃণমূলের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ

কলকাতা,৬ জুলাই ঃ দেড় বছর পর শুক্রবার বিধানসভার অধিবেশনে যোগ দিলেন তৃণমূলের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা। গত বছর ১৭ এপ্রিল নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে সিবিআইয়ের তল্লাশি অভিযান শেষে গ্রেফতার হয়েছিলেন তিনি।দীর্ঘ ১৩ মাস জেলবন্দি থাকার পর সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জামিন পান। জামিনে মুক্তির পর বিধানসভা ভবনে এসেছিলেন বড়ঞার বিধায়ক। তার পর এই প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়ে জানালেন, তিনি খুশি।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জেল থেকে জামিন পাওয়ার পর গত মে মাসে বিধানসভা ভবনে গিয়েছিলেন জীবন। বিধানসভা ভবনে গিয়ে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। তাঁর কাছে বিধায়ক হিসাবে আবার কাজ শুরু করার আবেদন জানান জীবন। স্পিকার অনুমতি দিলে বিধানসভার দু'টি স্থায়ী কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন তিনি। তার দু'দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছিলেন তিনি।

ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত

নয়াদিল্লি,৬ জুলাইঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই ।চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘঃটায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য । ২১ বছরের রোগাসোগা কনকরাজ এস সানবাঁধানো মেছেয় বসেছিল হাঁটু মুড়ে । সে স্থানীয় কলেজে পড়ে । বই এবং যাতায়াতের খরচ তুলতে তাকে আশপাশের মাঠে ঠিকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে হয় মাঝেমাঝে । একদিনে সে উপায় করতে পারে ৩৫০ টাকা (প্রায় ৪ ডলার) । কিন্তু, এই ধরনের কায়িক শ্রম দুঃসহ হয়ে ওঠে গরমে । শহরে কোনো কারখানায় কাজ করলে মজুরি কিঞ্চি বেশি পাওয়া যাবে ঠিকই । কিন্তু, বাসে যাতায়াতের খরচ আছে । থাকতেও হবে শহরে অনেক বেশি খরচে সকলের সঙ্গে মিশে ।কারিয়ায় কনকরাজ মাঠের চেয়ে ঘন্টা প্রতি উপার্জন করে অনেক বেশি । কাজটা তার ভালো লাগে এবং সহজও ।

পুরীর রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করবেন রাষ্ট্রপতি, নিরাপত্তায় বিশেষ জোর

পুরী, ৬ জুলাই ঃরাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু আজ (রবিবার) ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করবেন। রাষ্ট্রপতির সফরকে ঘিরে পুরীতে নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু পুরীর রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করার বিষয়ে গত শনিবার সকালে ওড়িশার ডিজিপি অরুণ কুমার সারঙ্গি বলেছেন, আমরা রথযাত্রার জন্য পুরীতে নিরাপত্তার জন্য মোতায়েন করা অফিসারদের কথা বলেছি। সমস্ত উর্ধতন অফিসারা উপস্থিত আছেন। রাষ্ট্রপতির সফরের জন্য আমাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে।আগামী ৯ জুলাই পর্যন্ত ওড়িশা সফরে থাকবেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। আজ পুরীতে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা প্রত্যক্ষ করবেন তিনি। এই সফরকালে রাষ্ট্রপতি উদয়গিরিতেও যাবেন। এছাড়া বিভূতি কানুনগো শিল্প কলা কলেজ এবং উৎকল সংস্কৃতি বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গেও মত বিনিময়ের কর্মসূচি রয়েছে তাঁর।অন্যদিকে পুরীতে, রথযাত্রার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি মহা ধুমধামে চলছে পুরীতে। সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ভগবান জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার বিশাল রথ। গত শনিবার পুরীতে রথযাত্রার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। বহুকাল ধরে চলে আসা নিয়ম অনুযায়ী নতুন রথ নির্মাণ করা হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য। বিশেষ ধরনের কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয় তিনটি রথ। এবারও জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার জন্য তিনটি বিশাল রথ তৈরি করা হয়েছে। সেই রথগুলি সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। ভক্তরাও আগ্রহান্বিত এই বছর রথযাত্রায় অংশ নেওয়ার জন্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সমুদ্র শহর পুরীতে আসছেন ভক্তরা। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নিরাপত্তাও অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে পুরীতে।

ভোট প্রস্তুতিতে উপত্যকা, ১০ জুলাই ডিইও সঙ্গে বৈঠক নির্বাচন কমিশনের

শ্রীনগর, ৬ জুলাই ঃজম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু হচ্ছে ধীরে ধীরে। আগামী ১০ জুলাই জম্মু ও কাশ্মীরের জেলা নির্বাচন অফিসারদের (ডিইও) সঙ্গে বৈঠক করবে নির্বাচন কমিশন। বৈঠকটি ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, এই বৈঠকে নির্বাচনী প্রস্তুতির বিষয়েই মূলত কথা হবে। জেলা নির্বাচন অফিসারদের (ডিইও) ৯ জুলাইয়ের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে যে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি উঠে আসতে পারে, তার মধ্যে রয়েছে ভোটার তালিকার নির্ভুলতা বাড়ানো, ইলেক্টর ফটো আইডেন্টিটি কার্ড (ইপিআইসি) উন্নত করা এবং একটি সমন্বিত খসড়া তালিকা প্রস্তুত করা।

বৃষ্টিতে বেসামাল উত্তরাখণ্ড, ভূমিধসে অবরুদ্ধ বদ্রীনাথ হাইওয়ে-সহ অনেক রাস্তা

রুদ্রপ্রয়াগ, ৬ জুলাই ঃবৃষ্টিতে এমনিতেই বেসামাল উত্তরাখণ্ড, তার ওপর নতুন করে ভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি রাজ্য উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন প্রান্তে ভূমিধসের ঘটনা ঘটছে। গত শনিবার ফের ভূমিধসের ঘটনা ঘটল উত্তরাখণ্ডে। চামোলি পুলিশ জানিয়েছে, চামোলি জেলার ভানেরপানি, পুরানো নগর পঞ্চায়েত পিপলকোটি, কাঞ্চনগঙ্গা, ছিঙ্কা পাগলনালা এবং হেলাংয়ের কাছে পাহাড় থেকে পাথর গড়িয়ে আসার কারণে বদ্রীনাথ জাতীয় সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।আবার রুদ্রপ্রয়াগ পুলিশ জানিয়েছে, অবিরাম ভারী বৃষ্টির কারণে রুদ্রপ্রয়াগ গৌরীকুন্ড ১০৭ নম্বর জাতীয় সাক ডলিয়া দেবী (ফাটা) এলাকায় অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। রাস্তা পরিস্কারের কাজ চলছে জোরকদমে। উল্লেখ্য, নৈনিতাল-সহ উত্তরাখণ্ডের ৬টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই ৬টি জেলা হল, নৈনিতাল, বাগেশ্বর, চম্পাবত, আলমোড়া, পিথোরাগড় এবং উধম সিং নগর। এছাড়াও দেহরাদূন, হরিদ্বার, তেহরি ও পাউরি জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি জানিয়েছে, উত্তরকাশি, চামোলি এবং রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অন্যদিকে দেহরাদূনতে, প্রবল বৃষ্টিতে এমনিতেই বেসামাল দেবভূমি উত্তরাখণ্ড। অত্যধিক বর্ষণ ও ভূমিধসের কারণে বন্ধ রয়েছে বহু গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা। এমতাবস্থায় উত্তরাখণ্ডে আগামী কিছু দিন ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। নৈনিতাল-সহ উত্তরাখণ্ডের ৬টি জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এই ৬টি জেলা হল, নৈনিতাল, বাগেশ্বর, চম্পাবত, আলমোড়া, পিথোরাগড় এবং উধম সিং নগর।এছাড়াও রাজধানী দেহরাদূন, হরিদ্বার, তেহরি ও পাউরি জেলায় ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আইএমডি আরও জানিয়েছে, উত্তরকাশি, চামোলি এবং রুদ্রপ্রয়াগ জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

সজনেখালী রেঞ্জ অফিসে স্মারকলিপি মৎস্যজীবীদের

গোসাবা,৬ জুলাই ঃ দিনের পর দিন মৎস্যজীবীদের উপর নানারকম ভাবে অত্যাচার করছেন বনকর্মীরা। মাছ ধরতে গেলে নৌকা, জাল কেঁড়ে নেওয়া হচ্ছে। হাজার হাজার টাকা জরিমানা করা হচ্ছে। এমনকি মাছ ধরার অনুমতি পত্র বিএলসি (বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট) কেঁড়ে নেওয়ার অভিযোগও রয়েছে সুন্দবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিরুদ্ধে। আর এসবের প্রতিবাদে দত শুক্রবার দুপুরে সজনেখালি রেঞ্জ অফিসে স্মারকলিপি জমা দিলেন কয়েকশো মস্যজীবী। সুন্দরবন বন উপকূল মাছ কাঁকড়া মৎস্যজীবী কল্যান সমিতির পক্ষ থেকে ৯ দফা দাবিতে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় ঐদিন।সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের দীর্ঘদিন ধরে নতুন বিএলসি দেওয়া হচ্ছে না। ফলে পুরাতন বিএলসি যাদের রয়েছে সেগুলিই মূলত ভরসা সু ন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য। বিএলসিধারীরা অনেকেই এখন মাছ কাঁকড়া ধরতে যান না। ফলে তাঁদের কাছ থেকে সেগুলি ভা।া নিয়ে অন্য মৎস্যজীবীরা মাছ কাঁকড়া ধরছেন বর্তমানে। এতে একদিকে যেমন বিএলসির মূল মালিকরা বেশ কিছু টাকা উপার্জন করছেন, তেমনি যারা মাছ, কাঁকড়া ধরতে যাচ্ছেন তাঁরাও উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু এখানেই আপত্তি বন দফতরের। এই সমস্ত বিএলসি বাজেয়াপ্ত করার কথা ঘোষণা করেছে বন দফতর। পরিবর্তে যারা সত্যি কারের মৎস্যজীবী রয়েছেন তাঁদেরকে নতুন বিএলসি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। ব এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই মূলত বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন মৎস্যজীবীরা। লাহিড়ীপুরের বাসিন্দা নীলিমা মাঝি বলেন, আমার স্বামী মাছ ধরত। তাঁর নামেই বিএলসি। কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পর অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে এই বিএলসির ভাঁড়ার টাকাতেই সংসার চালাই। এই বিএলসি বাতিল করলে কি খাবো? কিভাবে সংসার চলবে জানি না? তাই বিক্ষোভে সামিল হয়েছি। পাখিরালয়ের বাসিন্দা দেবী মিস্ত্রী বলেন, আমার স্বামী মাছ কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে মারা যান। তাঁর নামে থাকা বিএলসি ভাড়া দিয়ে সংসার চলে। দুটো ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। এই বিএলসিই ভরসা আমার। এটা বাতিল করলে কিভাবে চলবে জানি না! এই মৎস্যজীবী সংগঠনের অন্যতম সদস্য শ্রীধর মণ্ডল বলেন, বন দফতর লাগাতার মৎস্যজীবীদের উপর অত্যাচার করছে। দা, টর্চ লাইট, রেডিও নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কোর এলাকায় যেখানে মাছ পাওয়া যায় সেখানে যাওয়ায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। সর্বোপরি বিএলসি বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এতে সুন্দরবনের খেঁটে খাওয়া মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের উপর অন্ধকার নেমে আসবে। তাই এইসব সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমরা স্মারকলিপি জমা দিলাম। কাজ না হলে আগামিদিনে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবো। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন, যাদের নামে বিএলসি তাঁদের অনেকেই মারা গিয়েছে। অনেকেই মাছ ধরতে যান না। এই পেশার সাথেও যুক্ত নন। অথচ তাঁদের বিএলসি মোটা টাকায় ভাড়া খাটানো হচ্ছে। এগুলিকে বাতিল করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের নতুন বিএলসি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাকি যে অভিযোগ আছে সেগুলি ক্ষতিয়ে দেখা হবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২১ আষাঢ় ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৬ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ আষাঢ়, চান্দ্রঃ ১ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ আষাঢ় ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৫ আষা। ১৯৪৬, মৈতৈঃ১ ইঙেন, আসামঃ ২১ আহার, মুসলিমঃ২৯-জ্বিলহজ্জ-১৪৪৫ হিজরী।গুন্ডিচা মার্জনা সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০০ঃ১৭ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ২২ঃ২২।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৫৪ঃ৫০(৭) এবং অস্তঃসন্ধ্যা ০৭ঃ৪৯ঃ২৮(৭)। শুক্ল পক্ষ । তিথিঃপ্রতিপদ (নন্দা) সকাল ঘ ০৩ঃ৪২ঃ৫৩ দং ৫৬৪৫১৭.৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃপুনর্বসু সকাল ঘ ০৪ঃ৫৪ঃ৩১ দং ৫৯৪৪২২.৫ পর্যন্ত পরে পুষ্যা করণঃ কিন্তুঘ্ন বিকাল ঘ ০৩ঃ৪১ঃ৪৮ দং ২৬৪৩৩২.৫ পর্যন্ত পরে বব-যোগঃ ব্যাঘাত-অমৃতযোগঃদিন ০৩ঃ৪২ঃ০৩ থেকে - ০৬ঃ২২ঃ২৮ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ০৫ঃ০০ থেকে - ০৭ঃ৪৭ঃ৩১ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ২০ঃ১০ থেকে - ০১ঃ২৭ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ৫২ঃ৪৮ থেকে - ০৫ঃ০০ঃ২৩ পর্যন্ত।মহেন্দ্রযোগঃদিন ০৫ঃ০০ঃ২৩ থেকে - ০৫ঃ৫৩ঃ৫১ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ২৭ঃ৪৫ থেকে - ১২ঃ০৮ঃ১০ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৫ঃ৫৩ঃ৫১ থেকে - ০৬ঃ৪৭ঃ২০ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ২২ঃ২৮ থেকে - ০৭ঃ০৫ঃ০০ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০১ঃ২১ঃ৪১ থেকে - ০৩ঃ০১ঃ৫৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৫ঃ০০ঃ২৩ থেকে - ০৬ঃ৪০ঃ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৪২ঃ১২ থেকে - ০৬ঃ২২ঃ২৮ পর্যন্ত।কালরাত্রিঃ০৬ঃ২২ঃ২৮ থেকে - ০৭ঃ৪২ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৪০ঃ৩৯ থেকে - ০৫ঃ০০ঃ২৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ২২০৩৮২৭ (৭) ১ পদচন্দ্রঃ ৩১৫৯৪৫ (৭) ৪ পদমঙ্গলঃ ০২৩১৯৪৪ (২) ৩ পদবুধঃ ৩১১৮৫৭ (৮) ৩ পদবৃহস্পতিঃ ১১৫৫৩২২ (৪) ২ পদশুক্রঃ ২২৯৫৬৮ (৭) ৩ পদশনিঃ ১০২২২৬২৮ (২৫) ১ পদরাহুঃ ১১১৯১৩ (২৭) ১ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

প্রবল বর্ষণে উত্তরবঙ্গ যখন নাজেহাল, তখন দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি। আর এই ঘাটতি মিটছেই না, আগামী কিছু দিনের মধ্যেও না মেটারই সম্ভাবনা।। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.৬ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২৬.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৬শতকরা এবং ৭৮শতকরা। জোয়ার- সকাল ৯টায় এবং রাত৯টায়। ভাটা-দুপুর ১২টায় এবং রাত ১টায়। সূর্যঃ উদয় ৪ টে ৫৬ মিনিটে এবং অস্ত ৬টা ২০ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ শেয়ার বা ফাটকায় বাড়তি অর্থ হাতে আসতে পারে। সপ্তাহের মধ্যভাগে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যস্থতায় দাম্পত্য কলহ মিটে যেতে পারে।

বৃষ রাশিঃ অংশীদারী ব্যবসায় মনোমালিন্য লেগেই থাকবে। চাকরি পরিবর্তনের জন্য সময়টি শুভ। ব্যবসায়ীরা কঠোর পরিশ্রমের ফলে ব্যবসায় উন্নতি করতে পারবে

মিথুন ঃ কর্মক্ষেত্রে আপনার উদাসীনতার জন্য কোনও ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে।

কর্কট রাশি ঃ কৃষিকার্যের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে নিজেদের ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন।

সিংহ রাশিঃপিতার শারীরিক অসুস্থতার জন্য মানসিক উদ্বেগ বৃদ্ধি পাবে। বয়স্ক জাতক-জাতিকারা এই সময় সমাজের সেবামূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করুন।

কন্যা রাশি ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মান ও যশ বৃদ্ধি পাবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে জমিজমা সংক্রান্ত সমস্যার জন্য মানসিক উদ্বেগ বাড়বে।।

তুলারাশি ঃ আগুন ও বিদ্যুৎ থেকে সাবধান, অপ্রয়োজনীয় ব্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন।

বৃশ্চিক রাশি ঃসপ্তাহের মধ্যভাগে কর্মপ্রার্থীদের নতুন কর্মলাভের যোগ। ব্যবসায় বকেয়া অর্থ এই সময় ফেরত পেতে পারেন। রাস্তাঘাটে বা কর্মক্ষেত্রে বিতর্কিত বিষয় নিয়ে কোনও আলোচনা না করা শ্রেয়।

ধনু রাশি ঃ সন্তানের ভবিষ্য নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তায় থাকবেন না। এই সপ্তাহে আপনার জন্মদিন হলে পরিবারের কাছ থেকে ভালো উপহার পেতে পারেন।

মকর রাশিঃবহুদিন ধরে চলা কোনও আইনি সমস্যা আপনার অনুকূলে যেতে পারে। ঠিকাদারদের কোনও লাভদায়ক কাজ হাতছাড়া হতে পারে।

কুম্ভ রাশি ঃহস্তশিল্পীরা তাঁদের শিল্পীসত্তার দক্ষতার কারণে সরকার থেকে প্রশংসিত হতে পারেন।

মীন রাশিঃ ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন।

সুন্দরবনকে বাঁচাতে কাঁকড়া প্রজাতির ম্যানগ্রোভ গাছ রোপন করা হলো

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুলাইঃ সুন্দরবনকে বাঁচাতে বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে বৃক্ষ রোপনের প্রয়োজন আছে আরো বেশি করে আর সেই তাগিদে সুন্দর বনে ম্যানগ্রোভ কাঁকড়া প্রজাতির চারা রোপন করা হলো। সুন্দরবনের ভঙ্গুর নদীর বাঁধে ম্যানগ্রোভ কাঁকড়া প্রজাতি চারা রোপন। ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলেন গ্রামের মহিলারা। কথায় আছে নদীর ধারে বাস চিন্তা বারো মাস।

আমফান থেকে আইলা গোটা সুন্দরবনকে তছনছ করে দিয়েছিল। প্রতিবছরই কোন না কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে সুন্দরবন। একের পর এক ঘূর্ণিঝড় তাদের উপর নেমে আসে,আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল সুন্দরবনের বাসিন্দারা। কেবল তাদেরএকমাত্র পাশে দাঁড়িয়ে ছিল এই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ। আর তাই সুন্দরবনকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে ম্যানগ্রোভের তুলনা অতুলনীয়। আর এই ম্যানগ্রোভ না থাকলে বড় ক্ষতি আরো হয়ে যেত। সমস্ত কিছু বড় বড় ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলা করে দাঁড়িয়ে আছে আজ সুন্দরবনের বুক চিরে। সেই সুন্দরবনের রক্ষাকর্তা কে চোরা শিকারির জ্বালায় প্রতি নিহত গাছ কাটা হচ্ছে, পাচার হয়ে যাচ্ছে দামি দামি ম্যানগ্রোভ গাছ। অন্যদিকে অসাধু ব্যবসায়ীরা ম্যানগ্রোভ কেটে বানাচ্ছে ফিশারী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে ম্যানগ্রোভকে ধ্বংস করা যাবে না। ৫ কোটি ম্যানগ্রোভ চারা বসানো হয়েছে সুন্দরবনের বুকে। আজও তার বিফলে যায়নি তেমনি শনিবার বাসন্তী ব্লকের প্রত্যন্ত এলাকার ঝড়খালি গ্রাম পঞ্চায়েতের হেড়োভাঙা মৌজার ত্রিদিব নগর বালিখাল বাজার সংলগ্ন এলাকায়,জিরো গ্রাউন্ডে জয় গোপালপুর গ্রাম বিকাশ কেন্দ্রর উদ্যোগে ভঙ্গুর নদী বাঁধে ম্যানগ্রোভের কাঁকড়া প্রজাতির চারা রোপন করলো স্বনির্ভর দলের মহিলারা।

আয়লা, আমফান, বুলবুল, রেমাল সহ বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় বারে বারে আছড়ে পড়েছে সুন্দরবনে। ক্ষতিগ্রস্ত নদী বাঁধ ছাপিয়ে নোনা জল প্রবেশ করেছে চাষের জমিতে। বিপর্যয়ে সময়ে খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে সুন্দর বনের নাম। এদিন ভঙ্গুর নদী বাঁধে কয়েক হাজার ম্যানগ্রোভের চারা রোপন করলেন স্বনির্ভর দলের মায়েরা।আর তাদের এই কাজে খুশি পরিবেশ বিদরা।

হাওড়ার বাঁকড়ায় মারধর যুবককে, মোবাইল নিয়ে ঘটনার সূত্রপাত

অভিযোগ দায়ের হয়নি থানায়, পুলিশের দাবি এর সঙ্গে গণপিটুনির সম্পর্ক নেই

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জুলাইঃ হাওড়ার বাঁকড়ায় মারধর যুবককে, মোবাইল নিয়েই ঘটনার সূত্রপাত। পুলিশের দাবি, এর সঙ্গে গণপিটুনির সম্পর্ক নেই। অভিযোগও দায়ের হয়নি থানায়। মোবাইল চোর সন্দেহে ওই যুবককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। আহত ওই যুবককে এলাকারই এক নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়েছে। যুবকের দাবি মিথ্যা অপবাদে তাকে মারধর করা হয়েছে। তবে, হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রের খবর শনিবার বিকেল পর্যন্ত এই ঘটনায় থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান নিজেদের মধ্যে গন্ডগোলের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনায় প্রকাশ, শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ওই যুবক মল্লিকবাঁধ এলাকায় বন্ধুর বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ কয়েকজন যুবক তার পথ আটকায়। তারা অভিযোগ করে ওই যুবক মোবাইল চুরি করে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই যুবক তাদের বোঝানোর চেষ্টা করে তিনি মোবাইল চুরি করেননি। মিথ্যা অভিযোগ। কিন্তু কেউ তার কথা শোনেননি বলে যুবকের দাবি। এরপরই তাকে কিল, চড়, ঘুষির পাশাপাশি লাঠি দিয়ে মারধর করা হয়। আহত অবস্থায় রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়ে তিনি। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে চিনতে পেরে বাঁকড়ার এক নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানেই তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন। ডোমজুড় থানার পুলিশ সূত্রের খবর, তারা এখনো লিখিত অভিযোগ পাননি। পরিচিতদের মধ্যে ঝামেলার কারণেই এই ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে অনুমান। এই বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি সাউথ বিশ্বজিৎ মাহাতো বলেন, গণপিটুনি বা ওই জাতীয় কোনও ঘটনা ঘটেনি। ৫-৬ জন বন্ধু মিলে খাওয়াদাওয়া করছিলেন। তখনই কোনও কারণে মোবাইল নিয়ে মারামারি হয়। মারামারির ঘটনায় জখম হন এক যুবক। তাকে বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই ঘটনায় নিগৃহতের পরিবারের তরফ থেকে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। পাশাপাশি পুলিশকেও স্বতপ্রণোদিত মামলা করতে দেওয়া হয়নি।

শোভনের ঘরে ফেরা নিয়ে ফের রটনা, তোপ নেটনাগরিকদের একাংশ, মন্তব্য কুণালেরও

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী শোভন চট্টোপাধ্যায়ের ফের তৃণমূলে ফিরে আসার জল্পনায় রোষ উগরে দিলেন নেটনাগরিকদের একাংশ। মন্তব্য করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষও। গত বিধানসভা নির্বাচনের আগেই শোভন ও তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বিজেপি-তে যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু ওই ভোটে দাবিমতো কেন্দ্রের প্রার্থী হতে না পেরে তাঁরা দু'জন বিজেপি-র সঙ্গে সব সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এর পর থেকে দুজনেই নানাভাবে চেষ্টা করছেন তৃণমূলে ঢোকার। সম্প্রতি শোভনের তৃণমূলে ফেরার সম্ভাবনার কথা বাতাসে ভাসছে।এই ব্যাপারে প্রতিক্রিয়ায় কুণাল ঘোষ সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''এ ব্যাপারে কিছু বলার এক্তিয়ার নেই আমার শোভন তো তৃণমূলের বৃত্তেই আছেন।

আমি যতটা বুঝি, ওঁকে দিদি ভাইয়ের মতো দেখেন। উনি দিদিকে দিদির মতো দেখেন। তবে তৃণমূলে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।বিনয় মণ্ডল লিখেছেন, ''চোরে চোরে মাসতুতো ভাই-দিদি। ভাস্কর ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''চোরগুলো সংঘবদ্ধ হচ্ছে। অভ্রজিৎ চৌধুরীলিখেছেন, ''দিদির মাথাটা আবার খারাপ হয়েছে। এদের ছাড়া কি দল চলছে না।

এতো বড় নেতা না এলে বাংলায় ফল খারাপ হবে। অভিরূপ ভট্টাচার্য লিখেছেন, ''চোর, জেলখাটা আসামী।মৃণাল পাল লিখেছেন, ''এখন রাজনীতি শুধুমাত্র নৈতিকতার কিংবা সামাজিক দায়বদ্ধতা নয়। অশোকা ঠাকুর লিখেছেন, ''কুনাল ঘোষ শোভন বৈশাখী বাবুল সবার অবস্থা তাপস পাল মুকুল রায় এর মতো করে দেবে দিদিমনি। বিনয় মণ্ডল লিখেছেন, ''সবই এক ঘরানার মাল। সবগুলোই চোর। সবগুলোই তোলাবাজ। সবগুলোই সমাজবিরোধী।

বাসন্তীর উত্তর নারায়নতলা গ্রামে আত্মঘাতী ছাত্রী

বাসন্তী,৬ জুলাইঃ গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হল দশম শ্রেণীর এক ছাত্রী। ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর উত্তর নারায়নতলা গ্রামে। মৃতার নাম স্নেহা প্রামাণিক(১৬)। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে নিজের ঘরে ছিল স্নেহা। কিছুক্ষন বাদেই তাঁকে নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে দেখা যায়। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান চিকিৎসার জন্য। কিন্তু ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আসার আগেই মৃত্যু হয় স্নেহার। ঘটনার খবর পেয়ে ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে শনিবার দেহ ময়নাতদন্তে পাঠায়। সঠিক কী কারণে আত্মহত্যা করল ওই নাবালিকা ক্ষতিয়ে দেখছে বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েই আত্মহত্যা।

সাংসদ বাপি হালদারকে সংবর্ধনা জানালো মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকারা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুলাইঃ রুপোর কলম দিয়ে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো সাংসদকে খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসায়। মথুরাপুর লোকসভা আসনে জয়ের পরে থেকে বিভিন্ন এলাকায় সংবর্ধনা দেওয়া হচ্ছে নব নির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদারকে। শনিবার মথুরাপুর লোকসভার সাংসদ বাপি হালদারের সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসা। এদিনের এই সম্বর্ধনা সভায় বাপি হালদার কে ফুলের স্তবক দিয়ে সম্বর্ধনা জানানো হয় পাশাপাশি খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকাদের তরফ থেকে রুপোর কলম উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয় নব নির্বাচিত সাংসদকে। ছাত্রছাত্রীদের তরফ থেকেও দেওয়া হয় বহু রকমের উপহার। এদিনের এই সভাতে সাংসদ বাপি হালদার সহ উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য উদয় হালদার, মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়ভূষণ ভান্ডারী, মথুরাপুর দুনম্বর ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি প্রশান্ত সরকার, খাড়ী অঞ্চলের প্রধান, উপপ্রধান সহ খাড়ি কালিকাপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকাগণ। এদিনের সম্বর্ধনা সভায় সাংসদ বাপি হালদার খাড়ী কালিকাপুর হাই মাদ্রাসার শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের থেকে সম্বর্ধনা গ্রহণ করেন।

তিনি বলেন, আমাকে সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। তিনি এদিন ওই মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের একটা রাস্তার প্রয়োজন আছে জেনে অতি শীঘ্রই তা করার আশ্বাস দেন।

মিউনিসিপ্যাল গোল্ড কাপের সূচনা উলুবেড়িয়ায়

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৬ জুলাই ঃ সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। আর বাঙালির সেরা সেই ফুটবল খেলার আয়োজন করল উলুবেড়িয়া পৌরসভা। শনিবার বিকালে উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম মাঠে আনুষ্ঠানিক ভাবে সূচনা হল উলুবেড়িয়া পৌরসভা পরিচালিত দ্বিতীয় বর্ষের মিউনিসিপ্যাল গোল্ড কাপ ২০২৪ এদিন দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে দ্বিতীয় বর্ষের মিউনিসিপ্যাল গোল্ড কাপ ২০২৪ সূচনা করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রী মাঠে নেমে বেলুন উড়িয়ে ও পায়রা উড়িয়ে এদিন তিনি দুই দলের সকল ফুটবল খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচয় করেন। এদিকে উলুবেড়িয়া পৌরসভা পরিচালিত দ্বিতীয় বর্ষের মিউনিসিপ্যাল গোল্ড কাপ ২০২৪ এর উদ্বোধনী খেলায় রাজ্যের মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক তথা প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার বিদেশ রঞ্জন বসু, পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস, ভাইস চেয়ারম্যান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল আকবর আলি,প্রাক্তন জাতীয় ফুটবলার মানস ভট্টাচার্য, দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায়,ওহিদুল ইসলাম সহ উলুবেড়িয়া পৌরসভার একাধিক ওয়ার্ডের কাউন্সিলরদের পাশাপাশি বহু বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। এদিকে দ্বিতীয় বর্ষের মিউনিসিপ্যাল গোল্ড কাপ ২০২৪ এর উদ্বোধনী খেলায় উলুবেড়িয়া নজরুল স্মৃতি সংঘ আমতা অল ষ্টার কে ট্রাই বেকারে৬-৪ গোলে পরাজিত করেন।

মায়ের আশীর্বাদ নিতে কালীঘাটে মিমি, ভিড় ভক্তদের

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ আগেই অনেকে জানতেন শনিবার কালীঘাটে দেবীর থানে আসছেন মিমি চক্রবর্তী। তাঁর উপস্থিতি ঘিরে ছিল কিছুটা সাজ সাজ রব। পরে প্রশ্নের উত্তরে জানান, দেবীর কাছে শুধুই আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।ক্রবার বাংলায় মুক্তি পেয়েছে তাঁর নতুন ছবি 'তুফান'। বাংলাদেশে তুফান তোলার পর কলকাতাতেও যাতে ঝড় বয়ে যায় সেই প্রার্থনা নিয়েই কি তিনি দেবীদর্শনে? প্রশ্ন শুনেই শাকিব খানের নায়িকার মুখে চিলতে হাসি। মিমি মাথা নেড়ে জানালেন, কিছুই চাননি তিনি। দিন কালীঘাটে ছিল নায়িকার ঝটিকা সফর। কথা ছিল তিনি মন্দিরের ১ নম্বর প্রবেশদ্বার দিয়ে ভিতরে আসবেন। পরে সেই পথ বদলে তিনি মন্দিরের ভিতরে ঢোকেন ৪ নম্বর প্রবেশদ্বার দিয়ে। পুরোহিতদের দেওয়া পুজো করা লাল কাপড় জড়িয়ে যান গর্ভগৃহে। সেখানে তখন শুধুই মিমি আর পুরোহিতেরা।মিমি প্রথমে শিবের পুজো সারেন। তার পর মন্ত্র পড়ে অঞ্জলি দেন দেবীর উদ্দেশে। পুরোহিত ততক্ষণে তাঁর কপালে লাল টিপ এঁকে দিয়েছেন। নিজের হাতে আরতি করেন নায়িকা। দেবীকে ছুঁয়ে প্রণাম সারেন। বাইরে ইতিমধ্যেই খবর ছড়িয়েছে, একটু পরেই বেরিয়ে আসবেন প্রিয় অভিনেত্রী। কেবল এক ঝলক দেখার জন্য রোদ, ভিড় উপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে নানা বয়সের অনুরাগী। মিমি বেরোতেই তাঁকে ঘিরে নিজস্বী তোলার ভিড়। মিমি হাসিমুখে কয়েক জনের আবদার মেটান। তার পরেই দ্রুত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির উদ্দেশে পা চালান। যেতে যেতে উপস্থিত সাংবাদিকদের হাতে প্রসাদ তুলে দেন। বলেন, ''মা জানেন, আমার কী প্রার্থনা। তাই আলাদা করে কিছু চাইনি। জানি, ঠিক প্রার্থনা পূরণ হবে।

বুধবার থেকে কাউন্সেলিং শুরু

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ আগামী বুধবার থেকে রাজ্যে চলতি বছরের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সফল প্রার্থীদের অনলাইন কাউন্সেলিং শুরু হবে। আজ কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের নবনিযুক্ত সভাপতি সোনালী চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন পাঁচ তারিখ পর্যন্ত এই কাউন্সেলিং চলবে। কাউন্সেলিং এ অংশ নেওয়ার জন্যে জয়েন্ট বোর্ডের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। পরে মেধাতালিকা অনুযায়ী ইঞ্জিনিয়ারিং, বিভিন্ন বিভাগে মোট ৩৫ হাজার আসনে ভর্তি হতে পারবেন।

২১শে জুলাই কে সামনে রেখে জয়নগরে তৃনমূল প্রস্তুতি সভা

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুলাইঃ ২১ শে জুলাই শহীদ দিবসকে সামনে রেখে শনিবার বিকালে জয়নগর বিধানসভা তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে জয়নগর শিবনাথ শাস্ত্রী সদনে প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর বিধানসভার বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর ১ নং ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি তুহিন বিশ্বাস,জয়নগর ২ নং তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি গোপাল নস্কর,জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস জয়নগর দুনম্বর পঞ্চায়েত সমিতি সভাপতি প্রিয়াঙ্কা মন্ডল, জেলা পরিষদ সদস্য বন্দনা লস্কর,জেলা তৃনমূল জয়হিন্দ বাহিনীর সহ সভাপতি রাজু লস্কর, জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার,ভাইস চেয়ারম্যান রথীন কুমার মন্ডল সহ একাধিক তৃণমূল নেতৃত্ববৃন্দ।এদিন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস বলেন, একুশে জুলাই তৃণমূলের শহীদ স্মরণে অন্য বছরের মত এবছরেও আমাদেরকে সংগঠিত ভাবে যেতে হবে ধর্মতলায়। তাছাড়া কিভাবে এই দিবস কে পালন করা হবে সে বিষয়ে এদিন খুটিনাটি তথ্য তুলে ধরেন বিধায়ক। এদিনের এই সভায় জয়নগর বিধানসভার ১২টি পঞ্চায়েত ও একটি পৌরসভার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পারিবারিক বিবাদের জেরে মৃত ১

মগরাহাট, ৬ জুলাই ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানার আমড়াতলা উত্তর পাড়াতে জমি নিয়ে বিবাদের জেরে মারামারির ঘটনায় আহত হন আলাউদ্দিন সরকার নামে ৪২ বছরের এক ব্যক্তি। তাকে নিয়ে হাসপাতালে যাওয়ার পথে মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অভিযোগের তীর ওই পরিবারে খুড়তুতো ভাইদের দিকে। জায়গা জমি নিয়ে দীর্ঘদিন চলছিল পারিবারিক বিবাদ। শনিবার দুপুরে সেই বিবাদ চরমে পৌঁছয়। প্রথমে ঠেলাঠেলি থেকে হাতাহাতি, পরে সংঘর্ষ। খুরতুতো ভাইদের মারে অসুস্থ হয়ে পড়েন আলাউদ্দিন সরকার। তড়িঘড়ি তাকে বাড়ির লোকেরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান তিনি। ঘটনাস্থলে আসে মগরাহাট থানার পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্তরা পলাতক। গোটা ঘটনা ক্ষতিয়ে দেখছে মগরাহাট থানার পুলিশ।

ভদ্রেশ্বরে শ্বশুর বৌমাকে গলায় একের পর এক কোপ মেরে হত্যা করলো

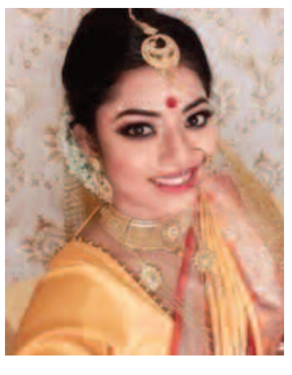

দুরন্ত বার্তা, ভদ্রেশ্বর হুগলি, ৬ জুলাই ঃ পাশে দশ বছরের মেয়েকে নিয়ে ঘুমাচ্ছিল মা। আচমকা ঘরে ঢুকে এল শ্বশুর। হাতে কাটারি। রুদ্রমূর্তি দেখে কিছু বুঝে ওঠার আগেই গলায় একের পর এক কোপ। রক্তে ভেসে গেল গোটা বাড়ি। চিৎকার শুনে পালানোর চেষ্টা করেও রেহাই পেল না শ্বশুর। ধরে ফেলল প্রতিবেশীরা। কিন্তু, কেন আচমকা ওই ব্যক্তি এই কাজ করলেন তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। চাঞ্চল্যকর ঘটনা হুগলির ভদ্রেশ্বর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের পাল পাড়া এলাকায়। পাল পাড়াতেই থাকতেন মিঠু মিত্র (২৯)। পরিবার সূত্রে জানা যাচ্ছে, তাঁর স্বামী নীলাংশু শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির বাইরে গিয়েছিলেন। আর সেই সময়েই কাটারি হাতে ঘরে ঢুকে আসেন শ্বশুর হিমাংশু মিত্র। মিঠুর গলায় এলোপাথারি কোপ মারতে থাকেন বলে অভিযোগ। মুহূর্তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। চিৎকার শুরু করে দেয় তাঁর দশ বছরের মেয়ে। ছুটে আসেন প্রতিবেশীরা। একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান শ্বশুর। স্ত্রী মিঠুকে রক্তাক্ত অবস্থায় চন্দননগর হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

খবর যায় পুলিশে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ। তবে কেন আচমকা তিনি এ কাজ করলেন তাঁর কোনও সদুত্তর মেলেনি। জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদেরও।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, পারিবারিক অশান্তির কারণে এমনটা করে থাকতে পারেন হিমাংশু। তাঁর কঠোর শাস্তিরও দাবি উঠেছে। অন্যদিকে মিঠুর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদ

গোসাবা,৬ জুলাই ঃ আকাশ ছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি ও সম্প্রতি মোবাইল রিচার্জের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামলেন এসইউসিআই কর্মী সমর্থকরা। শনিবার গোসাবা ব্লক কমিটির তরফে গোসাবা বাজার ও সংলগ্ন এলাকায় একটি প্রতিবাদ মিছিল করেন তাঁরা। আন্দোলনকারীদের দাবি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি এবার মোবাইল রিচার্জের দামও সার্ভিস প্রভাইডাররা এক ধাক্কায় অনেকক্ষানি বাড়িয়ে দিয়েছে। এরফলে সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষ সমস্যায় পড়েছে।

এ্যাসোসিয়েশন অব প্রফেশনাল একাডেমিক ইনস্টিটিউশনস (এ্যাপাই) এর উদ্যোগে ৩ দিনের প্রি কাউন্সেলিং ফেয়ার শুরু হলো নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়ামে। উদ্বোধন করেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।

সুবজায়নের বার্তা দিতে সাইকেল নিয়ে সাইবেরিয়ার উদ্দেশে পাড়ি দিলো বাংলার উজ্জ্বল পাল

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৬ জুলাইঃ সবুজায়নের বার্তা দিতে সাইকেল নিয়ে সাইবেরিয়ার উদ্দেশ্যে এবারে পাড়ি দিলেন বাংলার উজ্জ্বল পাল। শুক্রবার বিকালে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে তিনি রাশিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেন । পথিবী জুড়ে গাছ লাগানোর বার্তা দিতে ইতিমধ্যে ২০টি দেশে সাইকেল নিয়ে ভ্রমন করেছেন তিনি ।

বিশ্ব জুড়েই বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, স্কুল, কলেজ, কালচারাল অর্গানাইজেশান, স্পোর্টস ক্লাব ও পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে গাছ লাগানোর বার্তা গিয়েছেন। দেশে তো বটেই বিদেশেও এই কাজ করে যাচ্ছেন তিনি । এই লক্ষ্যে সাইকেল নিয়েই সফলভাবে কিলিমাঞ্জারো অভিযানও করেছেন তিনি ।জীবনে অন্তত একটা গাছ লাগান, তার পরিচর্যা করুন ও তাকে বড় করে তুলুন । রাশিয়ার সেন্টপিটার্সবার্গ থেকে তিনি তার যাত্রা শুরু করবেন। সাইকেল চালিয়ে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো হয়ে কাজাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া হয়ে জাপানে পৌঁছাবেন। টোকিও থেকে আবার তিনি দেশে ফিরে আসবেন । মোট ৯০ দিনের তার এই সফর । তার যে লক্ষ্য বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে মানুষকে জড়ো করে ডেমোস্টেশানের মাধ্যমে সেই বার্তা ছড়িয়ে দেন তিনি । ২০১১ সালে বাংলাদেশ দিয়ে শুরু হয় তার এই সফর। সোনারপুর আরোহীর সদস্যদের সাথে নিয়ে তিনি প্রথম অভিযান শুরু করেন । বীরভূমের সিউড়িতে তার বসবাস। গ্রামে থাকলে চাষবাস করেন ।

রোজ যা খান তা তার নিজেরই জমিতে উৎপন্ন করা। কার্যত সিদ্ধ খাবার খেয়েই কাটে তার জীবন । জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে উদবত্ত ফসল তিনি বিক্রি করে দেন । যে টাকা তিনি পান তা দিয়ে সবুজায়নের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি গাছ লাগান নানান জায়গা জুড়ে। বন দপ্তরের সহযোগিতায় বিভিন্ন জায়গা জুড়ে নানান প্রাণী উদ্ধারের কাজেও যুক্ত থাকেন তিনি। আর তাঁর এই কাজে তাঁর গ্রামের মানুষ ও।

সাত কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরী কোল্ড স্টোর সাত বছর ধরে বন্ধ, সমস্যায় মৎস্যজীবীরা

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৬ জুলাইঃ মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে সরকারিভাবে সাত কোটি টাকা খরচের তৈরি হওয়া কোল্ড স্টোরেজ সাত বছর ধরে বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সমস্যায় মৎস্যজীবীরা মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে একটি কোল্ড স্টোরেজ ও আইস ফ্যাক্টরি তৈরি করে ছিল মৎস্যদপ্তর। প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৭ সালে কাজ সম্পন্ন করে মৎস্য দপ্তর। কিন্তু সাত বছর কেটে গেলেও তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে, ঝকঝকে চকচকে কোল্ড স্টোর ও আইস ফ্যাক্টরিটি। কাকদ্বীপ বিধানসভার নামখানা ব্লকের নারায়নপুর এলাকায় হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর তীরে মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে তৈরি করা হয় এই কোল্ড স্টরেজটি। কিন্তু কি কারনে চালু করা সম্ভব হয়নি সেই প্রশ্নের উত্তর কারোর কাছে নেই। ১৫ই জুন থেকে মৎস্যজীবিদের প্রায় আড়াই হাজার ট্রলার ইলিশের সন্ধানে পাড়ি দিয়েছে গভীর সমুদ্রে। এই পরিস্থিতিতে সমুদ্র থেকে ধরা মাছ ভালো রাখতে মৎস্যজীবিদের প্রথমে প্রয়োজন পড়ে বরফ। অন্য দিকে বেশি পরিমাণে মাছ ধরে আনলে সেই মাছ তাড়াতাড়ি বাজার না পারলে তা নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে কোল্ড স্টোরেজ ও আইস ফ্যাক্টরির গুরুত্ব বেশি মৎস্যজীবীদের কাছে। এই পরিস্থিতিতে ঝকঝকে চকচকে তৈরি হওয়া কোল্ড স্টোরেজটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে সাত বছর। কবে এই স্টোরেজটি ব্যাবহার করা সম্ভব হবে সেই দিকে তাকিয়ে মৎস্যজীবীরা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১৭ সংখ্যা, রবিবার, ২২ আষাঢ়, ১৪৩১

পুরী ও চৈতন্যদেব

সময়টা সম্ভবত ১৫১৫ সালের শেষের দিক। শ্রী চৈতন্য বৃন্দাবন পরিক্রমণ শেষ করে চলেছেন প্রয়াগের পথে। বন জঙ্গলের রাস্তা। সঙ্গে আছেন আরো চার জন সংগী। সকলেই তার অনুগামী। বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং তার সহকারী ব্রাহ্মণ, রাজপুত কৃষ্ণদাস, শ্রী মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য মনোরিয়া ব্রাহ্মণ। একটি গাছের ছায়ার তলায় সকলে বসে শুরু করলেন শাস্ত্র আলোচনা। বৃন্দাবনের বনপথ। গাছের ছায়া। চারিদিকে গরু চরে বেড়াচ্ছে। রাখাল বালকেরা তখনই বাঁশির সুর ধরল। শ্রী চৈতন্য নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। মন চলে গেল শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনে। প্রেমাবিষ্ট হলেন। সম্পূর্ণ সমাধিস্থ। তখনই সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল একদল অশ্বারোহী সৈন্য। তাদের মধ্যে রয়েছেন পাঠান রাজকুমার বিজলী খান। রয়েছেন একজন ইসলাম ধর্মবেত্তা। মাটিতে অচেতন হয়ে থাকা থাকা শ্রী চৈতন্যকে দেখে তাদের মনে হলো তাদের এই মানুষটিকে বিবাক্ত কিছু খাইয়ে দিয়ে অজ্ঞান করে যথা সর্বস্ব লুট করেছে। পাঠান অশ্বারোহীর দল অন্যায়ের প্রতিবিধান করতে ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন। দস্যু মনে করে শ্রীচৈতন্যের চারজন সঙ্গীকে তারা বেঁধে ফেলে হত্যা করতে উদ্যত হলেন। রাজপুত কৃষ্ণদাস কোনও রকমে পাঠানদের আসল ঘটনা বোঝাতে লাগলেন। ততক্ষণে শ্রীচৈতন্য সমাধি ভূমি থেকে ফিরে এসেছেন। অর্ধবাহ্য দশায় শ্রী চৈতন্য হরি হরি বলে হুংকার দিতে লাগলেন। প্রেমাবেশে বাহু তুলে নৃত্য করতে লাগলেন। চোখের সামনে এইরকম অতি দুর্লভ অলৌকিক দৃশ্য দেখে পাঠানরা আশ্চর্য হয়ে উঠলেন বলভদ্র ভট্টাচার্য ও বাকি সঙ্গীদের তৎক্ষণাৎ মুক্তি দিয়ে শ্রী চৈতন্যের শরণাগত হয়ে চরন বন্দনা করলেন পাঠানরা। পাঠানদের মধ্যে যিনি ইসলাম ধর্মবেত্তা ছিলেন যিনি সকলের কাছে পীর বলে অভিহিত হতেন, ইনি প্রভুর এই অলৌকিক ব্যক্তিত্ব ও দৈবপ্রকাশ দেখে হৃদয় মথিত হয়ে পড়লেন। তিনি ইসলামের মূল তত্ত্ব নির্বিশেষ ব্রহ্ম নিয়ে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে মত বিনিময় শুরু করলেন। শ্রীচৈতন্য, সেই পীরের মত সমর্থন করে, কোরানের আরো নিগুঢ় তত্ত্ব যা নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্বের আরো গভীরে ও আরো সূক্ষ্মে সেই সবিশেষ প্রেম স্বরূপের কথা প্রকাশ করলেন তার কাছে। শ্রী চৈতন্য বললেন কোরআনে প্রতিপন্ন হয়েছে যে চরমে ভগবান একই। তিনি সর্ব ঐশ্বর্যপূর্ণ এবং তার অঙ্গ কান্তি বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। কুরআনের বর্ণনা অনুসারে ভগবানের দেহ সচ্চিদানন্দময়। ইনি পূর্ণব্রহ্ম স্বরূপ। তিনি সর্ব আত্মা। সর্বজ্ঞ এবং সব কিছুরই কারণ। সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় তার থেকেই হয়। স্থূল এবং সূক্ষ্ম জগতের তিনিই মূল আশ্রয়। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ। সকলের আরাধ্য এবং সর্বকারণের পরম কারণ। শ্রীচৈতন্য কোরান থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে বিচার করে কৃষ্ণভক্তি স্থাপন করলেন তোমার শাস্ত্রে শেষে একই ঈশ্বর। সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ তেঁহ শ্যাম কলেবর চৈতন্য চরিতামৃত প্রভু হিন্দুশাস্ত্র ও কোরানের তুলনামূলক আলোচনা করে যুক্তিদ্বারা বোঝালেন প্রভু জগন্নাথের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনও বিভেদ নেই।

কালী বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌমিত্র নয়, আমার আসল প্রতিদ্বন্দ্বী কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন উত্তম কুমার। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর কয়েক দশক জুড়ে বাংলার নাটক ও চলচ্চিত্রে যে একঝাঁক শিল্পী গানে, কবিতায়, সাহিত্যে, নাটকে, চলচ্চিত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২০ সালের ২০ নভেম্বর কলকাতার কালীঘাটে জন্মে ছিলেন কালী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বাবা মণীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আইনজীবী, রাশভারী রক্ষণশীল মানুষ। মা ভবানীদেবী। কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনটাই ছিল বিচিত্র। কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলোতে বাড়ি পালিয়ে দেখেছেন সিনেমা 'কপালকুণ্ডলা', 'ভাগ্যচক্র' প্রভৃতি। শিশির ভাদুড়ীর 'চাণক্য' ছবির শুটিং দেখতে গিয়ে ভিড়ের দৃশ্যে ঢুকে পড়ে অভিনয় করে ফেলেছেন। আবার হঠাৎই একদিন সেকালের দক্ষিণ কলকাতার শৌখিন অভিনেতা বিদ্যুৎ বসুর ডাকে 'কেদার রায়' নাটকে কার্ভালো-র চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম রজনীতেই পুরস্কার পেলেন। ১৯৪৬ সালে তাঁর কাছে 'বার্মার পথে' ছবিতে অভিনয় করার প্রস্তাব আসে। ছবির পরিচালক হিরন্ময় সেন। ভিলেনের চরিত্র, নাম তুলসী। কিছু না ভেবে জেদের বশে অভিনয় করতে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। এই ভাবেই 'ধাত্রীদেবতা', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'পাশের বাড়ি', 'ঢুলি', 'বিশ রোজ কে বাদ', 'তথাপি' ছবিতে কাজ করেছিলেন। অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা' ছবিটি তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র ছিলেন ছবির সংগীত পরিচালক। সহকারী সলিল চৌধুরী আর সজল রায়চৌধুরী ছিলেন পরিচালকের সহকারী। এঁদের সঙ্গে পরিচয় সূত্রেই আইপিটিএ-তে যোগ দেন তিনি। সেখানে যোগ দিয়ে কালী বন্দ্যোপাধ্যায় পরিচালনা করেন সলিল চৌধুরীর লেখা 'শান্তি চাই' পথনাটিকা। এ ছাড়াও করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তির উপায়'। ক্রমশ তিনি 'নয়নপুর', 'সংকেত', 'ভাঙাবন্দর', 'বিসর্জন' 'দলিল' নাটকে অভিনয় করেন। এই সময় বন্ধু মনোরঞ্জন ঘোষ 'বরযাত্রী' ছবিতে গণশা চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসেন। এই ছবির জনপ্রিয়তা কালী ব্যানার্জিকে রাতারাতি তারকার পর্যায়ে নিয়ে যায়। ১৯৫১ সাল থেকেই তিনি সব দ্বিধা ঝেড়ে পেশাদার অভিনেতা হিসেবে বাংলা চলচ্চিত্রে নিয়মিত অভিনয় করতে শুরু করেন। 'জবানবন্দী', 'সিরাজদ্দৌলা' ইত্যাদি চারটে ছবি মুক্তি পায় ওই বছরেই। সত্যেন বসুর 'ভোর হয়ে এল' মুক্তি পায় ১৯৫৩ সালে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলছেন, শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার প্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে বুঝতে পারবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, দেশকে ভগবান বলে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে মাতার সম্মান দিতে হবে। দেশ মাতৃকার জয়গান গাইতে হবে। তবেই দেশ উন্নতির পথ ধরে এগোতে থাকবে। না হলে কিন্তু দেশ একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলতেন যে কোনও সময়ে দেশমাতার বিরূপ কাজ করোনা। যদি দেশ মাতার বিরূপ কাজ করো তাহলে কিন্তু তুমি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তোমাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। নিজের সাধ্যমতো দেশ সেবা করো। দেশের মানুষদের ভালোবাসা দেওয়ার চেষ্টা করো। কোনও সময়ে অহং বোধ প্রকাশ করবে না। সব জানি বলে জ্ঞান প্রকাশ করবে না। সবার মধ্যে কিছু দেওয়ার শক্তি থাকে। সেই শক্তিকে গ্রহণ করতে হবে। সবার শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে। মানুষের কাছ থেকে শক্তি নিয়ে তিনি শক্তিশালী হয়েছিলেন। আর আজকে ভারতবাসীকে সবার কাছ থেকে শক্তি নিয়ে নিজেকে শক্তিশালী করতে হবে।

ওড়িশার পুরীর রথযাত্রার মতো বাংলার মহেশ রথযাত্রাকে জনপ্রিয় করতে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে স্থান দেন

রবীন্দ্র কুমার শীল

১৭৩৩-৩৬ সালে পুরীর রথ বন্ধ হয়েছিল। সে বার মারাঠা আক্রমণের সময় জনৈতিক সুবেদারের আগ্রাসনে তখনকার রাজা জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে নিয়ে গঞ্জামে চলে যান। সেখানকার একটি গ্রামে উদ্বাস্তু অবস্থায় রথের আচার সম্পন্ন হয়। তারও আগে রাজ্য জয়ের চাপান উতোর বা শত্রুর আক্রমণ কখনও পুরীর রথ বন্ধ হয়নি। তবে সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে এবারে পুরীর যাত্রা বাতিল হওয়াটা এই প্রথম। মুখ্য বিচারপতির নেতৃত্বাধিন ডিভিশন বেঞ্চ পুরী বা ওড়িশার কোথাও রথযাত্রা বা রথকেন্দ্রিক সমাজিক অনুষ্ঠান নিষেধ করেছে। ফলে গোটা ওড়িশা জুড়ে এখন রথহীন দিবস পালন করা হবে।

ওড়িশার পুরীর রথযাত্রার মতো বাংলার মহেশ রথযাত্রাকে জনপ্রিয় করে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে রাধারানি নামে একটি জনপ্রিয় চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন য়া বাংলার ভাবাবেগকে আরও বেশি করে উস্কে দিয়েছিল জগন্নাথের প্রতি। শুধু সাহিত্য সম্রাট নন, হুতোম পাঁচার নকসাতে দেকতে পাওয়া গিয়েছিল সেই সময়ে কলকাতার রথযাত্রার উৎসবকে কেন্দ্র করে সারাদিন ধরে হইচই। বাংলায় জগন্নাথকে দেবকে গৃহদেবতা করে নিয়ে আসার মূলে ছিলেন চৈতন্যদেব এবং তার পারিষদেরা। বৃন্দাবন দাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজও পুরীর জগন্নাথ দেবকে মহাপ্রভু বলে গণ্য করে নিয়েছিলেন। কলকাতার অধিকারংশ জমিদারদের একটি করে পুরীতে বাড়ি ছিল। সেখানে রথের দিন বহু লোকেরা বাংলা থেকে উপস্থিত হয়ে রথের শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতো। এক সময়ে ওড়িশাকে দ্বিতীয় বাংলা বলে গ্রহণ করে নিয়ে বাঙালিরা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে।

রথ হচ্ছে ওড়িশার মুখ্য উৎসব। এই রথকে কেন্দ্র করে ওড়িশার সংস্কৃতি প্রবাহিত। রথই ওড়িশার সংস্কৃতি জগতের ধারক ও বাহক। প্রাণপুরুষ। সেই প্রাণকে স্তব্ধ করে দেওয়াতে সবাই যথেষ্ট চিন্তিত। কিন্তু করার কিছুই নেই। যেভাবে সারা দেশে করোনাভাইরাস সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে তাকে রোধ করতে গেলে জনসমাবেশকে বন্ধ করতে হবে। পুরীতে রথের সময় প্রায় কুড়ি লক্ষের লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এবারে পুরীর মন্দিরের সামনে রথ প্রস্তুত করা হলেও সেই রথ চলাচল করতে পারবে না। তাদেরকে স্থির হয়ে থাকতে হবে। এখন সব আচার অনুষ্ঠান সেখানেই সমাপ্ত করতে হবে। উল্টোরথ বা সোজা রথের সময় রথ যেভাবে চলাচল করতে সেটা আর হচ্ছে না। মাসির বাড়ি যাওয়া হচ্ছে না জগন্নাথের। মাসির দর্শন পুরী মন্দিরের সমানে থেকেই করতে হবে প্রভু জগন্নাথদেবকে। কলকাতার রথযাত্রা শুরু হয়েছিল বহুবাজার অঞ্চল থেকে। এর নাম অপভ্রংশ হয়ে বৌবাজার হয়েছে। কিন্তু এর আসল উচ্চারণ হচ্ছে বহুবাজার। এই বহুবাজার অঞ্চলে বহু উড়িশাবাসীরা বসবাস করতো। একনও বহু উড়িশার লোকেরা একানে থাকে। গোপী বোস লেনেও রয়েছে। তারাই কলকাতায় প্রথম রথ উৎসব শুরু করে। তবে আর একটি কারণ

রয়েছে। অতীতে বহু বনেদি পরিবার পুরিতে বাগান বাড়ি করতো। সেখানে বছরে পাঁচ ছয়বার গিয়ে বসবাস করতো এবং প্রভু জগন্নাথ দেবকে ঘরের গৃহ দেবতা করে নিয়েছিল তারা। ফলে কলকাতায় বহু বনেদি বাড়ি থেকে এখন রথ বের হয়। তখন ইসকন কোথায়? ইসকন তো প্রচারের আলোতে এসেনি। যাকগে সে কথা। কলকাতার ছোটবেলার রথের কথায় ফিরে আসা যাক।

রথের আগের দিন রাতের বেলায় ভালো করে ঘুম হতো না। তার একটি কারণ রয়েছে। ভোরবেলায় একজন তালপাতার বাঁসি তৈরি করতো মিত্রদের গাড়ি বারন্দার নিচে। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে সেই তালপাতার বাঁশিওলায়া তাঁর ঝাকা নিয়ে এসে বসতো গাড়ি বারন্দার নিচে। তখন বাঁশির দাম ছিল এক পয়সা। এক পয়সা জোগার করা খুব কঠিন ছিল। বাড়ির বড়রা এক পয়সা হাতে দিলে সেই পয়সা নিয়ে দে দৌড়। একেবারে বাঁশিওয়ালার কাছে। সেই ধারালো ছুরি দিয়ে তালপাতা কেটে বাঁশি তৈরি করে দিত। সেটাতে ফুঁ দিয়ে বাজানোয় আমাদের খুব আনন্দ ছিল। তখন বাঁশিওয়ালার কাছে ছোটদের বিশাল লাইন পড়ে যেত। ধাক্কাধাক্কিও হতো। কে আগে বাঁশি নেবে তা নিয়ে রীতিমতো কসরৎ হতো বলা যেতে পারে। তখন এই বাঁশিতে ফুঁক দিয়ে আমাদের শৈশবের রথযাত্রা শুরু হতো বলা যেতে পারে। তারপরে রয়েছে রথ সাজানোর পালা। আমাদের বাড়িতে তখন একটি রথ ছিল। জ্যাঠাদের রথ আর কি। কিন্তু রথের দিন আমরা সবাই এক সঙ্গে মিলিত হতাম। সকাল বেলায় রথ সাজানোর জন্য গাছের পাতা চাই। কিন্তু পাতা কী করে সংগ্রহ করা যেতে পারে। আমাদের বাড়ির উল্টো দিকেই ছিল শ্রদ্ধানন্দ পার্ক। সেখান থেকে গাছের ডাল সংগ্রহ করার জন্য তৈরি থাকতে হতো। কিন্তু সেখানে যে মালি থাকতো সে কড়া নজর দিয়ে রাখতো সকাল বেলায় থেকে বাগানকে। সহজ ছিল না গাছের ডাল ভাঙা। তার হাতে ছিল একটি ছোট লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে রথের দিন ভোর বেলা থেকে মাঠ পাহারা দিত। বাঞ্ছারামের বাগান আরকি। মালির কড়া দৃষ্টির ফাঁক দিয়ে গাছের ডাল কাটা একেবারে অসম্ভব ছিল। ফলে রাস্তার গাছের ডাল কেটে পথ সাজানো হতো। রাস্তায় বড় বড় গাছ। সেই গাছেঠর ডাল কাটতে বড়দের সাহায্য ছাড়া হতো না। বড়রা মাত্র এই একটা দিন করুণা করে ছোটদের রথ সাজানোর জন্য গাছে উঠে পাতা সহ ডাল কেটে ফেলে দিত রাস্তায়। আমরা রাস্তা থেকে ডালসহ পাতা সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে চলে আসতাম। সারা দুপুর চোখের পাতায় ঘুম থাকতো না।

সকাল বেলায় জ্যাঠাদের বাড়ি ভালো করে জল দিয়ে ধোয়ার আয়োজন চলতো। সিঁড়ি থেকে শুরু করে ছাদ পর্যন্ত জল দিয়ে ধোয়া হতো। তখন আমার ঠাকুরমা বেঁচে ছিলেন। তিনি সকাল সকাল বিছানা ছেড়ে উঠে এসে বাবন্দায় দাঁড়িয়ে থাকতেন। মেথর এসে জল দিয়ে উঠান পরিস্কার করতো। মনে আছে আমি একবার শীতকালে মেথরকে ছুঁয়ে ফেলেছিলাম। কলকাতায় তখন প্রচণ্ড শীত থাকতো। রাজারহাট, ট্যাংরা এলাকা বনজঙ্গলে ভর্তি ছিল। সেখানে মাছ চাষ হতো। ফুলকপি বাধাকপি আসতো ধাপার মাঠ থেকে। নিউ টাউন ছিল বনজঙ্গল। লোকের ববাস ছিল না বলতে গেলে চলে। সাপের ভয়ে সেখানে কেউ যেত না। রাজার হাট তখন গ্রাম ছিল। সন্ধ্যা হলেই রাত নেমে আসতো। যে কথাটা বলছিলাম, মেথরকে ছুঁয়ে দেওয়ার ফলে শীতকালে প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে জামাকাপড় ছেড়ে স্নান করতে হয়েছিল। এমনকী জামাকাপড় পর্যন্ত ধুঁয়ে ফেলতে হয়েছিল। তবেই ঘরে প্রবেশ করতে পারি। যাকগে। রথ সাজানোর জন্য ভাত খেয়ে কাজে নেমে পড়তাম। তখন আমাদের পিসির ভাইরা থাকতো। একসঙ্গে বসবাস করতাম। জ্যেঠার তত্ত্বাবধানে। রথটা তৈরি করে দিয়েছিলেন জ্যেঠামশাই। রথটাকে বের করে ভালো করে পরিস্কার করা হতো আগে থেকে। আমার এক কাকা ছিলেন। তিনি আগে থেকেই রথটাকে রং করে একেবারে নতুন করে তুলতেন। সেই রথ সাজানোর দায়িত্ব আমাদের ওপরে পড়তো। আমার পিসি দুই ছেলে এক মেয়ে। ছেলেদের নাম ছিল বুধো এবং সুধো। মেয়ের নাম ছিল আরতি। বড় একজন ছিল। সে কিন্তু এইসব ঝামেলাতে থাকতো না। রথটাকে সাজিয়ে জগন্নাথ সুভদ্রা এবং বলরামকে বসিয়ে বিকেল হলেই রাস্তার বের হয়ে পড়তাম।। কাঁসর ঘন্টা বাজিয়ে আস্তে আস্তে রথটাকে চালিয়ে একবার সুর্য সেন স্ট্রিটের দিকে আর একবার সিদ্ধেশ্বর চন্দ্র লেনের দিকে নিয়ে আসতাম। এটাই ছিল আমাদের রথ পরিক্রমার করার রুট। এই পথ ধরে আবার উল্টো রথ বের করা হতো। তখন জগন্নাথের প্রসাদ ছিল নকুলদানা। নকুনল দানা এবং বড়দের কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে বাতাসার ব্যবস্থাও করা হতো। বাতাসা ছিল ভাগ্যবান প্রসাদ। সেইগুলো আবার আমার পিসির ছেলেরা খেয়ে নিয়ে আমাদের নকুলদানা দিত। বলতো, বড় হলে তেরা বাতাসা পাবি। এখন নকুলদানা খেয়ে নে। বহুবাজার অঞ্চলটা খুব বিরাট ছিল। শশীভূষণ দে স্ট্রিট থেকে শুরু করে একেবারে এমবি সরকার (বর্তমানে ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া) হয়ে কোলে মার্কেট বরাবর এবং ওদিকে একেবারে বহুবাজারের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত রথ যাত্রার মেলা বসতো। তখন ছিল পুলিশদের হ্যাফপ্যান্ট। পুলিশ দেখলেই ভয় পেতো লোকেরা। এত বড় মেলাটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশকে হিমসিম খেতে হতো। মেলাতে বহু জিনিপত্র বিক্রি হতো। বেতের চুপড়ি থেকে শুরু করে কাঠের খেলনা,মাটির খেলনাসহ আবসহ অনেক কিছু। বাড়ির মেয়েরা বেশি ভিড় করতো। তারা সংসারের জিনিস কিনে নিয়ে আসতো। ছুরি কাঁচি, নারকেল কুরানি, কুলো, বঁটি সহ আরও অনেক কিছু। আমরা একটি খেলনা পেলে যথেষ্ট মনে করতাম। তবে একটা জিনিস ছিল সেটা না হলে রথ যাত্রা একেবারে নিরস বলে মনে হতো। তখন রাস্তায় রাস্তায় অজস্র জেলে ভাজা এবং পাঁপড়ের দোকান বসতো। বিক্রিও হতো তেমনি। পাড়ার ছেলেরা সকাল বেলা থেকে রাস্তায় হাতা খুনতি নিয়ে বসে যেতো। তৈরি করা হতো ইট আর মাটি দিয়ে অস্থায়ী উনুন। সেই উনুনে তেলের কড়া চাপিয়ে বেগুনি, পিয়াজি ভাজা হতো। ভাজা হচ্ছে আর নিমেষের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তেলেভাজা রথের দিন খেতে গেলে আপনাকে প্রায় আধ ঘন্টার মতো অপেক্ষা করে থাকতে হবে। বেগুনি, পিঁয়াজি, আলুর চপ এর চাহিদা বিশাল। তার পরে রয়েছে পাঁপর। পাড়ার ছেলেরা রাস্তায় দোকান খুলে বসে পড়েছে। সেখানে পাঁপড় ভাজা হচ্ছে। আর কিনে খাওয়া হচ্ছে। জেলেভাজা আর পাঁপড় না খেলে রথের মেলাটা ঠিক জমে না। আমেজ ঠিক আসে না। দুটো পাঁপড় খেতাম। একটা ঠিক সন্ধ্যা হলেই। সেটা বাবা কিনে দিত। আর একটা জ্যাঠামশাই বহুবাজারের দোকান বন্ধ করে এলে। তখন আমাদের দোকানের পাশে ছিল ভাস্করের তেলেভাজার দোকান। ভাস্করদের বাড়ি ছিল ওড়িশাতে। রথের দিন তার ছেলেরা চলে এসে দোকান সামলাতো। ভাস্করের ছেলেদের মধ্যে কেউ পাঁপর ভাজছে কেউ আবার তেলেভাজা ভাজছে। আবার কেউ খদ্দেরকে দিচ্ছে। ভাস্কর শুধু পয়সা নিতো। ট্যাঁকশাল সামলাতো।

শশীভূষণ দে স্ট্রিটে একটি উৎকলবাসীদের একটি প্রাচীন রথ আছে। সেই রথ কবে থেকে শুরু হয়েছিল তা কেউই বলতে পারে না। তারপরে রয়েছে নীলমণি দে'র বাড়ির রথ। সেই রথ দেখতে তাদের আত্মীয়রা এসে উপস্থিত হতো তাদের ঠাকুর বাড়িতে। পঞ্চাননতলায় রয়েছে শীলেদের বাড়ি। সেই বাড়ি থেকে এখনও রথ বের হয়। এই বাড়ির একতলায় একটি ঘরে ভাড়া নিয়ে বাস করতেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। রয়েছে ল্যাম্পপোস্ট। সেই ল্যাম্পপোস্টতে গ্যাসের আলোতে পড়াশুনা করতেন তিনি। সেই ল্যাম্পপোস্ট এখনও রয়েছে। মল্লিকদের রথ বের হয়। শশীভূষণ দে স্ট্রিট এর প্রতিটি বাড়ি থেকে রথ বের হয়। হিদারাম ব্যানার্জি লেন থেকেও প্রতিটি বাড়ি থেকে রথ বের হয় এখনও। রথে একেবারে বহুবাজার জমজমাট বলা যেতে পারে। ছেলে বুড়ো থেকে শুরু করে সবাই খুশিতে টগবগ করে ফুটছে। বাড়ির মেয়েরা বড় ধরনের নাকে নথ পরে রথের সঙ্গে চলেছে পায়ে হেঁটে। কেউ আবার খালি পায়ে চলেছে। নতুন শাড়ি পরে বৌয়েরা রয়েছে রথের সঙ্গে। রশি ধরে টানছে। ছেলেরা রয়েছে নতুন ধুতি পরে। আর বাড়ির বড়রা রয়েছে একেবারে রথের পেছনে পেছনে। প্রায় বেশির ভাগ লোকের পায়ে কোনও জুতো নেই। খালি পায়ে করে রথ টেনে নিয়ে চলেছে। সামনে বাজছে খোল করতাল। রথটাকে টুনি সাদা বালব দিয়ে সাজানো হয়েছে। রথে ওঠে বামুন ঠাকুর মশাই শুধু ঝালর দিয়ে জগন্নাথকে হাওয়া করছে। রথের বাজনা এবং রথ টানার ঘরঘরানি শব্দ শুনে ছোটরা ছুটে গিয়ে একবার করে রশিতে টান মারছে। রাস্তায় যারা হেঁটে যাচ্ছে তারা রশিতে একবার করে টান দিয়ে চলেছে। এর মজাই আলাদা। এতো কষ্টের মধ্যে মানুষ কীভাবে শান্ত এবং আনন্দে মেতে ওটে সেটা দেখার মতো। সব কষ্ট ভুলে এই দিনে সবাই মেতে থাকে আনন্দে। ভেদাভেদ ভুলে যায়। কে মেথর, কে মুচি, কে উচ্চ বর্ণ আবার কেউই বা নিচ বর্ণ। এই দিন সবাই একসঙ্গে চলেছে। সবাই কিন্তু এক সঙ্গে রথের রশিতে টান লাগিয়ে প্রভু জগন্নাথকে সামনে রেখে সংকীর্তনও করতে শুরু করেছে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'

উদারপন্থী মতে বিশ্বাস ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ

সম্বুদ্ধ দত্ত

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যেন এক কলঙ্কিত নায়ক। আমাদের দেশের এমনকি তাঁর জন্মভূমি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী এবং ঐতিহাসিকরা তাঁকে একজন সাম্প্রাদায়িক মানুষ রূপে উপস্থাপন করে এসেছে। শুধু তাই নয় অনেকে বাংলা ভাগের জন্য শ্যামাপ্রসাদকেই প্রধান কারিগর বলে মনে করেছে। তবে এ কথা কিন্তু সত্যি সাম্প্রদায়িক শ্যামাপ্রসাদের চেষ্টাতেই কিন্তু অসাম্প্রদায়িক পশ্চিমবাংলা সৃষ্টি হয়েছে।

দেশ ভাগের উত্তাল সময়ে ১৯৪৬ এর কলকাতার নারকীয় হত্যাকান্ডের নায়ক সুরাবর্দি, শরৎ বোস ও কিরণশঙ্কর রায়ের মতো মানুষরা যখন স্বাধীন বাংলার প্রস্তাব রেখে ছিলেন তখন দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ এই প্রস্তাবের সর্বাত্মক বিরোধীতা করেন। কারণ তিনি জানতেন ভারত থেকে পৃথক হয়ে বাংলা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হলে অচিরেই মুসলমান প্রধান বাংলা পাকিস্তানের সঙ্গে মিশে যাবে। দেশ ভাগের পূর্বলগ্নে শ্যামাপ্রসাদ বাংলায় দাঙ্গার রূপ দেখে বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানের মুসলমান শাসনে হিন্দুদের কি পবিণতি হতে পারে। শ্যামা প্রসাদের অনুমান যে কতটা নির্ভূল ছিল তা পূর্বপাকিস্তান থেকে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দুদের পরিণতি আমরা দেখেছি। অথচ সব থেকে আশ্চর্যের বিষয়, শ্যামাপ্রসাদকে নানাভাবে কালিমালিপ্ত করলেও অবিভক্ত বাংলার যে অংশটুকু আজ পশ্চিমবঙ্গ নামে ভারতবর্ষের মধ্যে রয়েছে তাঁর অন্যতম সৃষ্টিকর্তা যে শ্যামাপ্রসাদ তা কিন্তু কেউ অস্বীকার করতেও পারে না। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক ও শিক্ষকতা জীবন সঠিক ভাবে পর্যালোচনা করলে শ্যামাপ্রসাদকে কিন্তু কোনও ভাবেই একজন সাম্প্রাদায়িক মানুষ হিসেবে বর্ণনা করা যায় না। তবে তিনি যে ভারতবর্ষের গড়পরতা নেতাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একজন তোষণহীন এবং আপসহীন ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দর্শন ছিল ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি নাগরিককে ধর্মের ভিত্তিতে না দেখে শুধুমাত্র ভারতবাসী হিসাবে মান্যতা দেওয়া। তাই শ্যামাপ্রসাদ ভারতীয় রাজনীতির এক ব্যতিক্রমী চরিত্র একেবারে অন্য

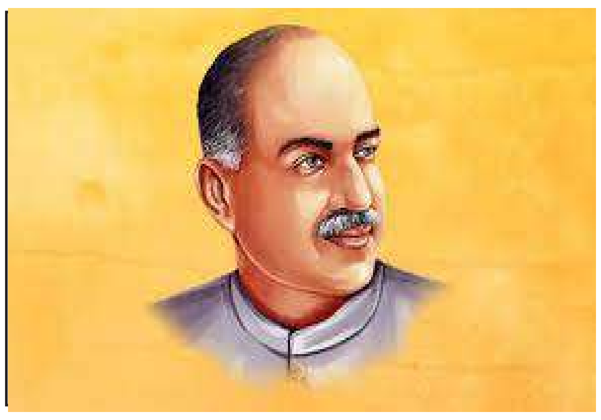

সবার থেকে আলাদা। শ্যামা প্রসাদ বাস্তবে কতটা অসাম্প্র দায়িক ছিলেন তার কিছু উদাহরণ এখানে তুলে ধরা যেতে পারে -- সেই সময়ের 'নবযুগ' পত্রিকার বিশিষ্ট সাংবাদিক ছিলেন আবুল মনসুর আহমেদ। শ্যামা - হক যৌথ ভাবে সরকার গঠনের পথ মনসূর আহমেদ লিখেছিলেন, যখন শুনিলাম হক সাহেব তাঁর মন্ত্রী সভায় শ্যামাপ্রসাদকে লইতেছেন, তখন আমি শুধু আকাশ হইতে পড়িলাম না। আস্ত আসমানটাই যেন আমার মাথায় ভাঙিয়া পরিল। কথাটা শুনিয়া আমি এমন স্তম্ভিত হইলাম যে, সেভাব কাটিতে আমার পুরা মিনিট খানেক সময় লাগিয়াছিল। হক সাহেব আমার মনভাব বুঝিয়া, তিনি গম্ভীর মুখে বলিলেন, শোন আবুল মনসুর, তুমি শ্যামাপ্রসাদকে চিন না। তারে আমি চিনি। সে আশুতোষের বেটা। করুক না হিন্দুসভা। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে তাঁর মতো উদার ও মুসলমানদের হিতকামী হিন্দু কংগ্রেসে একজনও পাবা না। আমার কথা বিশ্বাস করো। আমি সবদিক ভাইবা চিন্তাই তাঁরে নিতেছি। আমারে যদি তুমি বিশ্বাস করো, তাইলে তারেও বিশ্বাস করতে হবে। হক ও শ্যামাপ্রসাদ শীর্ষক এক রচনায় আবুল মনসুর আরও লিখেছিলেন, আমি শ্যামাপ্রসাদের সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তার সম্পর্কে হক সাহেব যা বলিয়াছেন, তা ঠিক। সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপারে সত্য সত্যই তিনি অনেক কংগ্রেস হিন্দু নেতার চেয়েও উদার ছিলেন। হিন্দু সভার নেতা হইয়াও কোন হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষন করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদকে দেখিয়াক্ষ্ম। বিপ্লবী কবি নজরুল ইসলাম অসুস্থ হলে শ্যামা প্রসাদ কবিকে এবং তাঁর অসুস্থ স্ত্রীকে মধুপুরে পাঠিয়ে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করেন এবং সেই সঙ্গে কবির ব্যক্তিগত ঋনের বেশ কিছুটা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন। ১৭- ০৭- ১৯৪২ সালে কবি নজরুল ইসলাম শ্যামাপ্রসাদকে চিঠি মারফত লেখেন -- শ্রীচরনেষু, আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করুন। মধুপুরে এসে অনেক relief & relaxation অনুভব করছি। মাথার যন্ত্রনা অনেকটা কমেছে। জিহ্বার জড়তা সামান্য কমেছে। আপনি এত সত্বর আমার ব্যাবস্থা না করলে হয়ত কবি মধুসূদনের মত হাসপাতালে আমারও মৃত্যু হত। আমার স্ত্রী আজ প্রায় পাঁচ বছর পঙ্গু হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়ে আছে। ওকে অনেক কষ্টে এখানে এনেছি। ওর অসুখের জন্যই এখনো সাত হাজার টাকা ঋণ আছে। এর মধ্যে মাড়োয়ারী ও কাবলিওয়ালাদের ঋণই বেশি। আপনি জানেন, হিন্দু - মুসলমান unity - জন্য আমি আজীবন কবিতায়, গানে, গদ্যে দেশবাসীকে আবেদন করেছি। আমি হিন্দু- মুসলমান ছাত্র ও তরুণদের সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছি। এই coalition ministry - র একমাত্র আপনাকে আমি অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি, আর কাউকে নয়। আমি জানি, আমরাই এই ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীন করব। সেদিন বাঙালির আপনাকে ও সুভাষ বসুকেই সকলের আগে মনে পড়বে। আপনারাই হবেন এদেশের সত্যকার নায়ক। আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ গ্রহণ করবেন। আমি জানি আমি Hindu Muslim Equity Fund থেকে আমার ঋন মুক্তির টাকা পাব। আপনার কথা কখন মিথ্যা হবে না। পাঁচশ টাকা পেয়েছি। আরও পাঁচশ টাকা অনুগ্রহ করে পাঠিয়ে দেবেন, বা যখন মধুপুরে আসবেন নিয়ে আসবেন। আপনার মহত্ত্ব, আপনার উপর ভালোবাসা, আপনার নির্ভীকতা শৌর্য সাহস - আমার অনু পরমানুতে অন্তরে বাহিরে মিশে রইল। আমার আনন্দিত প্রণাম পদ্ম শ্রীচরনে গ্রহণ করুন। --- প্রণত, কাজী নজরুল ইসলাম। এখানে আরও একটা কথা অবগত করতে চাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামীয় কৃষ্টি, শিল্প, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চার জন্য শ্যামাপ্রসাদের হাত ধরেই একটি নতুন বিভাগের সুচনা হয়। এবং অন্তজ শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট ছাত্রাবাসের অবলুপ্তি ঘটিয়ে সব ছাত্রদের একসঙ্গে থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। কারণ তিনি চাইতেন প্রত্যেক ছাত্রদের মধ্যে যেন সব সামাজিক বিভেদ মুছে ভাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

এর পরেও কি আমরা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মত একজন আপসহীন সৎ ও কোমল হৃদয়ের মনিষীকে সাম্প্রদায়িক অপবাদে আখ্যায়িত করতে পারি ?

সম্পাদকীয় সমীপেষু

কবি জসীমউদ্দিন ও নজরুল

একবার এক সাহিত্য সভা থেকে ফিরছিলেন কবি নির্মলেন্দু গুণ। পদ্মার উপর নৌকায় বসে, হঠাৎ নৌকা একটু বেসামাল হয়ে উঠল। নির্মলেন্দু গুণের সঙ্গী গোলাম সাবদার সিদ্দিকি মাঝিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বললেন 'মিয়া একটু সাবধানে নৌকা চালাও এখানে বাংলা সাহিত্যের বড় বড় সব কবিরা আছেন'। বৃদ্ধ মাঝি সে কথা শুনে কার্যত হতবাক হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা জসীমউদ্দীনের পরে কেউ কবি হতে পারেন না। এমনকি স্বয়ং নির্মলেন্দু গুণের পিতাও পদ্মানদীর মাঝির মত মনে করতেন বাংলা সাহিত্যে কবি বলতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও জসীমউদ্দীন।তাঁর ছেলে যে কবি পিতা সেকথা বিশ্বাসই করতে চাননি। পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের অসম্ভব জনপ্রিয়. তার অনেকটা হদিশ মেলে প্রবীন মাঝি কিংবা নির্মলেন্দু গুণের পিতার বিশ্বাসে। কাজী নজরুল ইসলামের যদি হয 'বিদ্রোহী', জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন ', জসীম উদ্দীনের তেমন 'কবর'। খুব ছোট বয়সে প্রেম, বিদ্রোহের কবিতা না লিখে জসীমউদ্দীন লিখেছেন স্বজনহারা বৃদ্ধের করুণগাথা। কবিতা পড়ে পাঠকরা বুঝতে পারেন না এই কবিতা এক তরুণের সৃষ্টি। কুষ্ঠিয়া থেকে ডাক পেলেন এক সাহিত্য সভায়। সেটা তাঁর জীবনের প্রথম কোনও অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পাওয়া। সংগঠকরা কবিকে চেনেন না, কবি রেলস্টেশনে নেমে দেখলেন কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করতে আসেন নি। তবে বিশ, পঁচিশের মত লোক ছিলেন,তারা কারও জন্য অপেক্ষা করছেন। জসিমউদ্দীন তাদের বলতে উত্তর পেলেন কবি জসীমউদ্দীনের এই গাড়িতে আসার কথা,তারা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন। তরুণ কবি নিজের পরিচয় দিলেও তাদের বিশ্বাস হল না। পরে অবশ্য ভুল ভাঙলে বিস্ময়ের পালা। জসীমউদ্দীনের 'কবর' যখন ম্যাট্রিক ক্লাসের পাঠ্য হয় কবি তখনও বি এ পাশ করেন নি। দীনেশচন্দ্র সেন জসীমউদ্দীনকে বলেছিলেন 'তোমার কবিতাটি ম্যাট্রিক ক্লাসের পাঠ্য হয়েছে আমার যতদূর জানা আছে পৃথিবীর কোনও দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও ছাত্রের লেখা এ পর্যন্ত পাঠ্য হয় নাই'। সবসময় স্বপ্ন দেখতেন কলকাতায় সাহিত্য মহলের স্বীকৃতি। মনে মনে বিশ্বাস করতেন কলকাতায় আসলেই তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি পেয়ে যাবেন। তবে জসীমউদ্দীনের পিতৃদেবের এই বিষয়ে একদমই সায় ছিল না, বরং তিনি মনে করতেন পুত্রের এই কবিতা লেখার নেশায় পড়াশোনা ক্ষতি হচ্ছে। দেশে তখন ইংরেজ বিরোধিতা বাড়ছে,পল্লীকবিও পড়াশোনা ছেড়ে কলকাতায় চলে এলেন। উঠলেন বোনের বাড়িতে। তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল না হওয়ায় নিজেই অর্থের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। শুরু করলেন রাস্তায় নেমে খবরের কাগজ বিক্রি। গরম -গরম খবর হেঁকে বিক্রি করতেন। মানুষ আকৃষ্ট হতেন তাঁর বলার ভঙ্গিমায়। বহু সময় খরচ আর পরিশ্রমের পর সব কপি কাগজ বিক্রি হলে লাভ হত চোদ্দ পয়সা। এর সঙ্গে কবিতা লেখা চলছিল। সত্যি সত্যি জসীমউদ্দীনের কাব্যপ্রেম, সাহিত্য চর্চা,গ্রাম্য গান সংগ্রহ ব্যস্ত থাকায় পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। বি এ পাস করতে অনেক বছর লেগে যায় যে বছর নক্সী-কাঁথার মাঠ প্রকাশ হল সেই বছর তিনি স্নাতক হলেন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে অবনীন্দ্রনাথের কাছে অনেকদিন ধরে যাওয়ার সুযোগ হলেও কবি গুরুর মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ হয়নি। তবে একদিন জসীমউদ্দীন গেলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে। নিজের দুটো বই কবিগুরুর হাতে তুলে দিলে তিনি বলেছিলেন তোমার বই পড়ি।

অবৈধ নির্মাণ ও হকারদের দখলদারীকে প্রশ্রয় নয়, টক টু মেয়রে জানালেন মেয়র গৌতম দেব

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে পাঁচ মিনিট দেরিতে হলেও টক টু মেয়র এ মানুষের সমস্যার কথা শুনে তার সমাধানের

চেষ্টা করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মূলতঃ এদিন অবৈধ নির্মাণ নিয়ে যে ভূমিকা নিয়েছে পুরসভা এই বিষয়ের উপরেই মানুষের প্রশ্নের সদুত্তর দিলেন তিনি। এও জানালেন শহরে কোন বেআইনি নির্মাণ বা ফুটপাত দখল বরদাস্ত নয়। তিনি জানান, রাজ্য সরকার হকারদের পক্ষে, তবে সরকারি জায়গা আটকে হকারি কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। পাশাপাশি তিনি জানান শহর শিলিগুড়িতে যেভাবে হকারের সংখ্যা বাড়ছে তাতে নানান সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে, ফলে যত্রতত্র, যেখানে সেখানে হকাররা বসার উপর এবার নজরদারি চালাবে শিলিগুড়ি পুরসভা। দেখা হবে তাদের সঠিক পরিচয়পত্র ও তথ্য। বহিঃরাজ্যের কোন হকারকে কোনভাবেই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না শহর শিলিগুড়িতে। পাশাপাশি যানজট নিয়েও খুব শীঘ্রই বড়সড়ো ভূমিকা গ্রহণ করতে চলেছে শিলিগুড়ি পুরসভা বলেও জানান মেয়র গৌতম দেব।

বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা, জলবন্দি ময়নাগুড়ির ৪০টি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জেরে ময়নাগুড়িতে জলবন্দি ৪০টি পরিবার। ময়নাগুড়ি শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে পুরসভাকে আবেদন জানালেন বাসিন্দারা। শহরের ৭ নং ওয়ার্ড এর বিবেকানন্দ পল্লীর প্রায় শতাধিক বাড়িতে জল জমে বিপত্তি দেখা দিয়েছে। রাস্তা জলের তলায়। পাশাপাশি নতুন বাজার সংলগ্ন এলাকাতেও জল জমেছে। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য পুরসভাকেই দায়ী করেছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে, শহরের ৮ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর প্রদ্যোত বিশ্বাস ঘটনাস্থলে এসে জল নিকাশের কাজে পুরকর্মীদের সঙ্গে কাজে হাত লাগান। শনিবার শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গেছে জল কিছুটা কমেছে।

কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জল বাড়তে শুরু করেছে তোর্সা নদীতে

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার, ৬ জুলাই ঃ কোচবিহার কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে জল বাড়তে শুরু করেছে তোর্সা নদীতে। একই সঙ্গে গতকাল রাতে ভারী বৃষ্টির ফলে জলমগ্ন গোটা কোচবিহার শহর। যার ফলে সমস্যায় পড়েছে সাধারণ মানুষ। কোচবিহারের তোর্সা নদীতে জল বাড়ার ফলে আতঙ্কে রয়েছে নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাসকারী বাসিন্দারা। তোর্সা নদীর জল বাড়ার কারণে শহরের জল নামছে না নদীতে। দিনভর জলমগ্ন অবস্থায় ভোগান্তির শিকার

হতে হচ্ছে এলাকাবাসীর। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার গত দুদিনের টানা বৃষ্টিতে নাজেহাল আলিপুরদুয়ারবাসী। দুদিন ধরে টানা বৃষ্টি চলছে। গত ২৪ ঘন্টায় আলিপুরদুয়ারে ১২০.৬০ মিলিমিটার, হাসিমারাতে ৭২ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে আলিপুরদুয়ার শহরের বিভিন্ন নীচু এলাকায় রাস্তার উপর দিয়ে বইছে জল। ফলে দুর্ভোগে পড়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। জলের উপর দিয়ে চলছে যাতায়াত। গতকাল ২৭৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। আজ ১২০.৬০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। ফলে ড্রেনেজ সিস্টেম ভাল না থাকায় জল জমছে পুরএলাকায়। জল যন্ত্রনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নাগরিকেরা। তবে ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হওয়ায় কালজানি, ডিমা নদীতে জল বাড়ছে। এই ব্যাপারে সেচ দফতরের কন্ট্রোলরুম ঘন্টায় ঘন্টায় জলের পরিমাপ নিচ্ছে। যদিও নদীতে কোন সংকেত জারি হয়নি। আলিপুরদুয়ার পুরসভার ২,৫, ৮,৯,১৫,১৮ নম্বর ওয়ার্ডে গত দুদিন ধরে জলে বিপর্যস্ত জনজীবন। আলিপুরদুয়ারের দ্বীপচর ও ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নৌকাতে পারাপার করতে দেখা যায় বাসিন্দাদের। আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর বলেন, নীচু এলাকায় জল জমছে। স্লুইস গেট গুলি খোলা হলে জল বেরিয়ে যাবে। আসলে আলিপুরদুয়ার পুর এলাকায় ড্রেনিং সিস্টেমে গলদ থাকায় জলযন্ত্রনায় প্রতিবছর ভুঁগতে হচ্ছে নাগরিক দের। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিত কর আশা প্রকাশ করেছেন, বৃষ্টি কমলেই জল নেমে যাবে।

জলঢাকায় লাল ও দোমোহনিতে হলুদ সতর্কতা জারি

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ মেখলিগঞ্জে লাল জলঢাকা এনএইচ ৩১ লাল ও দোমোহনি তে হলুদ সতর্কতা। জলপাইগুড়িতে শনিবার সকাল থেকে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি। ফুঁসছে তিস্তা, জলঢাকা নদী সহ করলা নদী সহ বাড়ছে জেলার অন্যান্য নদীর জল। তিস্তা নদী সংলগ্ন ময়নাগুড়ি ব্লকে বেশ কিছু এলাকায় জল ঢুকে জলমগ্ন। চিন্তায় বাসিন্দারা। জলপাইগুড়ি তিস্তা ব্যারেজ থেকে শনিবার সকাল ৬ টায় ২৯৬৯.০২ কিউমেক জল ছাড়া হয়েছে। ময়নাগুড়ি ব্লকের ধর্মপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাকালি সর্দারপাড়া গ্রামে বেশকিছু পরিবার বলে দাবি ওই এলাকার বাসিন্দাদের। জানা গেছে যে বেশ কয়েকদিন থেকে জলমগ্ন হয়ে আছে । শুকনো খাবার বিস্কুট খেয়ে আছে। রান্না করার পরিস্থিতি নেই বলে অভিযোগ । সর্দার পারা গ্রামের স্থানীয় বাসিন্দা শরিফুল ইসলাম বলেন প্রশাসন এর কাছে আবেদন আমাদের বাঁধ তৈরি করে দিলে আমরা খুব উপকৃত হবো তিস্তার জল বাড়লে আমার রক্ষা পাবো।

খড়গপুর ডিভিশনের আন্দুলে ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ শেষ

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের নিবেদিত দল নির্ধারিত সময়ের আগেই খড়্গপুর বিভাগের আঃদুল এবং সাঁকরাইলে ইয়ার্ড পুনঃনির্মাণের কাজ শেষ করেছে। সাঁতরাগাছি - সাঁকরাইল লিঙ্ক লাইন গতিশীলতা বাড়াবে এবং ট্রেন চলাচলে সময়ানুবর্তিতা উন্নত করবে। যেহেতু আন্দুল ও সাঁকরাইল ইয়ার্ড পরিবর্তনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সাঁতরাগাছি- সাঁকরাইল সংযোগ লাইন প্রকল্পের আন্দুল- সাঁকরাইল অংশের আসন্ন চালু হওয়ার পর, এই অংশের উপর দিয়ে পণ্য পরিবহন সরাসরি আন্দুল এবং সাঁকরাইল গুডস টার্মিনাল ইয়ার্ডের মধ্যে ফ্লাইওভারের মধ্য দিয়ে চলাচল করবে। প্রধান লাইন স্টেশন স্পর্শ এটি কম যানজটের কারণে যাত্রী ও মালবাহী উভয় ট্রেনের গতিশীলতা উন্নত করবে। ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং নর্থইস্ট ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ে থেকে আসা পণ্য ট্রেন, পার্সেল ট্রেন, মিলেনিয়াম পার্সেল ট্রেন, ভিপি ইত্যাদি মেইন লাইন চলাচলকে প্রভাবিত না করে সরাসরি সাঁকরাইল গুডস ইয়ার্ড টার্মিনালে পৌঁছাবে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের জন্য যাত্রীদের নিরাপত্তা এবং সুবিধা সর্বদা শীর্ষ অগ্রাধিকার। এটি এসইআর-এ প্রথম বড় ইয়ার্ড রিমডেলিং কাজ যা নন ইন্টারলকিং কাজ ছাড়াই সাবধানতার সাথে চালু করা হয়েছে যার ফলে ট্রেন চলাচলে সবচেয়ে কম প্রভাব পড়ে।

পরকীয়ার জেরেই রজতপুরে খুন, আটক দুই সন্দেহভাজন

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ জুলাই ঃ ঘুমন্ত অবস্থায় দাহ্য পদার্থ ছুঁড়ে আগুন লাগিয়ে একই পরিবারের ৩ সদস্যকে হত্যা করার ঘটনায় দুই সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, পরকীয়ার জেরেই এই পরিকল্পিত খুন। এই ঘটনার পর থেকেই মৃতর পরিবারের সাথে প্রথম থেকেই যোগাযোগ রেখে চলেছেন বীরভূম জেলা সভাধিপতি ফায়েজুল ওরফে কাজল সেখ। কাজল সেখের শ্বশুরবাড়ি রজতপুরেই। শুধু তাই নয় তার শ্বশুরবাড়ি মৃতদের বাড়ির পাশেই। কাজল সেখ জানান, পরকীয়ার জেরেই এই তিন খুন। প্রসঙ্গত ঘটনাস্থলে মা ও শিশু অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা যায়। গৃহকর্তা আব্দুল আলিম বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ থেকে স্থানান্তরিত হয়ে চাঁদাইপুরে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে শেষ পর্যন্ত শনিবার ভোররাতে মারা যান। তাকে নিয়ে একই পরিবারের মোট তিনজন খুন হয়। জানা গেছে, আব্দুল আলিম ওরফে তোতা ভাই এবং তার স্ত্রী রূপা বিবি জানতেন, তাদের পরিবারের ভাইয়ের স্ত্রী স্মৃতি বিবির সাথে সম্পর্ক ছিল গ্রামের হাতুরে ডাক্তার চন্দন ওরফে সফিকুল ইসলামের। এই দুজনের ঘনিষ্ঠ মহূর্তের দৃশ্য দেখে ফেলেছিল ভাসুর। তারপর এই ঘটনা ঘটিয়েছে এই অভিযুক্ত দুজনে বলে প্রতিবেশীদের দাবি। শনিবার সকালে শেখ আব্দুল আলিম মৃত্যুর খবর গ্রামে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের দাবি, মৃত আব্দুল আলিমের ভাই রতন শেখের স্ত্রী স্মৃতি বিবির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল পাশের গ্রামের এক হাতুড়ে ডাক্তার চন্দন ওরফে শেখ সফিকুল ইসলামের। আর এই নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পরিবারে চলত বিবাদ। হাতুরে ডাক্তারের বাড়ি সুপুর বানপাড়া এলাকায়। বিষয়টি জানাজানি হতেই আক্রোশ বাড়ে মৃত আব্দুল আলিমের পরিবারের উপর। এরপরই ঘটে এই মর্মান্তিক ঘটনা। ইতিমধ্যেই বোলপুর থানার পুলিশ হাতুড়ে ডাক্তার সফিকুল ইসলাম ও মৃত আব্দুল আলিমের ভাই রতন সেখের স্ত্রী স্মৃতি বিবিকে আটক করে। গ্রামবাসীদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই ডাক্তার সফিকুল ও স্মৃতি বিবি সম্পর্কে লিপ্ত ছিল। তাদের পরিবার জেনে ফেলায় পুরো পরিবারকে আগুন লাগিয়ে খুন করা হয়েছে। দুজনের ফাঁসির দাবি জানিয়েছে বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা। ইতিমধ্যেই গ্রামের শোকের ছায়া। মৃত আব্দুল আলিমের দেহ ময়নাতদন্তের পর গ্রামে নিয়ে আসা হবে বলেই জানা গেছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে পিকনিকের পর খাওয়া- দাওয়া করে একতলা ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন শেখ আব্দুল আলিম (৪৫), স্ত্রী রূপা বিবি (৩৭) সহ শিশুপুত্র ছোট ছেলে আয়ান শেখ (৪)। খোলা ছিল ঘরের জানালা। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অভিযুক্তরা এমন নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। জেলাপুলিশ সুপার রাজনারায়ন মুখোপাধ্যায় জানান, ঘটনার তদন্ত চলছে। ঘটনাস্থলে মোতায়েন আছে পুলিশ। বোলপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং জেলা পুলিশ সুপার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান। শনিবার জেলা পুলিশ সুপার এবং বোলপুর মহকুমা শাসক রজতপুর যান এবং পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দেন। পাশাপাশি, এদিন বিকেল পাঁচটায় মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা এবং সাংসদ অসিত মাল পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিতে যান।

কাউন্সিলরের স্ট্যাম্প ও সই জাল করার অভিযোগে পুরকর্মী সহ দুজনকে গ্রেফতার করল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৬ জুলাই ঃ পুর ভবন থেকেএক কাউন্সিলরের প্যাড চুরি করে, সিল ও স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে ধৃত পুর কর্মী সহ দুজনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ নবদ্বীপ আদালতের। জেল হেপাজত হওয়া পুর কর্মী সহ দুজনের নাম, প্রদীপ মিস্ত্রি ও তাপস চক্রবর্তী। তাদের বড়ি নবদ্বীপের প্রতাপনগর ও কলেজ মোড় এলাকায়। গত ৪ জুন কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উষা রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুর কর্মী সহ দুই অভিযুক্তকে শুক্রবার রাতে নবদ্বীপের বিভিন্ন এলাকা

থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুরসভা ও ২০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সূত্রে জানতে পারা যায়, পুরভবন থেকে নবদ্বীপের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি ঊষা রায়ের প্যাড চুরি যায়। জানা যায়, চুরি যাওয়া সেই প্যাড ব্যবহার করে বিভিন্ন ওয়ার্ডের তিন বাসিন্দাকে বার্ধক্যভাতার জন্য ইনকাম সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। জেলাশাসকের দফতর থেকে গত ৪ জুলাই আসা এক অভিযোগের ভিত্তিতে জানা যায় নবদ্বীপ পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা তাপস চক্রবর্তী গত ২৫ জুন বার্ধক্য ভাতার জন্য আবেদন জানিয়ে ছিলেন। তাতে তিনি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিবিধি ঊষা রায়ের প্যাড ব্যবহার করেন। কেন তিনি অন্য ওয়ার্ডের প্যাড ব্যবহার করে আবেদন করলেন সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা যায়, ঊষা রায় এমন কোন লোককে আয়ের শংসাপত্র দেননি। তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানিই না। কি ভাবে আমার প্যাড ওরা পেলেন। কে ওই প্যাডে আমার হয়ে সই করল তাও জানি না। কেউ বা কারা অসৎ উদ্দেশ্যে আমার প্যাড ব্যবহার করে সই জাল করেছে। পাশাপাশি জানা গেছে, তাপস চক্রবর্তী গত এপ্রিল মাস থেকে বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছেন। এই বিষয়ে তাঁর সাফাই,আমি জানতাম না আমার বার্ধক্য ভাতা মঞ্জুর হয়েছে। কিন্তু ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হয়ে তিনি ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের আয়ের শংসাপত্র কিভাবে পেলেন ? জবাবে তিনি বলেন, আমি বিভিন্ন ফর্ম পূরণের কাজ করি। আমাকে গোপাল দেবনাথ বলে একজন স্ট্যাম্প দেওয়া, সই করা ওই প্যাডটি দিয়ে বলেছিল পূরণ করে দিতে। তাহলেই বার্ধক্য ভাতা পেয়ে যাব। তাই আমি পূরণ করেছি। বিষয়টি সত্যি ভুল হয়ে গেছে। এছাড়াও অনুসন্ধানে আরও একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে আসে যারা নকল সই ও স্ট্যাম্প ব্যবহার করে ভাতার জন্য আবেদন করেছেন। এই বিষয়ে নবদ্বীপের পুরপ্রধান জানান, অনুসন্ধানে আরও কয়েকজনের যুক্ত থাকার কথা জানতে পেরেছি। নবদ্বীপ পুরসভার নৈশরক্ষী প্রদীপ মিস্ত্রি পুরসভায় রাখা পুরপ্রতিনিধির প্যাড চুরি করে গোপাল দেবনাথ নামে একজনকে দেন। তাঁর কাছ থেকে ওই প্যাড ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের তাপস চক্রবর্তী এবং ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে অমরকৃষ্ণ পোদ্দার এবং রাধা পোদ্দার পেয়েছেন এবং বার্ধক্য ভাতার আবেদন জমা দিয়েছেন।

চোপড়া কাণ্ডে পুনরায় ৫ দিনের হেপাজত জেসিবির

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৬ জুলাই ঃ চোপড়ায় ভাইরাল ভিডিও কাণ্ডে শনিবার মুল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলাম (জেসিবি) কে ফের হেপাজতে নিল পুলিশ। এদিনই প্রথম দফার হেপাজত শেষ হয়েছে জেসিবির। পুলিশি হেপাজতের মেয়াদ শেষে এদিন ফের তাকে আদালতে পেশ করা হয় ইসলামপুর আদালতে। জেসিবিকে পুলিশ ৯ দিনের হেপাজত চেয়ে আবেদন করলে ৫ দিনের হেপাজত মঞ্জুর করেন বিচারক। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্ত জেসিবি সহ মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত রবিবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার দীঘলগাওঁ এলাকায় তৃণমূল নেতার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়। বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের জেরে সালিশি সভার নামে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয় এক যুগলকে। এই ঘটনায় নাম জড়ায় তৃণমূল নেতার তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবির। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিওতে দেখা যায়, এক যুবক যুবতীকে রাস্তায় ফেলে মারছেন তৃণমূল নেতা জেসিবি। চারিদিক অনেক মানুষ ভিড় করে রয়েছে। কিন্তু কেউ আটকাচ্ছে না বা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছে না। ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজ্য জুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। গত ১ জুলাই চাপে পড়ে পুলিশ গ্রেফতার করে মূল অভিযুক্ত জেসিবিকে। পরে গ্রেফতার হয় জেসিবির আরও তিন শাগরেদ। পুলিশ তদন্তের স্বার্থে ৫ দিনের হেপাজতে নেওয়া হয় জেসিবিকে। হেপাজত শেষে শনিবার ইসলামপুর আদালতে জেসিবিকে তোলা হলে আবারও ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেন বিচারক।

ভাঙল চরতোর্ষা ও সঞ্জয় ডাইভারশন, ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ারের যোগাযোগ বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টিতে ফের জলের তোড়ে ভেঙে গেল আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটার চরতোর্ষা ও পলাশবাড়ির সঞ্জয় ডাইভারশন। শনিবার সকাল থেকে ফের ফালাকাটা- আলিপুরদুয়ার সড়কপথে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এদিন ছিল পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাটে সাপ্তাহিক বাজার। যোগাযোগ বন্ধ থাকায় ব্যবসায় ক্ষতি হয়। নিত্যযাত্রীদেরও এদিন ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়েছে। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ১৬ জুন চরতোর্ষা ডাইভারশন প্রথম ভেঙে যায়। তারপর ডাইভারশনের ভাঙা অংশে এখনও কাজ শুরু হয়নি। তবে পাশেই বালি, বজরি ফেলে একটি অস্থায়ী রাস্তা করে দেওয়া হয়। সেই রাস্তা দিয়েই এতদিন বাইক, সাইকেল, ছোট চাকার গাড়ি যাতায়াত করত। কিন্তু এদিন সকালে ওই অস্থায়ী রাস্তাটিও ভেঙে যায়। বাকি ডাইভারশনের একাংশও জলে ডুবে যায়। একই পরিস্থিতি সঞ্জয় ডাইভারশওনেরও। এটি গত শনিবার ভেঙে যায়। তারপর কিছুটা মেরামতও করা হয়। কিন্তু এদিন ফের ডাইভারশনের উপর দিয়ে জল বইছে। যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। জলস্তর কমলেই দ্রুত ডাইভারশন দুটি সংস্কার করা হবে।

বিপর্যয় থামছেই না! ফেটে গিয়েছে রাস্তা, বইছে কাদার স্রোত, বন্ধ টয় ট্রেন, স্তব্ধ জনজীবন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ ভারী বৃষ্টির জন্য এখনও অচল ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। এনএইচ ১১০-এর পাগলা ঝোরা অঞ্চলে গাড়ির যানজট তীব্র আকার ধারণ করেছে। ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক তিনধরিয়া গয়াবাড়িকে যুক্ত করে। এখন কার্শিয়ং রক গার্ডেন রোড দিয়ে সাময়িক যাতায়াত হচ্ছে। দার্জিলিং থেকে এনজেপি এবং এনজেপি থেকে দার্জিলিং-- আগামী দুই দিন টয় ট্রেনের যাত্রা বন্ধ। ৬ জুলাই এবং ৭ জুলাই এই সার্ভিস বন্ধ। ৮ জুলাই থেকে এই সার্ভিস ফের চালু হবে। আপাতত রোহিণী রোড দিয়ে ভারী গাড়িগুলি, যেমন ট্রাক ও বাস চলছে। গত কয়েকদিন ধরে লাইফ লাইন বন্ধ উত্তরে! থেমে গেছে জনজীবন। উত্তরবঙ্গ জুড়ে পরিবহণ-পরিস্থিতি খুবই সংকটাপন্ন। দিনসাতেক হতে চলল সেখানে বন্ধ শিলিগুড়ি থেকে সিকিমগামী জাতীয় সড়ক ১০। এবার বন্ধ ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি সঙ্গিন। মূলতঃ সেবকের করোনেশন ব্রিজ কাছে থেকে কালিম্পং জেলার লিকুভির পর্যন্ত জাতীয় সড়কে বহু জায়গায় ধস ছিল। ফলে তিস্তার কবলে জাতীয় সড়ক ১০-এর বহু অংশ। একদিকে যেমন প্রশাসনের তরফ থেকে ধসকবলিত এলাকার পাশ দিয়ে পাহাড় কেটে নতুন রাস্তা বানানোর চেষ্টা চলছিল, অন্য দিকে তেমনই তিস্তার কবলে ধসে যাওয়া বেহাল

রাস্তাকে পুনরায় ব্যবহারযোগ্যতার স্তরে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও চালাচ্ছিল জেলা প্রশাসন। তবে সবেতেই বাধ সেধেছে পাহাড়ের অতি বৃষ্টি। কয়েকদিন ধরেই পাহাড়ি তিস্তার অবস্থাও একই রকম উত্তাল হয়ে রয়েছে। নীচের দিকে, মালবাজার অঞ্চলে লিস নদীর বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছিল মাল ব্লকের বাগরাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের চান্দা কোম্পানি এলাকা। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে ভাঙা বাঁধ মেরামত করে প্রশাসন। সারারাত ধরে চলে বাঁধ মেরামতির কাজ। এরপর এখন আর লিস নদীর জল ঢুকতে পারছে না চান্দা কোম্পানি এলাকায়। বালি-পাথর দিয়ে প্রায় ৩০ মিটার বাঁধ মেরামত করা হয়। জল নেমে গিয়েছে জলমগ্ন বাড়িগুলি থেকে। স্থানীয়দের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। তবে গতকাল সকাল থেকেই দেখা গিয়েছিল অন্য জায়গায় বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেই জায়গাটিও ভেঙে গেলে ফের বানভাসি হবে চান্দা কোম্পানি এলাকা। এলাকার মানুষের অভিযোগ, বেলা বাড়লেও প্রশাসনের কাউকে এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। যেখানে বাঁধ ভাঙছে অবিলম্বে সেখানে কাজ করা জরুরি।

নবদ্বীপে মনিপুরীদের রথে একমাত্র আরোহী জগন্নাথ

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ৬ জুলাই ঃ তীর্থভূমি নবদ্বীপ শহরের দক্ষিণাঞ্চল মনিপুর রাজবাড়ির রথযাত্রা উৎসব একেবারেই স্বতন্ত্র। সেখানকার রথে রথে আরোহী জগন্নাথ। নবদ্বীপ তথা নদীয়ার অন্যতম প্রাচীন এই রথযাত্রা প্রসঙ্গে নবদ্বীপের এক গবেষক জানান, ১৭৪০-৫০ খ্রিস্টাব্দে মণিপুর রাজ্যের বহু মানুষ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিতে শুরু করে। মণিপুরের পরম বৈষ্ণব মহারাজ ভাগ্যচন্দ্রের হাত ধরেই ১৭৯৮ খ্রিষ্টাব্দে নবদ্বীপে মণিপুরীদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। সেখানে মণিপুরের প্রথা মেনেই রথযাত্রা পালিত হয়। মণিপুরের রাজবাড়ির রথ প্রথা প্রকরণে উল্লেখযোগ্য স্বতন্ত্রের দাবি রাখে। একমাত্র মণিপুরের রথেই জগন্নাথদেব একলা আরোহী। রথ থেকে উল্টোরথ প্রতি দিন রাত্রে জগন্নাথদেবের সামনে গাওয়া হয় কবি জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র। মণিপুরের রথে জগন্নাথদেব একা কেন? জানা যায়,দ্বারকা থেকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ একা এসেছিলেন। সেখানে তিনি রাধারানি-সহ অন্যান্য গোপিনীদের কৃপা করেন। আমাদের রথে সেই দর্শনটিই অনুসরণ করা হয়। তাই প্রতিদিন রাতে জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র পাঠ করা হয়। মণিপুর রথের আরও একটি বৈশিষ্ট্য, এই রথ যাত্রাপথে বিভিন্ন ভক্তের বাড়িতে থামে এবং সেই বাড়ির তরফে জগন্নাথকে আরতি করা হয় এবং ভোগ দেওয়া হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু হারিয়েছে 'সীতানাথ বৈষ্ণব থোর' জরাজীর্ণ মন্দির। ভাঙাচোরা বাড়ির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে একটি মন্দির যার প্রতিষ্ঠা হয় ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে। 'থোর' কথার অর্থ বিশ্রামাগার। ১৭৫৭ সালে হরহর দাস প্রতিষ্ঠা করেন রাধারমণ জীউর মন্দির। তার কিছু পরেই তাঁর শিষ্য গোপীনাথ পাণ্ডা প্রতিষ্ঠা করেন জগন্নাথ মূর্তি এবং শুরু হয় রথযাত্রা। সেই থেকে শুরু। মন্দিরের বর্তমান সেবাইত বৃন্দাবন পাণ্ডা জানান, পুরীর মন্দিরের প্রথা মেনে এখানে রথের উৎসব শুরু হয়। স্নানযাত্রার দিন থেকে তার পর দিন জগন্নাথের জ্বর হয়। পাঁচ দিন পর বিশেষ পাঁচন খেয়ে সারে সেই জ্বর। ষষ্ঠ দিনে শুরু হয় অঙ্গরাগ। সেই সময়ই আসে অমাবস্যা। সেই দিন হয় বিগ্রহের নেত্র উৎসব। রথের দিন বিশেষ পুজো, অভিষেক, ভোগের পর প্রাচীন রথে পথে নামলেন সপার্ষদ জগন্নাথ। মাসীর বাড়ি নেই বলে দিনের দিন ফিরে আসেন মন্দিরে নিঃসন্তান জগন্নাথ। বৃন্দাবন পাণ্ডা বলেন, এই এক জায়গাতেই পুরীর মন্দিরের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য।

সামান্য বৃষ্টিতেই জল থৈথৈ অবস্থা স্কুলের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুলাই ঃ সামান্য বৃষ্টিতেই জল থৈথৈ অবস্থায় স্কুলের। বেহাল নিকাশির জেরে স্কুলে পড়াশোনা কার্যত লাটে। জল পেরিয়ে শ্রেণীকক্ষে পৌঁছতে না পেরে স্কুলে এসো ফিরে যেতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের। কমছে ছাত্র সংখ্যা। সমস্যা মিড ডে মিল চালু রাখা নিয়েও। পুরাতন মালদহের সাহাপুরের বালাসাহাপুর নিম্ন বুনিয়াদি প্রাথমিক বিদ্যালয় বর্ষার শুরুতেই একেবারে বেহাল। বর্তমানে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা ২১৬ জন। শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা আট। ৭০ বছরের পুরনো স্কুল। অভিযোগ, এতদিন স্কুলে জল নিকাশির জন্য পাশেই একটি কালভার্ট ছিল। সেই কালভার্ট দিয়ে জল

গিয়ে পড়তো পাশের নিচু জলাজমিতে। কিন্তু, গত দু-তিন বছরে সেই জলাজমি ভরাট করেছে জমি মাফিয়ারা। এমনকি কালভার্টের মুখ বন্ধ। আর এতেই জল নিকাশি ভেঙে পড়েছে স্কুলের। সামান্য বৃষ্টিতে হাঁটুজল জমে যাচ্ছে। স্কুলে ঢোকার রাস্তা, খেলার মাঠ সবই জলের তলায়। এরসঙ্গে আশঙ্কা বিষাক্ত সাপ ও পোকামাকড়ের উপদ্রবের। ঝুঁকি নিয়ে ছাত্রদের একাংশ স্কুলে আসছে ঠিকই। কিন্তু, নিকাশির সমস্যা না মিটলে নিকট ভবিষ্যতে স্কুল বন্ধ হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা এমনই। স্কুল ছাত্র থেকে প্রধান শিক্ষক। এমনকি স্থানীয় বাসিন্দারাও অবিলম্বে স্কুলের উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা তৈরির দাবি করেছেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন মালদা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি বাসন্তী বর্মন। এখন দেখার নিকাশি ব্যবস্থা উন্নয়নে আদৌ কোনও পদক্ষেপ হয় কিনা।

বিশ্বভারতীর এক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীর রহস্য-মৃত্যু, তদন্তে পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ৬ জুলাই ঃ বিশ্বভারতীর এক মহিলা নিরাপত্তারক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো বোলপুরে। মৃতার নাম আসমা বেগম (৩৮ বছর)। শনিবার ঘটনাটি ঘটে বোলপুরের কলেজপল্লি এলাকায়। জানা গেছে, ওই মহিলা কলেজপল্লি এলাকায় ভাড়া থাকতেন। এদিন সকালে ভাড়াবাড়ি থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়ে উপস্থিত হয় বোলপুর থানার পুলিশ। পরে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বোলপুর মহকুমা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে পাঠায় পুলিস। বিশ্বভারতী সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি ওই মহিলা বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলবন্দি এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ খগেন মুর্মু, গো ব্যাক স্লোগান বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুলাই ঃ শনিবার পুরাতন মালদা শহরের ১৩ ওয়ার্ডের নিমতলায় বৃষ্টির জলে প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু। এদিন পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষোভের মুখে পড়লেন তিনি। বাসিন্দাদের ভিড় থেকে সাংসদকে ব্যাক স্লোগান দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, বাসিন্দাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে যান খগেন মুর্মু। এদিন সাংসদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপি বিধায়ক গোপাল চন্দ্র সাহা সহ বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। গোটা ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। এদিন ওই ওয়ার্ডের গান্ধি কলোনী, গাবতলা মোড় এলাকা প্রদর্শনে এসে সাংসদকে কাছে পেয়ে ক্ষোভ উগরে দেন দুর্গত বাসিন্দারা। তাঁদের বক্তব্য, ৪-৫ দিন ধরে তাঁরা জলবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। জল নিকাশির কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। যদিও বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করেন বিজেপি সাংসদ। এদিন তিনি ওই দুর্গত এলাকা পরিদর্শনের পাশাপাশি মালদা কোর্ট স্টেশনের নিকাশি ব্যবস্থা পরিদর্শন করে আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন। যদিও গো ব্যাক স্লোগান সাংসদের কানে আসেনি বলে দাবি করেন খগেন। এই বিষয়ে তিনি বলেন, 'দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। ওখানকার জল নিকাশির ব্যবস্থা ভালো নেই। তবে কীভাবে জল বের করা যায় তা নিয়ে আমরা আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমাকে নিয়ে এলাকায় কোনও ক্ষোভ নেই। গো ব্যাক স্লোগান শব্দ আমার কানে আসেনি।'

E- tender notice
NIT No. WB/BWN/ K.G.P./NIT 3/2024-25

Online bids are invited from bonafide contractors for listed works under 15 TH FC (tied) Last date of online bid submission-16-07-2024 For details information contact.

Sd/-
Prodhan,
khandaghoshGram Panchayat
Khejurhati, khandaghosh, PurbaBardhaman

Government of West Bengal
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER
SNIT No.:- WBIW/EE/MED/ SNIT-03/2024-25 [Sl. No.-1 to 2]

Short Tenders notice are hereby invited by the Executive Engineer, Mahananda Embankment Division from the eligible & resourceful Contractors having requisite similar nature credential for execution of 2 (Two) Nos. work. Last date & time of application for Tender Form on 11.07.2024 upto 17.00 Hours. Details may be seen at the website : www.wbiwd.gov.in

Sd/-
Executive Engineer
Mahananda Embankment Division
Green Park, Malda

E-TENDER INVITING NOTICE
Tender Reference no.:- WB/HOW/BJPS/NIT-02/2024-25
(Memo No: 433 /Panch , Dated: 05/07/2024)

Electronic Tenders are hereby invited by the Executive Officer, Bally Jagacha Panchayat Samity for implementation of four (04) nos. work in different above mentioned NIT, within Bally Jagacha Panchayat Samity, Howrah. Details are available in https:// wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in) and Office Notice Board.

Sd/-
Executive Officer
Bally Jagacha Panchayat Samity

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া যাইতেছে যে, অসীম কুমার দাস ওরফে অসীমকুমার দাস দালাল পিতা স্বর্গীয় বসন্ত দাস দালাল সাকিম নানুর চন্ডীদাস রোড, বোলপুর, পোষ্ট ও থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম এবং সোমনাথ দালাল পিতা স্বর্গীয় বিশ্বনাথ দালাল সাকিম নেতাজী রোড, বোলপুর, পোষ্ট ও থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, হাল সাকিম বি ডি ৫৩ /১ মিনা টাওয়ার, সমরপল্লী, মিলন বাজার, পোস্ট-কৃষ্ণপুর, কলকাতা- ৭০০১০২ মহাশয় দ্বয় বিগত ইংরেজি ২০২৩ সালে বোলপুর এডিএসআর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১০৩৮৬ নম্বর একখণ্ড আমমোক্তার নামা দলিলমূলে শ্রী রীতেশ মণ্ডল, পিতা স্বর্গীয় তরুণ কুমার মণ্ডল, সাকিম বোলপুর মধ্যে কাছারীপঠী, পোস্ট ও থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিন ৭৩১২০৪ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, উক্ত আমমোক্তার মহাশয় উপরোক্ত আমমোক্তার দলিল বলে বোলপুর এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ৩০৫৯ নম্বর কোবালা দলিলমূলে ইংরেজি ১৫.৩.২০২৪ তারিখে উপরোক্ত অসীম কুমার দাস ওরফে অসীম কুমার দাস দালাল মহাশয়ের চন্দনপুর মৌজার ৫৮ নম্বর খতিয়ানভুক্ত ২৫৪৪ নম্বর দাগের ১০.৫০ শতক সম্পত্তি আবীর প্রামানিক পিতা পরেশ প্রামাণিক সাকিম বোলপুর মধ্যে ভুবনডাঙ্গা, পোস্ট ও থানা বোলপুর, জেলা- বীরভূম, পিন ৭৩১২০৪ মহাশয়কে এবং ৩৫৩৫ নম্বর কোবালা দলিলমূলে ইংরেজি ১.৪.২০২৪ তারিখে উপরোক্ত সোমনাথ দালাল মহাশয়ের চন্দনপুর মৌজার ৫০৮ নম্বর খতিয়ানভুক্ত ২৫২৫ নম্বর দাগের ১০.৫৩ শতক এবং ২৫২৮ নম্বর দাগের ০৬ শতক সম্পত্তি প্রদীপ শীল পিতা দেবনাথ শীল সাকিম নূরপুর, পোস্ট - সুপুর, থানা-বোলপুর, জেলা-বীরভূম, পিন - ৭৩১২০৪ মহাশয়কে বিক্রয় করিয়াছেন। উপরোক্ত কাহারও বা অপর কাহারও কোনও অভিযোগ থাকিলে তাঁহারা বোলপুর এডিএসআর অফিস তথা বোলপুর ব্লক, ল্যান্ড অ্যান্ড ল্যান্ড রিফর্ম অফিসে অভিযোগ করিতে বা জানাইতে পারেন।

খাওয়া- দাওয়া

এক নিমেষে বানিয়ে ফেলুন চিকেন কাবাব মালাইকারির, খাবেন চেঁটেপুটে

উপকরণঃ মুরগির কিমা আধা কেজি, ক্রিম ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ মিহি করে কুচি ১টি, আদাবাটা আধা চামচ, রসুনবাটা আধা চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চামচ, গরমমসলার গুঁড়া ১ চামচ, ব্রেড ক্রাম্ব সিকি কাপ, ধনেপাতাকুচি আধা চামচ, পুদিনা পাতাকুচি আধা চামচ, কাঁচা মরিচকুচি ৩৪টি, লবণ স্বাদমতো ও তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ তেল বাদে সব উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে ভালো করে মেখে নিন। শিক কাবাবের মতো একটু লম্বা আকারে গড়ে নিয়ে কম তেলে লালচে করে ভেজে তুলুন।

গ্রেভির উপকরণঃ মোটা করে কাটা পেঁয়াজ ১টি, কাজুবাদাম ১০টি, কাঁচা মরিচ ৪টি, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, আদাবাটা ১ চামচ, রসুনবাটা আধা চামচ, জিরাগুঁড়া ১ চামচ, গরমমসলার গুঁড়া আধা চামচ, দই ২ টেবিল চামচ, কাসুরি মেথি ১ চামচ, ক্রিম ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, তেল ১ চামচ ও ঘি ২ টেবিল চামচ।

প্রণালিঃ একটি পাত্রে ১ চামচ তেল দিয়ে তাতে পেঁয়াজকুচি, কাজুবাদাম, কাঁচা মরিচ আর ধনেপাতা দিয়ে হালকা করে ভাজুন। অল্প জল দিয়ে এটাকে এবার ব্লেন্ড করে নিতে হবে। অন্য একটা পাত্রে ঘি, আদা-রসুনবাটা দিয়ে ২৩ মিনিট ভেজে নিন। তারপর তাতে ব্লেন্ড করে রাখা ভাজা পেঁয়াজ-বাদামের মিশ্রণসহ বাকি উপকরণ অল্প জল দিয়ে কষিয়ে নিন। এর মধ্যে ভেজে রাখা কাবাবগুলো দিয়ে ৬৭ মিনিট রান্না করলেই তৈরি চিকেন কাবাব মালাইকারি।

আনারস দিয়ে এভাবে ইলিশ রান্না করেছেন কখনো

উপকরণ ঃ ইলিশ ৬ টুকরা, পেঁয়াজবাটা ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ মিহি কুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচের ফালি ৮টি, শর্ষের তেল ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো ও জল আড়াই কাপ।

প্রণালিঃ হাঁড়িতে পেঁয়াজকুচি ও লবণ দিয়ে খুব ভালো করে চটকে নরম করে নিন। মাছ ও জল ছাড়া অন্য সব উপকরণ নিয়ে আবারও খুব ভালো করে মেখে নিন। মাছ নিয়ে আলতো হাতে মেখে মাছগুলো বিছিয়ে দিয়ে চুলায় বসিয়ে জল ঢেলে দিন। মাঝারি তাপে ১৫ মিনিট ঢেকে রান্না করুন। মাঝখানে একবার মাছগুলো উল্টে দিন। নিজের পছন্দমতো ঝোল হলে নামিয়ে নিন। তবে এ রান্নায় ঝোল বেশি থাকবে।

আনারস ইলিশ

উপকরণঃ ইলিশ ৬ টুকরা, গ্রেট করা পাকা আনারস আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি ২টি, কাঁচা মরিচের কুচি ৭-৮টি, হলুদগুঁড়া ১ চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চামচ, শর্ষেবাটা ২ চামচ, তেল আধা কাপ ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ আধা চা-চামচ হলুদ ও সামান্য লবণ দিয়ে মাছ মাখিয়ে রাখুন। প্যানে সামান্য তেল গরম করে মাছগুলো হালকা ভেজে তুলে রাখুন। বাকি তেল ঢেলে গরম হলে পেঁয়াজকুচি দিয়ে নরম না হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এরপর তাতে মরিচগুঁড়া, হলুদগুঁড়া, লবণ ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ভালো করে কষান। কষানো হলে আনারস দিয়ে নেড়ে এক কাপ জল দিন। আবার একটু নেড়ে দিন শর্ষেবাটা। জল ফুটে উঠলে মাছগুলো সাবধানে দিয়ে নেড়ে ঢেকে দিন। জল শুকিয়ে ঝোল ঘন হয়ে এলে নেড়েচেড়ে ২৩ মিনিট ঢেকে দমে রেখে নামিয়ে নিন।

চিকিৎসকরা যেখানেই কর্মরত, সেখানে সর্বোচ্চ পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা, ৬ জুলাই ঃ কাজের মাধ্যমে মানুষের পরিচয়। তাই যে যে জায়গায় চিকিৎসকরা বর্তমানে কর্মরত রয়েছেন সেই সব জয়গায় সর্বোচ্চ পেশাগত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করা আবশ্যক। আজ শনিবার আগরতলার প্রজ্ঞাভবনে আয়োজিত রাজ্যে কর্মরত ডেন্টাল সার্জনদের রাজ্যভিত্তিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডা. মানিক সাহা এ কথা বলেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বর্তমানে রাজ্যের দন্ত চিকিৎসা পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। পরিকাঠামোর দিক থেকে আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ অতুলনীয়। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যাঁরা আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ পরির্দশন করেছেন তাঁরা এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এই কলেজটি যাতে আগামীদিনে উত্তরপূর্বাঞ্চলের মধ্যে সেরা কলেজ হিসেবে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সংশ্লিষ্ট সকলকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের জন্য মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানান।তিনি বলেন, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজে টেলি মেডিসিন পরিষেবা চালু হওয়ায় রোগীরা এখন সহজেই চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। এই কলেজের পরিকাঠামো উন্নয়নে ডোনার মন্ত্রক ২০২ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তবে এই কলেজ স্থাপনে রাজ্য সরকারকে নানা বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছিল বলে মুখ্যমন্ত্রী অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সরকারের দৃঢ় মনোভাব ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে এই কলেজ স্থাপন সম্ভব হয়েছে।

ডা. মানিক সাহা আরও বলেন, রাজ্যে ডেন্টাল কাউন্সিল গঠিত হয়েছে। আগামীদিনে বিডিএস পড়ার জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে হবে না।পাশাপাশি এমডিএস-এর জন্যও পড়ুয়দের যাতে বাইরে যেতে না হয় তার জন্যও সরকার উদ্যোগী হয়েছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ব্রাঞ্জিক্ষত কৌর, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রফেসর ডা. সঞ্জীব দেববর্মা, আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল প্রফেসর ডা. শালু রায়, ত্রিপুরা স্টেট ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি ডা. সমীর রঞ্জন দত্তচৌধুরী, ন্যাশনাল ওরাল হেলথ প্রোগ্রামের স্টেট নোডাল অফিসার তথা উপঅধিকর্তা (ডেন্টাল) ডা. রাজেশ অনিল আচার্য, ইন্ডিয়ান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়াশনের ত্রিপুরা শাখার সেক্রেটারি ডা. সুজিত রায় প্রমুখ।

পানিসাগর থেকে ধর্মনগরে হেরোইন বিক্রি করতে এসে গ্রেফতার দুই নেশা কারবারি

ধর্মনগর (ত্রিপুরা), ৬ জুলাই ঃ পানিসাগর থেকে ধর্মনগরে হেরোইন বিক্রি করতে এসে গ্রেফতার হয়েছে দুই নেশা কারবারি। জানা গিয়েছে, আজ শনিবার সন্ধ্যা পাঁচটা নাগাদ গোপন খবরের ভিত্তিতে উত্তর জেলার পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ধর্মনগর থানাধীন পদ্মপুর ক্লাব সংলগ্ন এলাকা থেকে টিআর ০৫ ৭৫১৩ নম্বরের বাইক সহ দুজনকে আটক করে পুলিশ। পরবর্তীতে জেলা পুলিশ সুপার জনসাধারণ ও পুলিশ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তাদের তল্লাশি চালালে একটি সাবানের বাক্সে মোড়া ১২ গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়। দুই নেশা কারবারিকেও আটক করা হয়। ধৃতদের বলাই আলি ও নিপেশ শব্দকর বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। তাদের বাড়ি পানিসাগর থানাধীন সিলেটি ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়। উদ্ধারকৃত হেরোইনের কালোবাজারি মূল্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা হবে বলে জানিয়েছেন উত্তর জেলা পুলিশ সুপার। তাদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় সুনির্দিষ্ট ধারায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে।

অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কালিয়াগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ ৫০ শতাংশ সম্পন্ন

মালিগাঁও, ৬ জুলাই ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে রেল সুযোগ-সুবিধা আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে রেলওয়ে পরিকাঠামো প্রকল্পের জন্য ২০২৪-২৫ অন্তর্বর্তী বাজেটে ১০,৩৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অমৃত ভারত স্টেশন স্কিম (এবিএসএস)-এর অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের মধ্যে ৯১টি স্টেশনকে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা সহ পুনর্বিকশিত করা হবে। নির্বাচিত রেলওয়ে স্টেশনগুলির মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কাটিহার ডিভিশনের কালিয়াগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনের উল্লেখযোগ্য নতুন রূপ প্রদানের জন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছে ২৪.৮৭ কোটি টাকা। এই স্টেশনটির পুনর্বিকাশের ফলে নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির রেলওয়ে ব্যবহারকারীরা অত্যাধুনিক সুবিধা লাভ করবেন। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর জেলার এক বৃহৎ অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশন হলো কালিয়াগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন। এই স্টেশনটির প্রস্তাবিত পুনর্বিকাশের বিভিন্ন চলমান কাজের প্রায় ৫০ শতাংশ অগ্রগতি দেখা গেছে। পুনর্বিকশিত স্টেশনের অধীনে প্লট কভারেজের উপর পর্যবেক্ষণ, ভবিষ্যতে অতিরিক্ত প্ল্যাটফর্মের ব্যবস্থা, ৩ডি ভিউ এবং মাস্টার প্ল্যান, সীমানা নির্ধারণ, স্থানান্তরিত ও ভেঙে ফেলার কাজ জোরকদমে এগিয়ে চলেছে। এছাড়াও, রিটেইল কিওস্ক যাত্রীদের সুবিধার অন্যান্য উপাদন সহ ১২ মিটার এফওবি-এর পরিকল্পনা জমা করা হয়েছে এবং তা পর্যালোচনার অধীনে রয়েছে। অমনকি, এফওবিগুলি লিফ্টের পাশাপাশি প্রদান করা হবে যাতে প্রত্যেকটি প্ল্যাটফর্ম এবং স্টেশনের অংশগুলিতে সহজেই যাতায়াত করা যায় তার জন্য ভালোভাবে ও দক্ষতার সাথে সংযুক্ত করা হবে। সাইটের অবস্থা অনুযায়ী এফওবি-এর স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে এবং দিব্যাঙ্গজনের জন্যও পৃথক মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয়েছে। দিব্যাঙ্গজনদের পাশাপাশি পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য নতুন শৌচালয় নির্মাণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাগুলি প্রদান করা হবে। প্ল্যাটফর্ম লেআউট, সাইনেজ প্ল্যান, ড্রেনেজ প্ল্যান, কেবল রুট প্ল্যান ইত্যাদি কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্টেশনটিতে বৃষ্টির জল সংগ্রহ, নালা পরিশোধন প্ল্যান্ট, সাবস্টেশন, ইআই বিল্ডিং এবং সোলার প্ল্যান্টের জন্যও সুবিধা থাকবে। স্টেশন চত্বরটি সম্পূর্ণ নিরাপদ ও প্রত্যেকটি শ্রেণির যাত্রীর জন্য সহজ প্রবেশযোগ্য করে তুলতে চিহ্নযুক্ত সঠিক আলোর ব্যবস্থা করা হবে। এই স্টেশনটির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে। এই উন্নত স্টেশনটি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক কার্যকলাপের কেন্দ্রস্থল হিসেবে ভূমিকা পালন করবে, এর ফলে যোগাযোগ ও আর্থিক উভয় ক্ষেত্রেই বিকাশ ঘটবে।

যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে নিজের এক রূপরেখা প্রকাশ করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন

মস্কো, ৬ জুলাই ঃ ইউক্রেনের সঙ্গে রাশিয়া যুদ্ধবিরতি চায় না বরং ইউক্রেন যুদ্ধ পুরোপুরি বন্ধ করতে চায়। ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ নিয়ে নিজের এমনই এক রূপরেখা প্রকাশ করলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ভিক্তর অরবানের রাশিয়া সফরে যৌথ এক সংবাদ সম্মেলনে পুতিন এ কথা বলেন। পুতিন আরও বলেন, তিনি ইউক্রেনকে আগেও যুদ্ধ বন্ধ করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্রস্তাবগুলোয় ইউক্রেনের জন্য শত্রুতা বন্ধ করা ও আলোচনা শুরু করার জন্য সুযোগ রেখেছিলেন তিনি। সংবাদ সম্মেলনে পুতিন বলেন, ইউক্রেনের সঙ্গে শুধু শান্তিচুক্তি বা সাময়িক যুদ্ধবিরতি চুক্তি তিনি চান না। একই সঙ্গে কোনো ধরনের সাময়িক বিরতিতেও তিনি সম্মত হবেন না। কারণ, এতে কিয়েভে ওই সময়ে নিজেদের সংগঠিত করে আবার অস্ত্র তুলে নেবে। রাশিয়া এ সংঘাতের চূড়ান্ত সমাপ্তির জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য পুতিনের শর্ত কী, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, 'পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আমার বক্তব্যে যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য শর্তগুলো তুলে ধরা হয়েছে।' পুতিন উল্লেখ করেছেন, সংঘাতের সমাধান বেশ কয়েকটি শর্তপূরণের ওপর নির্ভর করে। বিশেষ করে তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, কিয়েভকে অবশ্যই দনবাস থেকে তাদের বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। এ ছাড়া জাপোরিঝঝিয়া ও খেরসন থেকেও সেনা সরাতে হবে। এসব অঞ্চলকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেছেন পুতিন।

রুশ প্রেসিডেন্ট বলেছেন, যুদ্ধ বন্ধ করতে আরও কিছু শর্ত মানতে হবে কিয়েভকে। তবে সেগুলো যৌথ প্রচেষ্টার সময় পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনার প্রয়োজন হবে। এর আগে গত মাসে ইউক্রেনের শান্তি প্রচেষ্টা নিয়ে সুইজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনের আগে পুতিন তাঁর শর্তের বিষয়গুলো সামনে এনেছিলেন। ওই সম্মেলনে ইউক্রেন ও তাঁর মিত্রদেশগুলো অংশ নিলেও রাশিয়াকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। এ কারণে এতে রাশিয়ার মিত্র চীনও অংশ নেয়নি। এতে সম্মেলনটি সফলতার মুখ দেখেনি। সম্মেলনের আগে পুতিন বলেন, যুদ্ধ বন্ধ করতে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে ইউক্রেনকে। এগুলো হলো, আরও ভূখণ্ড ছাড়ার জন্য রাজি থাকতে হবে কিয়েভকে, দেশের আরও ভেতরে তাদের সেনা সরিয়ে নিতে হবে ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোতে যুক্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করতে হবে। ওই সময় পুতিনের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ইউক্রেন। যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকেও এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হয়। তবে পুতিন বলেন, প্রস্তাবটি উন্মুক্ত থাকছে। এ ছাড়া ক্রেমলিন ইউক্রেনের নেতাদের প্রস্তাবটি আরও গভীরভাবে বিবেচনা করার আহ্বান জানায়। পুতিন বলেন, ইউক্রেনীয় কর্তৃপক্ষের অবস্থান ও বর্তমান পরিস্থিতি দেখে এটি স্পষ্ট যে কিয়েভ এখনো বিজয়ের আশায় যুদ্ধ বন্ধ করতে রাজি নয়। এর আগে গত বৃহস্পতিবার কাজাখস্তানের আস্তানায় সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সদস্যদেশগুলোর প্রধানদের এক বৈঠকে পুতিন ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের সমাধান প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, তাঁর শর্তে কিয়েভ ও তার পশ্চিমা সমর্থকেরা রাজি হলে দ্রুত যুদ্ধ শেষ করে আলোচনা শুরু হতে পারে। পুতিন ওই সময়ে ইউক্রেন সংঘাতের সমাধানের বিষয়ে এসসিও সদস্যদের পরামর্শের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং সেগুলো বিবেচনা করার জন্য মস্কোর প্রস্তুতির কথা নিশ্চিত করেন। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রে রুশ বাহিনী আরও অগ্রগতি অর্জন করেছে বলে দাবি করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তাঁর ভাষ্যমতে, রাশিয়ার অভিযানের মুখে ইউক্রেনের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে আরও এলাকা ছেড়ে গেছেন ইউক্রেনের সেনারা। মূলত সেখানে আত্মসমর্পণ করেছে কিয়েভ। ওই এলাকাগুলো বর্তমানে রুশ বাহিনীর দখলে রয়েছে। জেলেনস্কির পরিকল্পনা রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বন্ধে একটি 'সমন্বিত পরিকল্পনা' তৈরি করছেন বলে জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। গত সপ্তাহে রাজধানী কিয়েভে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি।

নবনির্বাচিত সাংসদ বাপি হালদার এবং সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরার উপস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় শনিবার নামখানা ব্লকের দ্বারিকনগর হসপিটাল মোড় হইতে হরিপুর খেয়াঘাট পর্যন্ত দৈর্ঘ্য ১১. ৮৫৬ কি.মি, এবং সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আর্থিক সহযোগিতায় পচামুড়ি ব্রিজ হইতে উত্তর চন্দনপিড়ি গান্ধী মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬১০ মিটার কংক্রিট রাস্তার শুভ উদ্বোধন হলো।

ইসরায়েলের হামলায় নিহত পাঁচজন সাংবাদিক

জেরুজালেম, ৬ জুলাইঃ ইসরায়েলের হামলায় গত ৪৮ ঘণ্টায় অন্তত ৮৭ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন সাংবাদিক ও ছয়জন পুলিশের সদস্য রয়েছেন। এ নিয়ে ৭ অক্টোবর থেকে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলায় নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা ৩৮ হাজার ৯৮-এ দাঁড়াল। এ সময় আহত হয়েছেন ৮৭ হাজার ৭০৫ জন। হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আজ শনিবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে।গত ২৪ ঘণ্টায় ইসরায়েলি বাহিনীর হামলায় নিহত সাংবাদিকদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছে গাজার তথ্য মন্ত্রণালয়। নিহত ব্যক্তিরা হলেন দ্য প্যালেস্টাইন মিডিয়া এজেন্সির আমজাদ জাহজুহ ও রিজক আবু আশকিয়ান, গাজার ইসলামিক ইউনিভার্সিটি রেডিওর ওয়াফা আবু দাব্বান, ডিপ শর্ট মিডিয়া প্রোডাকশন কোম্পানির সাদি মাদুখ ও আহমেদ সুক্কার। এদিকে সৌদি আরবের সীমান্তবর্তী পশ্চিম রাফায় ইসরায়েলের বোমাবর্ষণে ফিলিস্তিনি ছয় পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছেন। ফিলিস্তিনের তথ্য মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় দপ্তর ওসিএইচএ (ওচা) জানিয়েছে, গত ২৭ জুন গাজার পূর্বাঞ্চলে অভিযানের সময় সেখানকার বাসিন্দাদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয় ইসরায়েলের সেনাবাহিনী। এতে শহরটির অন্তত ৮০ হাজার মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। তাঁদের সহায়তা করতে কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছে মানবিক এই সংস্থা। কিন্তু তারা বলেছে, 'তাদের হাত বাঁধা।' এদিকে হামাসের সশস্ত্র শাখা কাসেম ব্রিগেড জানিয়েছে, গাজা সিটির পূর্বাঞ্চলে তাদের যোদ্ধারা ইসরায়েলি সেনাদের ওপর হামলা করেছে।

Name Change
I ASHIS SHUKLA, S/O MADAN MOHAN SHUKLA, R/O BADRINATH ABASAN, AG-270, KRISHNAPUR ROAD, KESTEPUR, PS BAGUIATI, BIDHANNAGAR -700102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHISH KUMAR SHUKLA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT ASHISH KUMAR SHUKLA AND ASHIS SHUKLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOONMOON BERA & MUNMUN PAL, W/O AMIT KUMAR PAL, R/O SULTANPUR, PO HAT SULTANPUR, PS KHARAGPUR LOCAL, PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721149, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MUNMUN PAL BERA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT MUNMUN PAL BERA AND MOONMOON BERA & MUNMUN PAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANTU SINHA, S/O LATE TARAPADA SINHA, R/O 1A, FRIENDS ROW, GARFA, PS SURVEY PARK, KOLKATA -700075, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTANU SINHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT SANTANU SINHA AND SANTU SINHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I GULNAZ PARWEEN,W/O WAJIHULLAH LARI,R/O 22/1/H/9/2, BRIGHT STREET, KOLKATA-700017,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GULNAZ PARVEEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024,THAT GULNAZ PARWEEN AND GULNAZ PARVEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOUMITA HAZRA, W/O SANJIB MAITI, R/O VTC BELEGHATA, PO ANANDANAGAR, SUB DISTRICT SINGUR, DIST HOOGHLY, PIN-712409, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUMITA MAITI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT MOUMITA HAZRA AND MOUMITA MAITI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SABA PARWEEN, D/O WAJIHULLAH LARI, R/O 22/1/H/9/2, BRIGHT STREET, KOLKATA-700017, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABA PARVEEN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024,THAT SABA PARWEEN AND SABA PARVEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MOHAMMAD TANWEER ALAM & SHRI TANWEER ALAM, S/O MD ZAHOOR ALAM, R/O 3/1, DALU SARKAR LANE, PO KHIDDIRPORE, PS EKBALPUR, KOLKATA -700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD TANWEER ALAM, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT MOHAMMAD TANWEER ALAM & SHRI TANWEER ALAM AND MD TANWEER ALAM ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I JAMSER ALI SEIKH, S/O ABDUL OHAB SEIKH, R/O GRAMKALNA DAKSHINPARA, PO DHATRIGRAM, PURBA BARDHAMAN -713405, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAMSER SEIKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024,THAT JAMSER ALI SEIKH AND JAMSER SEIKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PAWAN JAISWAL, S/O SUBHAS CHANDRA SHAW, R/O BL-G, 2ND FLOOR, FL 201, SAHAPARA, DESHBANDHU NAGAR, KOLKATA -700059, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAWAN KUMAR JAISWAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT PAWAN JAISWAL AND PAWAN KUMAR JAISWAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, SHAKILA AHMED, WIFE OF SAFIQUE AHMED KHAN, RESIDING AT 52 NANDO GHOSH ROAD, PO-HOWRAH, HOWRAH-711101, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAKILA AHMED KHAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT ALIPORE COURT ON 04/07/2024.THAT SHAKILA AHMED AND SHAKILA AHMED KHAN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, MADHUMITA PRASAD (AADHAR NO. 7711 4860 8716) DAUGHTER OF LATE INDRADEO PRASAD RESIDING AT KRISHNA BUILDING, 4 NO. PAGLADANGA ROAD, UDAYAN INDUSTRIAL ESTATE, TANGRA, KOLKATA-700015. DO HEREBY DECLARE THAT MY SON RISHIKESH HARIOM, PREVIOUSLY CALLED AAYUSHMAAN PRASAD RESIDING AT C/O. MADHUMITA PRASAD, 8 NO. PAGLADANGA ROAD, HATIPARA, KMC, UDAYAN INDUSTRIAL ESTATE, HATIPARA, TANGRA, KOLKATA NORTH, DHAPA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL-700015 WHO BORN ON 11.03.2009 HAS ABANDON USE OF HIS FORMER NAME OF AAYUSHMAAN PRASAD AND IN PLACE THEREOF ASSUME THE NAME OF RISHIKESH HARIOM AND I ALSO DECLARE THAT THE AAYUSHMAN PRASAD AND RISHIKESH HARIOM IS THE SAME PERSON BY VIRTUE OF AN AFFIDAVIT SWORN BY ME BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 7TH JULY 2023.

Name Change
I BISWANATH DWARI, S/O RAMKRISHNA DUARI, R/O 4/25, CHITTARANJAN COLONY, GHOSH PARA, PO&PS-JADAVPUR,KOLKATA-700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BISWANATH DUARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT BISWANATH DWARI AND BISWANATH DUARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

NAME CHANGE
I, Barnali Mandal, D/o Bidhu Bhusan Mandal, W/o Chandan Misra residing at R/33 Baishnabghata patuli Township,P.S.Patuli Kolkata-700094 shall henceforth be known as Barnali Misra, sworn before the 3rd Court of Ld.Judicial Magistrate 1st Class Barrackpur North 24 Parganas Vide Affidavit dated 03/09/2013 Barnali Mandal & Barnali Misra both are same and identical person.

Name Change
I BEETAN DWARI, S/O BISWANATH DUARI, R/O ,4/25, CHITTARANJAN COLONY,GHOSH PARA, PO & PS-JADAVPUR,KOLKATA-700032,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BITAN DUARI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024,THAT BEETAN DWARI AND BITAN DUARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, MAHIN SEK SEK (পুরাতন নাম) পিতা মৃত KAOSAR SEK, ঠিকানা- VILL-NARAYANPAKURIA, PO-NAMAL BARH, PS-KOLAGHAT, EAST MEDINIPUR - 721151,WEST BENGAL, তমলুকের চীফ জুডিশিয়াল প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, Dated 27.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SK MAHIM (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SK MAHIM (নতুন নাম) এবং MAHIN SEK SEK (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি ।

নাম পরিবর্তন
আমি, SRIBASH SAHA (পুরাতন নাম) পিতা মৃত SUBHASH SAHA , ঠিকানা- 6A/29,MUKUNDAPUR,PO-MUKUNDAPUR,PS-PURBA JADAVPUR,KOLKATA-700099,WEST BENGAL, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 04.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে SHRIBAS SAHA (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। SHRIBAS SAHA (নতুন নাম) এবং SRIBASH SAHA (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SWAPAN DAS, S/O LATE SANKAR BEJOY DAS, R/O 117, GITANJALLY ABASAN, PO BADU , NORTH 24 PARGANAS, PIN-700128, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KANTI DAS, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT SWAPAN KANTI DAS AND SWAPAN DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Noorul Haque (পুরাতন নাম) পিতা Abul Faiyaz Khan , ঠিকানা- 12/11, Dr. Ganga Dhar Mukherjee Road, P.O.- Ramkrishnapur, Dist.- Howrah, Pin- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Noorul Haque Khan (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Noorul Haque Khan (নতুন নাম) এবং Noorul Haque (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Swapan Kumar Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Gour Chandra Mondal, ঠিকানা-Gourbanga Road, Nagarthuba Akrampur, P.S.- Habra, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743263, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Swapan Kumar Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Swapan Kumar Mondal (নতুন নাম) এবং Swapan Kumar Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I SUBHADRA DEY, W/O SUBIN DEY, R/O VILL+PO HIJALPUKURIA, HABRA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743271, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUVADRA DEY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024, THAT SUVADRA DEY AND SUBHADRA DEY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন
আমি, Sanjay Sharma (পুরাতন নাম) পিতা Brij Mohan Sharma , ঠিকানা- 53/C/3, Bon Behari Bose Road, P.O. & P.S.- Howrah, Dist.- Howrah, Pin- 711101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sanjay Kumar Sharma (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sanjay Kumar Sharma (নতুন নাম) এবং Sanjay Sharma (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Jhumur Mandal (পুরাতন নাম) স্বামী Swapan Kumar Mondal , ঠিকানা- Gourbanga Road, Nagarthuba Akrampur, P.S.- Habra, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 743263, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Jhumur Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Jhumur Monda (নতুন নাম) এবং Jhumur Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, MD ABDUL MALEK SARDAR, SON OF ABDUL JUBBAR SARDAR, RESIDING AT KHODAR BAZAR DAKSHIN PARA, BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS - 700144, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUL MALEK SARDAR VIDE AN AFFIDAVIT NO 32 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024.THAT MD ABDUL MALEK SARDAR AND ABDUL MALEK SARDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, RAKESH KUAMR (পুরাতন নাম) পিতা RAJENDRA SHARMA , ঠিকানা-2C,MADHAV LANE,CHOPRA HOUSE,1ST FLOOR, FLAT NO-4,PS-BALLYGUNGE, KOLKATA-700025, WEST BENGAL, WEST BENGAL, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit নম্বর 31 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে RAKESH KUMAR (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। RAKESH KUMAR (নতুন নাম) এবং RAKESH KUAMR (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Shaikh Gulab Shazada (পুরাতন নাম) পিতা SK ALI HOSSAIN , ঠিকানা- Z-3/103/E/3,DR A K ROAD, Kolkata-700044, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sk Gulab Shahzada (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Gulab Shahzada (নতুন নাম) এবং Shaikh Gulab Shazada (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, MD SAHIR AHMED SARDAR, SON OF ABDUL MALEK SARDAR, RESIDING AT KHODAR BAZAR DAKSHIN PARA, BARUIPUR, SOUTH24PARGANAS - 700144, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHIR AHMED SARDAR VIDE AN AFFIDAVIT 33 SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 05/07/2024.THAT MD SAHIR AHMED SARDAR AND SAHIR AHMED SARDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন
আমি, Kutubuddin Mallick (পুরাতন নাম) পিতা Bahar Ali Mallick , ঠিকানা- Purba Mallickpur, P.O.- Ilahipur, P.S.- Haripal, Dist.- Hooghly, Pin- 712407, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kutubuddin Mollick (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kutubuddin Mollick (নতুন নাম) এবং Kutubuddin Mallick (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mohammad Omar Ali Mandal (পুরাতন নাম) পিতা Lokman Hakim Mondal , ঠিকানা-Jayantipur, P.O.- Petrapole, Bongaon, Pin- 743405, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 05.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Omar Ali Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Omar Ali Mandal (নতুন নাম) এবং Mohammad Omar Ali Mandal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I RITESH NAHAR, S/O DAL CHAND NAHAR, R/O ASTITVA, BLOCK -2, 5TH FLOOR, FLAT NO 2053,1, MOTILAL BASAK LANE, KANKURGACHI, KOLKATA -700054, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RITESH KUMAR NAHAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/07/2024, THAT RITESH NAHAR AND RITESH KUMAR NAHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

রোবট অনন্যায় মেতেছে কৃষ্ণনগরের এই রেস্তরাঁ

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৬ জুলাই ঃ বিদেশে প্রায়শই শোনা যায় কারখানা, অফিসে, রেস্তরাঁয় রোবটের কাজ করার কথা। দক্ষিণ কোরিয়ায় মতো দেশে রোবটের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। সেখানে কোনও কারখানায় দশ জন কর্মীর মধ্যে অন্তত একজন কর্মী রোবট। এরকমই এক রোবটে মেতেছে কৃষ্ণনগর। সেখানকার একটি রেস্তরাঁয় কাজ করছে অনন্যা নামে একটি রোবট। কিচেন রুম থেকে খাবার বয়ে নিয়ে সোজা খাবার টেবিলে পৌঁছে যাচ্ছে অনন্যা। ভিড়ভাট্টা দেখলেই থমকে যাচ্ছে এবং বলছে আমি অনন্যা খাবার নিয়ে যাচ্ছি আমাকে রাস্তা দিন। দিনের পর দিন ভিড় বেড়েই চলেছে কৃষ্ণনগরের একটি রেস্তরাঁয়। ২০১৩ সালে তিনজন মহিলা নিয়ে জাতীয় সড়কের ধারে পেট্রোল পাম্পের পিছনে শুরু হয়েছিল মাদার্স হাট। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে ১১ বছরে একটি অভিজাত রেস্তোরার সমকক্ষে পরিণত হযেছে এটি। কিন্তু কেন রোবটের নাম অনন্যা সে এক অজানা কাহিনী। যখন প্রথম শুরু হয়েছিল এই রেস্তোরাঁ তখন তিনজন মহিলার মধ্যে একজনের নাম ছিল অনন্যা। যার বাড়ি, নদীয়ার শান্তিপুরের ফুলিয়াতে। রেস্তোরাঁর তিন মহিলার মধ্যে দুজনেই কাজ ছেড়ে চলে যায় কিন্তু থেকে যায় অনন্যা। আর অনন্যার হাত ধরেই আজ মাদার্স হাট পূর্ণতা ও পরিচিতি লাভ করেছে। আর সেই কারণেই অনন্যা কে সম্মান জানাতেই অত্যাধুনিক রোবটের নাম অনন্যা রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট চারটি অনন্যা নামের রোবট সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ক্রমাগত মানুষের কাছে খাবার পরিবেশন করে চলেছে। রোবটের চলার পথে ভিড়ভাট্টা হলেই দাঁড়িয়ে পড়ছে এবং জায়গা দেওয়ার অনুরোধ করছে। রেস্তোরাঁতে খাবার খেতে আসা সকলেই একটু ফাঁক পেলেই অনন্যার ছবি তুলে নিচ্ছে। শিশুরা রোবট অনন্যা কে নিয়ে মজাও করছে খুব। মহিলা পরিচালিত মাদার্স হাট রেস্তোরার বর্তমান মূল আকর্ষণ অনন্যা নামের এই রোবট।

মৃত শ্রমিকের পরিবারের পাশে ব্লকসভা নেত্রী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুলাই ঃ করমন্ডল এক্সপ্রেসে চেপে চেন্নাই অভিমুখে রওনা হয়েছিল মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার সালালপুর এলাকার বাসিন্দা বছর ২৪ এর সাবেদুল। কিন্তু নিয়তির কি পরিহাস গত মঙ্গলবার দিন চেন্নাইগামী করমন্ডল এক্সপ্রেসের দরজা থেকে পড়ে গিয়ে শ্রী কাকুলাম স্টেশনের প্লাটফর্মে ধাক্কা লেগে মৃত্যু হয় তার। পরিবারের একমাত্র সদস্যকে অকালে হারিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন ওই শ্রমিকদের পরিবার। ঘটনার খবর পেয়ে শনিবার ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন। এদিন তিনি সালালপুরে সাবেদুলের বাসভবনে যান। সেখানে তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকের সঙ্গে দেখা করেন। পাশাপাশি পরিবারটিকে আর্থিক সাহায্য সহ অন্যান্য সাহায্য করেন।

পাওনা টাকা আদায়ে মারধর শ্রমিককে, ছবি ভাইরাল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জুলাই ঃ পাওনা টাকা না পেয়ে মুম্বইয়ে ছেলেকে মারধরের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ছেলেকে বেল্ট দিয়ে মারধরের ছবি ভাইরাল হয় সমাজ মাধ্যমে। তারপরও টাকা না পেয়ে বাড়ি ফিরে যুবকের বৃদ্ধ মাকে মারধর ও অশালীন আচড়ন করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। বৃদ্ধার অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার হওয়া বুলেট মির্জা। শনিবার তার জামিন মঞ্জুর করল আদালত। রামপুরহাট অতিরিক্ত দায়রা আদালতে বিচারক অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেন। ঘটনার সূত্রপাত মুম্বাইয়ে। অভিযোগ কাজ দেওয়ার নাম বীরভূমের মল্লারপুর থানার বড়তুড়িগ্রামের বাসিন্দা নঈমুদ্দিন শেখকে মুম্বই নিয়ে যান যবুনি গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূল কর্মী বুলেট মির্জা। এরপর মুম্বইয়ে গিয়ে টাকা দিতে পারায় নঈমুদ্দিন শেখকে মুম্বাইয়ে আটকে রেখে বেল্ট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। সেই ছবিও ভাইরাল হয়ে যায় সোস্যাল মিডিয়ায়। এই নিয়ে মুম্বইয়ের থানায় অভিযোগ দায়ের করে নঈমুদ্দিন। সেখানে একটি মধ্যস্থতা হয়। অভিযোগ এরপর গ্রামে ফিরে বুলেট নঈমুদ্দিনের মা ফিরোজা বিবিকে মারধর ও তার সঙ্গে অশালীন আচড়ন করে। গত ৩ জুলাই বুলেট মির্জার বিরুদ্ধে মল্লারপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন ফিরোজা বিবি নামে ওই বৃদ্ধা। সেই অভিযোগের পরিপেক্ষিতে বুলেট মির্জাকে গ্রেফতার করে মল্লারপুর থানার পুলিশ। শনিবার তাকে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তার জামিন মঞ্জুর। বিলেটের দাবি, তিনি এবং গ্রামের আরেকজন নঈমুদ্দিনের কাছ থেকে টাকা পেতেন। সেই টাকা দিচ্ছিল না। তাই তাকে সামান্য মারধর করা হয়েছিল। এই নিয়ে মুম্বইয়ে থানায় মিটিয়ে নেওয়া হয়। তারপর ওর মা মিথ্যা অভিযোগ করেছিল। আমাদের পাওনা টাকা মিটিয়ে দিতে হবে। যদিও ফিরোজা বিবির দাবি, কোন টাকা পায় না। অন্যায়ভাবে ছেলেকে মারধর করেছে। আমরা আতঙ্কে আছি।

বন্ধুদের সঙ্গে চা-বাগানে, চিতার আক্রমণে প্রাণ গেল শিশুর

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জুলাই ঃ জলপাইগুড়িতে চা বাগানে চিতাবাঘের আনাগোনার খবর প্রায়ই শোনা যায়। ফলত সবসময় আতঙ্কেই থাকেন সেখানের চা- শ্রমিকরা। বন দফতরে আবেদন করলে তারা খাঁচাবন্দিও করে তাদের। কিন্তু এইবারে আর রেহাই পাওয়া গেল না চিতাবাঘের দাপট থেকে। ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। জানা গেছে, চিতাবাঘের হামলার মুখে পড়ে এক ৬ বছরের শিশু। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের তোতাপাড়া চা বাগানের ৬ নং সেকশনে ঘটে। মৃত শিশুর নাম দিলজিত মালিক। তোতাপাড়া চা বাগানের স্কুল লাইনের বাসিন্দা দিলজিত। জানা গেছে, আরও কয়েকজন শিশুদের সঙ্গে এদিন বিকেলে মাশরুম আনতে গিয়েছিল দিলজিত। মাশরুম তুলে ফেরার সময় বাগানের ৬ নং সেকশনে আচমকা একটি চিতাবাঘ দিলজিতকে তুলে নিয়ে যায়। ভয়ে বাকি শিশুরা পালিয়ে যায়। তারা বিষয়টি বড়োদের জানালে খোঁজাখুঁজি শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণ পর শিশুটিকে হত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তৎক্ষণাত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে এই ঘটনায় বনদফতর কর্মীদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ বিভাগের বনকর্মী, বানারহাট থানার পুলিস, ধূপগুড়ি থানার পুলিস আধিকারিক গ্যালসন লেপচা। এই বিষয়ে তোতাপাড়া চা বাগানের শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা অজয় টোপ্পো জানান, তোতাপাড়া চা বাগানে খাঁচা বসানো, বনদফতরের বাড়তি টহলদারি, পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেবার বিষয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিকে বনদফতরের কর্মীরা ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এবং বনদফতরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানা গেছে। শনিবার মৃতদেহ জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে ও হাসপাতালে মর্গে অনন্ত করা হবে বলে বনদফতর সূত্রে খবর। এই পাশাপাশি বনদফতরের নিয়ম অনুযায়ী মৃত শিশুটির পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে জানা যায়।

রথ যাত্রায় উৎসব মুখর নবদ্বীপ ধাম

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ জুলাই ঃ ৭ জুলাই বিশ্বজুড়ে পালিত এর হচ্ছে রথযাত্রা উৎসব। যাকে ঘিরে বিশেষ করে পুরী ধাম, শ্রীরামপুরের মাহেশ, হুগলির গুপ্তিপাড়া সহ নদীয়ার নবদ্বীপ শহর ও মায়াপুরজুড়ে সাজো সাজো রব। দেশের অন্যতম প্রাচীন ও পুরাতন ঐতিহ্যবাহী শহর এই নবদ্বীপ ধাম। চৈতন্য ভূমি নবদ্বীপ ধামে বছর ভর কোন না কোন উৎসব অনুষ্ঠান লেগেই থাকে বিভিন্ন মঠ মন্দিরে, এছাড়াও যুগ পুরুষ ভগবান শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান হওয়ায় সারা ভারতবর্ষ তথা বিশ্ব থেকে সারা বছরভর ভক্ত সমাগম লেগেই থাকে। রথ উৎসবও নবদ্বীপ তথা নবদ্বীপ শহরের পার্শ্ববর্তী মায়াপুর ইস্কনেও খুব ধুমধাম করেই পালিত হয় প্রতিবছর। বর্তমানে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ শহরের বুকে বেশ কয়েকটি রথ বেরায়। শহরের প্রাণ কেন্দ্র পোড়ামাতলায় বহু প্রাচীন একাধিক রথ এসে দাঁড়ায়, সেখানেও বহু ভক্ত সমাগম ঘটে। এছাড়াও শহরের বিভিন্ন মঠ মন্দির- এর উদ্যোগে রথ উৎসব পালিত হয় যথাযথ মর্যাদার সাথেই। এরই পাশাপাশি বিগত কয়েক বছর ধরে নবদ্বীপ শহরে শুরু হয়েছে নবদ্বীপ প্রতাপ নগর এলাকার শ্রী শ্রী রাধা সুদর্শন মন্দিরের উদ্যোগে রথ যাত্রা উৎসব। জানা যায় এই মন্দিরে রথে কেবল মাত্র শুধু প্রভু জগন্নাথ দেব থাকেন। পাশাপাশি সূত্রের খবর উচ্চতায় রাজ্যের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম জগন্নাথ দেবের মূর্তি এটি। এবছরও রবিবার বিকেল চারটে সময় এই মন্দিরের রথ যাত্রা উৎসব শুরু হবে যা শহরের কাপালি পাড়া স্থিত সুদর্শন মন্দির পর্যন্ত যাবে সেখানেই করা হয়েছে অস্থায়ী গুন্ডিচা মন্দির। পুনঃরথ যাত্রা উৎসব পর্যন্ত প্রত্যহ চলবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানও। এছাড়াও নবদ্বীপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নবদ্বীপ প্রাচীন মায়াপুরের সিদ্ধ পুরুষ বালক সাধু প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বাড়ির রথ, যা প্রায় শতবর্ষের পুরনো। জানা যায় নবদ্বীপের পুরাতন ও রথ উৎসব সূচনা কালে যে কটি রথ শুরু হয় তার মধ্যে এই প্রাচীন মায়াপুরের সিদ্ধ পুরুষ বালক সাধু প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ বাড়ির এর রথ অন্যতম। যাকে ঘিরে আজও গোটা শহরের ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বহু মানুষের ঢল নামে। সঠিক কত বছর পুরাতন এই এর রথের বয়স সঠিক না জানা গেলেও মন্দির ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় এই রথ আনুমানিক শতাধিক বছরের পুরো। জানা যায়, মন্দিরে পূজিত বর্তমান শ্রী বিগ্রহ প্রথম প্রতিষ্ঠিত এক হয়েছিল ময়মনসিংহ জেলার সিরাজগঞ্জে, বর্তমানে যা এবং বাংলাদেশে অবস্থিত। মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধ পুরুষ বালক সাধুর আসল নাম মহাত্মা শ্রীল যাদব চন্দ্র রায়, জন্ম হয়েছিল বাংলার ১২৯৮ সালে। মাত্র ৮ বছর বয়সেই তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। তাই তার নাম হয়েছিল বালক সাধু। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ থেকে তিনি নবদ্বীপে আসেন ও ধীরে ধীরে এই মন্দির গড়ে তোলেন ও এই রথের সূচনা। এই রথের সূচনার ইতিহাসে জানা যায় প্রথম যে রথে রথযাত্রা শুরু হয়েছিল তা এক জমিদার বাড়ি থেকে বালক সাধুকে দিয়েছিল। এই রথটি প্রাচীন মায়াপুর জগন্নাথ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পীরতলা রামকৃষ্ণ মঠ পর্যন্ত যায় ও পুনরায় ফিরে আসে। রথের দিন বেরিয়ে উল্টোরথ পর্যন্ত প্রভু জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মাতা থাকেন প্রাচীন মায়াপুর নিমাই জন্মস্থান আশ্রম মন্দিরে। উল্টোরথ পর্যন্ত বিভিন্ন ধার্মিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ কদিন। এবং পুণরায় উল্টোরথের দিন বেরিয়ে আবার জগন্নাথ বাড়িতে যায়। মোটের ওপর রথ যাত্রা উৎসব উপলক্ষ্যে নবদ্বীপ শহর এখন উৎসব মুখর।

ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনে যৌথ মক ফায়ার ড্রিল কাম ট্রেনিং পরিচালিত

কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ মেট্রো রেল যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা এবং যত্ন নেয়। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেলওয়ে নিয়মিতভাবে অগ্নিকাণ্ডের মতো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহরের লাইফলাইনে গৃহীত নিরাপত্তা পরিমাপগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করে। টানেলের অভ্যন্তরে বা ভায়াডাক্টে যে কোনও অগ্নিকাণ্ডের জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় বিভিন্ন বিভাগের মেট্রো কর্মীদের প্রস্তুতি পরীক্ষা করার জন্য, কলকাতা মেট্রোতে নিয়মিত মক ড্রিল পরিচালিত হয়। মেট্রো রেলওয়ের মাঠ কর্মীদের জন্য এরকম একটি যৌথ মক ফায়ার ড্রিল কাম প্রশিক্ষণ পশ্চিমবঙ্গ ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সার্ভিস (ডব্লিউবিএফএন্ডইএস) এবং মেট্রো রেল ফায়ার সার্ভিসের তত্ত্বাবধানে এদিন ০৬.০৭.২০২৪ তারিখে গ্রীন লাইনের ফুলবাগান মেট্রো স্টেশনে পরিচালিত হয়েছিল - ১। এই ড্রিল মেট্রো কর্মীদের মেট্রো স্টেশনে বিভিন্ন আগুন এবং ধোঁয়া পরিস্থিতির অনুকরণের মাধ্যমে শিখা নিভানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। ট্রাফিক, আরপিএফ, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ডিপার্টমেন্টের কর্মীরা এই মক ড্রিলটিতে অংশ নেন। এটা প্রত্যাশিত যে এই ধরনের ড্রিল যেকোন জরুরী পরিস্থিতিতে সাড়া দিতে মেট্রোমেনের দক্ষতা এবং সতর্কতাকে তীক্ষ্ণ করবে এবং উদ্ধারের সময় কমিয়ে আনবে এবং তাড়াতাড়ি স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনবে।

রাজ্য সরকার ব্লক স্তরে পর্যালোচনা শুরু করছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ বেদখল হয়ে যাওয়া খাস জমি পুনরুদ্ধার করতে রাজ্য সরকার ব্লক স্তরে পর্যালোচনা শুরু করছে। মুখ্য সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা আগামী মাস থেকে জেলা ও ব্লক স্তরে বৈঠক করে খাস জমি পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠকে খাস জমির পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে কঠোর নির্দেশ দেওয়ার পরে প্রশাসনিক স্তরে এই নিয়ে তৎপরতা শুরু হয়েছে বিভিন্ন দফতর ও জেলা প্রশাসনকে বেদখল হয়ে যাওয়া খাস জমির পরিমাণ নির্ধারণ করে তা পুনরুদ্ধারে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারপরেই সেই কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করতে এই সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এদিকে ভূমি দফতরের দায়িত্ব পাওয়া অতিরিক্ত মুখ্য সচিব বিবেক কুমার ভূমি দফতরের কাজে গতি আনতে বিএলআরও সহ দফতরের প্রায় ৫০০ আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে জবরদখলকারীদের হাত থেকে সরকারি জমি রক্ষার পাশাপাশি রাজস্ব ফাঁকি আটকানোর ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মানুষের হযরানি কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের আইন অনুযায়ী সমস্ত সরকারি জমির দেখাশোনার মূল দায়িত্ব ভূমি ও ভূমিসংস্কার দফতরের। সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত সরকারি জমিতে সাইনবোর্ড লাগানোর কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জমির দীর্ঘ মেয়াদী লিজের আবেদন দ্রুত মঞ্জুর করার এবং ইটভাটা রয়্যালিটি বাবদ টাকা দ্রুত আদায়ের জন্য ভূমি সচিব ওই বৈঠকে দফতরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

উত্তর পূর্ব রেলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী

গোরখপুর, ৬ জুলাই ঃ উত্তর- পূর্ব রেলওয়েতে দ্রুত এবং আরামদায়ক ভ্রমণের নতুন যুগ শুরু হয়েছিল আজ থেকে এক বছর আগে ৭ জুলাই, ২০২৩ এ গোরখপুর জং-এ। স্টেশনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অযোধ্যা বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মাধ্যমে গোরখপুর-লখনউকে ফ্ল্যাগ অফ করলেন। এই ট্রেনটি হল উত্তর পূর্ব রেলের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ট্রেন, এর জনপ্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এই ট্রেনের রুট ১২ মার্চ, ২০২৪ থেকে প্রয়াগরাজ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বর্ধিত রুটে এই গাড়িটিকে পতাকা দিয়ে উদ্বোধন করেন। ২২৫৪৯ /২২৫৫০ গোরখপুর-প্রয়াগরাজ হয়ে অযোধ্যাধাম -লখনউ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সপ্তাহে ০৬ দিন চালানো হচ্ছে। এই ট্রেনের দখল শতভাগের বেশি। ২২৫৪৯/ ২২৫৫০ গোরখপুর- প্রয়াগরাজ হয়ে অযোধ্যা ধাম লখনউ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, গোরখপুর, গুরু গোরক্ষনাথের পবিত্র স্থান, অযোধ্যা, ভগবান শ্রী রামের জন্মস্থান, লখনউ, রাজ্যের রাজধানী এবং বিখ্যাত পর্যটন স্থান, এবং সঙ্গম শহর প্রয়াগরাজের সাথে সরাসরি ট্রেনের সংযোগ রয়েছে। যার কারণে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতি পেয়েছে। ২২৫৪৯ / ২২৫৫০ গোরখপুর- প্রয়াগরাজ হয়ে অযোধ্যা ধাম- লখনউ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস সাধারণ মানুষের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এসি থাকায় এই গাড়িটি পরিবেশবান্ধব। ১৫ শতাংশ বেশি শক্তি সঞ্চয় করে। ট্র্যাকশন মোটর ধুলোমুক্ত এবং পরিষ্কার বায়ু শীতল হওয়ায় এই ট্রেনে ভ্রমণ আরও আরামদায়ক। বায়ু পরিশোধনের জন্য এই গাড়িতে রুট মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট ফটোক্যাটালিটিক আল্ট্রাভায়োলেট এয়ার পিউরিফিকেশন সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। ট্রেনের সব শ্রেণীর জন্য সাইড রিক্লাইনার সিটের সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এটি একটি আধাহাইস্পিড ট্রেন সেট, যা সম্পূর্ণ দেশীয়। ট্রেনটিতে অনবোর্ড ওয়াইফাই ইনফোটেইনমেন্ট, জিপিএস রয়েছে। ভিত্তিক প্যাসেঞ্জার ইনফরমেশন সিস্টেম স্পর্শমুক্ত বৈশিষ্ট্য সহ আকর্ষণীয় অভ্যন্তরীণ বায়ো ভ্যাকুয়াম টয়লেট্রিজ, ডিফিউজড এল.ই.ডি. এক্সিকিউটিভ ক্লাসে প্রতিটি সিটের নিচে লাইটিং, চার্জিং পয়েন্ট, রোটেটিং সিট বসানো হয়েছে। ভারতীয় রেলের সবুজ পদচিহ্ন বাড়ানোর জন্য, ট্রেনটিকে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত শক্তি সাশ্রয় সহ উন্নত পুনর্জন্মমূলক ব্রেকিংয়ের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে।

টানা বৃষ্টির জেরে পাগলা ঝোরায় ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নেমে বিপত্তি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টির জেরে কার্সিয়াং মহকুমার অন্তর্গত পাগলা ঝোরায় ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে জাতীয় সড়কে ধস নেমে বিপত্তি। শনিবার ধস নামে। ধস সরিয়ে যান চলাচল স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। এদিকে ধসের জেরে কালিম্পং এবং সিকিমের লাইফলাইনে যান চলাচল বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। গতকাল নতুন করে ওই রাস্তায় ধস নামায় শিলিগুড়ির সঙ্গে কালিম্পংয়ের সড়ক যোগাযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। দার্জিলিংয়ের রাস্তাতেও একাধিক জায়গায় ধসের জেরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিং রেলস্টেশনের কাছে এবং লেবং কার্ট রোডে ধস নেমেছে। হিলকার্ট রোডেও পাগলাঝোরা এবং মহানদী এলাকায় রাস্তায় ফাটল ধরা পড়েছে। টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় এই রাস্তাও ধসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। টানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীতে জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। পাশাপাশি পাহাড়জুড়ে ধসের ঘটনাও বাড়ছে। ধসের জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধ। সেবক থেকে শুরু করে তিস্তাবাজার পর্যন্ত অন্তত ১০ জায়গায় রাস্তা ধসে গেছে। কালিঝোরা, গেইলখোলা, বিরিকদাড়া, ২৯ মাইল, লোহাপুলে রাস্তার অনেকটা ধসে গেছে। বিরিকদাড়ায় কয়েকদিন আগে রাস্তার অর্ধেক অংশ তিস্তায় ভেসে গিয়েছিল। সেখানে পূর্ত দপ্তর পাহাড় কেটে রাস্তা বের করার কাজ করছিল। এরই মধ্যে গতকাল বাকি অর্ধেক রাস্তাও ধসে গেছে। ফলে পাহাড় কেটে পুরো রাস্তা তৈরি করতে অনেকটা সময় প্রয়োজন বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কালিম্পংয়ের সঙ্গে লাভা, গরুবাথান হয়ে শিলিগুড়ির পথে কিছু যানবাহন চলাচল করছে। পাশাপাশি কালিঝোরা থেকে এনএইচপিসির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পেরিয়ে পনবু, রেলিখোলা হয়ে কালিম্পংয়ের মধ্যে যানবাহন চলাচল করছে। তবে, রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় এই রুটে শুধুমাত্র যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে, কালিম্পং থেকে তিস্তাবাজার, পেশক রোড হয়ে দার্জিলিংয়ের রাস্তা সরকারিভাবে বন্ধ রয়েছে। তবে, এদিন এই পথে যাত্রীবাহী কিছু যানবাহন ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করেছে। মেল্লি থেকে রংপোর মাঝে নতুন করে ধস নামায় সিকিমের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মনসং হয়ে পণ্যবাহী গাড়িগুলিকে যাতায়াত করানো হচ্ছে। যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি মেল্লি, কালিম্পং, লাভা, গরুবাথান হয়ে চলাচল করছে। কিছু জায়গায় একমুখী যান চলাচল করানো হচ্ছে। সিকিমে যাতায়াতের জন্য নির্মীয়মাণ ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কেও ধস নামে। ৯ মাইলে যেখানে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে, সেখানেও ধস নেমে রাস্তা বন্ধ। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে পাহাড়ের দুর্যোগ আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।

রেলের দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকায় জমি কিনে বাড়ি করা যাবে তো! সন্ধিহান বালুরঘাটের ১০০ পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৬ জুলাই ঃ হিলি-বালুরঘাট রেল প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলছে। সীমানা নির্ধারণ হয়েছে ও জমি চিহ্নিত করণের কাজ হয়েছে আগেই। জমিদাতাদের কাছে কাগজপত্র নিয়ে শুনানিও করেছে জেলা প্রশাসন। একাধিক বার সেই প্রক্রিয়া হয়েছে। কিন্তু জমিদাতাদের অনেকেই এখনো তাদের প্রাপ্য টাকা হাতে পাননি। কবে পাবেন তাও জানেন না। এমনকী কত পরিমাণ টাকা ধার্য করা হয়েছে সেই সংক্রান্ত কোনো তথ্য তাদের কাছে নেই। যে কারণে মানসিক দোলাচলে ভুগছেন বালুরঘাট শহর লাগোয়া ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত একশটি পরিবার। বালুরঘাট হিলি রেল প্রকল্পের প্রস্তাবিত লাইন আত্রেয়ী নদী পেরিয়ে বালুরঘাট শহরে ঢুকে ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা দিয়ে ঢুকবে হিলি ব্লকে। বালুরঘাট পৌরসভা লাগোয়া ভাটপাড়া গ্রামাঞ্চলের যে দিকে রেল লাইন যাবে সেখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই এখনো তাদের প্রাপ্য টাকা পাননি। অথচ জেলা প্রশাসন দাবি করছে আগামী জুলাই মাসের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে এক তৃতীয়াংশ জমি তুলে দেওয়া হবে রেল কর্তৃপক্ষের হাতে এবং দুর্গাপূজার মধ্যেই ৭০ শতাংশ জমি রেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে রেল পথ সম্প্রসারণ এর কাজ শুরু করার জন্য। কিন্তু গ্রাউন্ড রিয়েলিটি হচ্ছে জমি দাতাদের কাছে এখনো টাকা পৌঁছায়নি। গত বছর দুর্গাপুজোর পর থেকেই টাকা দেওয়া হবে বলে শুনেছেন জমি দাতারা। তাদের বসবাসের বাড়ি এবং জায়গা ছেড়ে চলে যেতে হবে অন্যত্র। এই ১০০ টি পরিবারকে জমি কিনে বাড়ি করে নিতে হবে। এই সুযোগে এলাকায় জমির দাম বেড়েছে কয়েক গুণ। কোনও জায়গায় দ্বিগুণেরও বেশি দাম বেড়েছে জমির। কিন্তু সরকারি কোষাগার থেকে কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বা যে হিসেবে টাকা দেওয়া হবে সেই টাকা দিয়ে আদৌ জমি কিনে বাড়ি করা যাবে কিনা তা নিয়ে সন্ধিহান জমি দাতারা। এমনকি তাদের অভিযোগ জমি দান করতে সম্মতি জানিয়েছেন কিন্তু কত দাম দেওয়া হবে জমির জন্য তা তাদের কাছে স্পষ্ট নয়। এমনকি বারবার জেলা প্রশাসনিক দপ্তরে গিয়েও তারা জানতে পারেননি কত টাকা পেতে পারেন? সেই কারণে সমস্যায় পড়েছেন এই ১০০ টি পরিবার। স্থানীয় বাসিন্দা লোকনাথ হালদারের দাবি সরকারি ওয়েবসাইটে অর্থাৎ valuation প্রক্রিয়ায় এলাকার জমির দাম যা দেখাচ্ছে তার থেকে দ্বিগুণ দাম দিতে হবে। তা না হলে জমিদাতাদের পক্ষে নতুন করে জমি কিনে বাড়ি করা সম্ভব হবে না। বারবার অফিসে গিয়েও ফিরে আসতে হয়েছে আমরা টাকা পাইনি। কার সাথে যোগাযোগ করব বুঝতে পারছি না। জমির কত দাম দেবে তাও আমাদের কাছে পরিষ্কার নয়। এই বিষয়গুলো আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া দরকার। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্য জমি দাতাদের কাছে সঠিকভাবেই টাকা পৌঁছে দেওয়া হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জমির কাগজপত্রের সমস্যা থাকার টাকা দেওয়া যাচ্ছে না। বাম আমলে বেশকিছু সরকারি জমিতে লোকজনকে টাকা ছাড়া বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার এমন ঘটনাও ঘটেছে পাট্টা পাওয়া জমি যা হস্তান্তর করা যায় না কেমন যদিও অন্যকে বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছে হলে জমি জমা সংক্রান্ত সমস্যা দ্রুত মিটিয়ে ফেলে জমি দাতারা টাকা পাবেন সে বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা হযেছে। জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ বলেছেন আগামী জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া এই অঞ্চলের সমস্ত জমি অধিগ্রহণ করে রেলের হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে প্রশাসন। আগামী দূর্গা পূজার মধ্যে জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বালুরঘাট হিলি রেল প্রকল্পের জন্য। সরকারি নিয়ম মোতাবেক জমি দাতারা সঠিক মূল্য পাবেন।

মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের সঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটের সংঘর্ষে গুরুতর জখম ৫

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুলাই ঃ মুর্শিদাবাদের রানিনগর থানার ডেপুটিপাড়া গ্রামে তৃণমূলের সঙ্গে বাম-কংগ্রেস জোটের সংঘর্ষে অন্তত পাঁচজন গুরুতর জখম হয়েছেন। ঘটনাকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। দু'পক্ষের সংঘর্ষে এই ঘটনায় দু'পক্ষের ছয়জনকে আটক করেছে রানিনগর থানার পুলিশ। উত্তেজনা থাকায় গ্রামে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে এক তৃণমূল কর্মী পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় হঠাৎই কয়েকজন বাম-কংগ্রেস সমর্থক পাওনা টাকা নিয়ে তাঁকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। খবরটি গ্রামে ছড়িয়ে পড়তেই তৃণমূল এবং বাম-কংগ্রেস জোট সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই সংঘর্ষের মাঝেই গ্রামে বোমাবাজি চলেছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশবাহিনী। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বোমাবাজিতে জখম হন মুরসেলিম মণ্ডল এবং জাহাঙ্গির আলি মণ্ডল নামে দুই তৃণমূল কর্মী। এছাড়াও কয়েকজন অল্পবিস্তর জখম হয়েছেন। রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা মিজান হাসান বলেন, 'এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করতে এবং আমাদের কর্মীদের আতঙ্কিত করতে গ্রামে বোমাবাজি করেছে বাম-কংগ্রেস জোট সমর্থকরা।' তাঁর দাবি, এই বোমাবাজির ঘটনায় দলের অন্তত পাঁচজন সদস্য জখম হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বর্ষা পড়তেই আবার গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুলাই ঃ বর্ষা পড়তেই আবার গঙ্গা ভাঙনের আতঙ্ক। লাগাতার বৃষ্টির জেরে ধ্বস নামলো মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের কাকুরিয়া থেকে প্রতাপগঞ্জ এর ভেতর দিয়ে ধুলিয়ান যাওয়ার মূল রাস্তায়। যদিও ধ্বসের পরিমাণ অল্প হলেও রীতিমতো আতঙ্ক তারা করছে এই স্থানীয় গ্রামবাসীদের। যেকোনো মুহূর্তেই গঙ্গা ভাঙনের ফের তলিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে গোটা গ্রাম। উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত কয়েক বছর ধরে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন প্রান্তে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শনিবার শামসের গঞ্জের প্রতাপগঞ্জে মূল রাস্তার পাশেই কিছুটা ফাটল লক্ষ্য করা যায়। পাশাপাশি নিত্য চলাচলের এই রাস্তাটিতে ধস দেখা দেয়। ধসের ফলে টোটো থেকে শুরু করে বাইক কিংবা সাইকেল কোন কিছুই পারাপার করানো যাচ্ছে না। ফলে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূর দিয়ে ঘুরে ধুলিয়ান প্রবেশ করত হচ্ছে এলাকাবাসীদের। অবিলম্বে বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সাধারণ মানুষ। ভাঙ্গন রোধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন আমজনতা।

কাকাকে কুপিয়ে খুন ভাইপোর

দুরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ৬ জুলাই ঃ রায়গঞ্জ থানার ভাটোল ফাঁড়ির অন্তর্গত সরিয়াবাদ এলাকায় দেড় বিঘা জমি নিয়ে বিবাদের জেরে কাকাকে ছুরি দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ভাইপোর বিরুদ্ধে । মৃতের নাম শিবচরণ দাস (৪৪)। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত চন্দ্রশেখর দাসকে (১৮) গ্রেফতার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। মৃতের কাকাতো ভাই মদন দাস জানান, আড়াই বিঘা জমি নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। শুক্রবার দুপুর থেকে এ নিয়ে ঝামেলা শুরু হয়। হঠাৎই চন্দ্রশেখর এসে পেছন থেকে শিবচরণকে ছুরি দিয়ে আঘাত করে।

Corrigendum

Notice is hereby invited that the Tender Notice No.:1/SIM/15 th CFC/2024-25, Last date of submission of Bid should be read as 10/07/2024 at 04.00 PM instead of 06.07.2024 and Date of Opening of Bid should be read as 13/07/2024 at 12.00 Pm instead of 08/07/2024. Other details will remain unchanged.

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly

Notice Inviting e-Tender

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Reference No.: NGP/175/2024, NGP/176/2024, NGP/177/2024, NGP/178/2024, NGP/179/2024, NGP/180/2024, NGP/181/2024, NGP/182/2024, NGP/183/2024, NGP/184/2024, NGP/185/2024, NGP/186/2024, NGP/187/2024, NGP/188/2024, NGP/189/2024, NGP/190/2024, NGP/191/2024, NGP/192/2024, Date: 05.07.2024 & NGP/193/2024, NGP/194/2024, Date: 06.07.2024.** Bid Submission Start Date : **06.07.2024 at 11:00 AM.** Bid Submission End Date : **15.07.2024.** Bid Opening Date : **18.07.2024 at 02:00 PM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

সুইজারল্যান্ডে যাবে ভারতীয় হকি দল

নয়াদিল্লি, ৬ জুলাই ঃ ভারতীয় পুরুষ হকি দল প্যারিস অলিম্পিকের আগে খেলোয়াড়দের মানসিক দৃঢ়তাকে শক্তিশালী করতে সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত দুঃসাহসিক মাইক হর্নের ঘাঁটিতে তিন দিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে যাবে। হর্নের ঘাঁটিতে প্রশিক্ষণ শিবিরটি বিখ্যাত দক্ষিণ আফ্রিকার মানসিক কন্ডিশনিং কোচ প্যাডি আপটন দ্বারা পরিচালিত , যিনি প্যারিসে ভারতীয় পুরুষ হকি দলকে সহায়তা করবেন। আপটন ভারতকে ২০১১ সালের ক্রিকেট বিশ্বকাপ জেতাতে ভূমিকা রেখেছিলেন, তিনি ২০১২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের জন্যও অনুরূপ ক্যাম্পের ব্যবস্থা করেছিলেন।

মোহনবাগানের রিজার্ভ দল থেকে নজর কাড়তে পারেন ৩ ফরোয়ার্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাইঃ কলকাতা ফুটবল লিগ ২০২৪ -এর বেশ কয়েকটি ম্যাচ খেলা হয়েছে। নামকরা দলগুলোর পাশাপাশি তথাকথিত

কিছু ছোটো দল এবার শুরু থেকে চমক দিতে শুরু করেছে। লিগ সবে শুরু হয়েছে। বহু ম্যাচ বাকি রয়েছে। এবারেও লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার ময়দানের তিন প্রধান ক্লাব মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট, ইস্টবেঙ্গল ও মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। গত মরসুমে কলকাতা ফুটবল লিগে শুরুটা ভাল করেও শেষ পর্যন্ত খেতাব জিততে পারেনি সবুজ মেরুন ব্রিগেড। সেই দলের অনেক ফুটবলার এবারেও স্কোয়াডে রয়েছেন। তাঁদের দিকে নজর থাকবে ফুটবল প্রেমীদের। সেই সঙ্গে মোহনবাগানে এবার একাধিক নতুন ফুটবলার রয়েছেন। বাগানের রিজার্ভ দলে রয়েছেন এমন একাধিক ফরোয়ার্ড যাদের মধ্যে রয়েছে আগামী দিনের তারকা হওয়ার রসদ। টাইসন সিং-ইন্ডিয়ান অ্যারোজের প্রাক্তন এই খেলোয়াড় দারুণ সম্ভাবনাময় এক ফরোয়ার্ড। তিনি আক্রমণাত্মক উইঙ্গার হিসাবে খেলতে পারেন। দশ নম্বর বা এমনকি ফলস নাইন পজিশনে খেলতে পারেন। ২০২৩ ডুরান্ড কাপ জয়ী মোহনবাগান দলের সদস্য ছিলেন তিনি। সুহেল আহমেদ ভাট-সুহেল ভাট অন্যতম আলোচিত তরুণ ফরোয়ার্ড। তাঁর কাছ থেকে প্রত্যাশা অনেক বেশি। এর আগে ইন্ডিয়ান অ্যারোজ, ভারতের অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-২৩ দলের হয়ে খেলেছেন ১৯ বছর বয়সী এই ফুটবলার। নেক্সট জেন কাপে ওয়েস্ট হ্যাম অনূর্ধ্ব-২১ দলের বিপক্ষেও গোল করেছিলেন। ডুরান্ড কাপ এবং আইএসএলে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আদিল আব্দুল্লাহ-২০২৪ সালে মুথুট এফএ থেকে মেরিনার্সে সই করেছেন আদিল। তাঁর দিকেও নজর থামবে ফুটবল প্রেমীদের।

রেনবোর কাছে আটকে গেল সবুজ-মেরুন

সুহেল জোড়া গোল করলেও জেতাতে পারেননি মোহনবাগানকে

মোহনবাগান-২ রেনবো-২
(সুহেল-২) (সৌরভ, রাজন)

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ আবার পয়েন্ট নষ্ট করল মোহনবাগান। শনিবার কলকাতা লিগে মোহনবাগান ও রেনবো ম্যাচ ২-২ গোলে শেষ হল। পয়েন্ট নষ্ট করে অস্বস্তি বাড়ল মোহনবাগান শিবিরের। ভবানীপুরের বিরুদ্ধে আগের ম্যাচও ড্র করেছিল সবুজ-মেরুন শিবির। শনিবারের ম্যাচ জিততেই পারত মোহনবাগান। দিনান্তে ম্যাচ হল ড্র। এর জন্য পুরো কৃতিত্ব প্রাপ্য রেনবোর। বিরতির ঠিক পাঁচ মিনিট আগে ম্যাচের গতিপ্রকৃতি বদলে দেয় তারা। প্রথমার্ধেই চারটি গোল হল। দ্বিতীয়ার্ধে কোনও দল আর গোল করতে পারেনি। কিন্তু গোলাগুলি বর্ষণ করে দুদলই। খেলার একেবারে শেষ লগ্নে মোহনবাগান একাধিক গোলের সুযোগ নষ্ট করে। সুযোগের সদ্ব্যবহার করলে মোহনবাগান হয়তো পুরো পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ত। দুপ্রান্ত থেকে ভেসে আসা সেন্টারে মাথা ছুঁইয়ে প্রথমার্ধে দুটো গোল করেন সুহেল। দুক্ষেত্রেই রেনবো গোলকিপার শিল্টন পালের আউটিংয়ে সমস্যা ছিল। সুহেলের প্রথম গোলটি দুর্দান্ত। টাইসনের ভাসানো বলে বিষ ঢালেন তিনি। শিল্টন বলের ফ্লাইট বুঝতে না পেরে এগিয়ে এসেছিলেন। মোহনবাগানের দ্বিতীয় গোলটির ক্ষেত্রেও শিল্টনেরই ভুল রয়েছে। এক্ষেত্রেও তিনি এগিয়ে এসেছিলেন। হেডে সুহেল ২-০ করেন। এর পরেই ম্যাচের ভোলবদল। সৌরভ দাশগুপ্তর দুর্দান্ত ফ্রি কিক থেকে ব্যবধান কমায় রেনবো। একটা গোল হওয়ার পরে রেনবোর ফুটবলারদের শরীরী ভাষা বদলে যায়। সমতা ফেরানোর নেশায় মরিয়া হয়ে ওঠে তাঁরা। প্রাক্তন ফুটবলার শিশির ঘোষ কিন্তু মোহনবাগান কোচ ডেগি কার্ডোজোরই সমালোচনা করেন। তাঁর যুক্তি, দুগোলে এগিয়ে থাকা অবস্থায় মোহনবাগান রক্ষণের উপরে জোর দিতে পারত। সেই রাস্তা না নিয়ে আক্রমণাত্মক খেলতে গিয়ে নিজেদের বিপন্ন করে সবুজ মেরুন। পেনাল্টি থেকে গোল করে রেনবো ম্যাচে সমতা ফিরিয়ে আনে। এক্ষেত্রে পেনাল্টি বক্সের ভিতরে রেনবোর রাজন বর্মণকে ফেলে দেওয়া হলে রেফারি পেনাল্টি দেন রেনবোকে। পেনাল্টি থেকে রাজন বর্মণ সমতা ফেরান। দ্বিতীয়ার্ধে দুদলই আক্রমণ-প্রতিআক্রমণে মেতে ওঠে।

রেনবোর গোলকিপার শিল্টন পাল নজর কাড়েন। বহুযুদ্ধের সৈনিক তিনি। প্রথমার্ধে যে দুর্বলতা দেখা গিয়েছিল শিল্টনের খেলায়, দ্বিতীয়ার্ধে দারুণ তৎপরতার পরিচয় দেন তিনি। তাঁর ক্ষিপ্রতায় মোহনবাগান গোল করতে পারেনি। আবার খেলার শেষের দিকে তাঁর সামান্য ভুলেই গোল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়েছিল সবুজ মেরুন। কিন্তু রেনবোর জালে বল জড়াতে পারেননি সুহেলরা। এদিকে অন্য ম্যাচে ভবানীপুর ৫-১ গোলে হারাল কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশনকে।

প্যারিস অলিম্পিক, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য সেজে উঠেছে সেইন নদী

প্যারিস, ৬ জুলাই ঃ এসেই গেল প্যারিস অলিম্পিক। ২৬ জুলাই শুরু হবে, গেমস শেষ হবে ১১ আগস্ট। প্যারিস অলিম্পিক গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেইন নদীতে অনুষ্ঠিত হবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে সেজে উঠছে সেইন নদী, মানুষের প্রত্যাশা বাড়ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ক্রীড়াবিদরা ক্রুজ জাহাজ দিয়ে ৬ অস্টারলিটজ ব্রিজের পূর্ব থেকে পশ্চিমের দিকে ৬ কিলোমিটার যাত্রা করে আইফেল টাওয়ারের পাশে ট্রোকাডেরো স্কোয়ারে পৌঁছাবেন। এরপর সেখানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ক্রীড়াবীদরা। সেইন নদীতে বিস্তৃত তৃতীয় আলেকজান্ডার ব্রিজে ৬ হাজার দর্শকের আসন রয়েছে, তারা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এখান থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারবেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ হলে এখানে রোড সাইক্লিং, ট্রায়াথলনসহ নানা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। গেমসের সাংগঠনিক কমিটির চেয়ারম্যান টনি এস্টানগুয়েট বলেছেন, 'প্যারিস আমাদের মঞ্চ, আর এই মঞ্চে পারফর্ম করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।'

কানাডা ওপেন, সেমিফাইনালে পৌঁছালেন ভারতের রাজাওয়াত

ক্যালগরি, ৬ জুলাই ঃ স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত রেখে ভারতীয় শাটলার প্রিয়াংশু রাজাওয়াত শীর্ষ বাছাই এবং বিশ্বের চার নম্বর ডেনমার্কের অ্যান্ডার্স অ্যান্টনসেনকে হারিয়ে কানাডা ওপেনের সেমিফাইনালে পৌঁছেছেন। রাজাওয়াত শুক্রবার রাতে এক ঘণ্টা ১৯ মিনিটের কোয়ার্টার ফাইনালে তীব্র লড়াইয়ে অ্যান্টনসেনকে ২১-১১, ১৭-২১, ২১-১৯ গেমে পরাজিত করেন। অ্যান্টনসেনের বিরুদ্ধে জয়টি ২২ বছর বয়সী রাজাওয়াতের শীর্ষ ১০ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে প্রথম জয়। তিনি সেমিফাইনালে ফ্রান্সের অ্যালেক্স ল্যানিয়ারের সাথে লড়াই করবেন।

সিঁথি রাসবিহারী আর্দশ ব্যায়াম মন্দির ও স্পোটিং ইউনিয়ন খেলা ড্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ শনিবার কলকাতা ফুটবল লিগের চতুর্থ ডিভিশনের খেলায় ময়দানে কলকাতা ইউনিভারসিটি মাঠে সিঁথি রাসবিহারী আর্দশ ব্যায়াম মন্দির ও স্পোটিং ইউনিয়নের খেলা ড্র হয়। এদিনের খেলায় ক্রিড়া প্রেমীরা মাঠের রেফারি ও লাইসম্যানদের গাফিলতির অভিযোগ তুলে সোচ্চার হন। সিঁথি রাসবিহারী আর্দশ ব্যায়াম মন্দিরের ছেলেরা মাঠ দাপিয়ে খেললেও কোনও গোল পায় নি। এদিনের খেলা গোল শূণ্য ভাবেই শেষ হয়। এদিনের খেলায় রেফারি ও লাইসম্যানের দিকে দর্শকরা আঙুল তোলেন। তাদের অভিযোগ রেফারি ও লাইসম্যানরা স্পোটিং ইউনিয়নের পক্ষ নিয়ে ম্যাচ পরিচালনা করেন। তারা বলছেন, খেলা চলাকালীন এমনও দেখা গিয়েছে হাতে বল লাগলেও রেফারি কোনও ভ্রুক্ষেপ করেন নি। দুটো গোলও বাতিল করে দিয়েছেন। রাসবিহারী আর্দশ ব্যায়াম মন্দিরের ছেলেরা প্রতিবাদ করলেই তাদের হলুদ কার্ড-র ভয় দেখানো হয়। এই ভাবে খেলা পরিচালনা করলে কলকাতা ময়দানে কখনই কোনও গ্রাম থেকে আসা ছেলেরা তাদের প্রতিভার নির্দশন করতে পারবেন না। এই বিষয়ে অবশ্য রেফারির তরফে কোনও মন্তব্য শোনা যায়নি।

ইতিহাস গড়ে মেসিদের মুখোমুখি কানাডা

৬ জুলাই ঃ এমি মার্টিনেজের বিক্রমে আর্জেন্টিনা কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। মেসি পেনাল্টি নষ্ট করেন। অন্য দিকে এমি মার্টিনেজ একার হাতে আর্জেন্টিনাকে উতরে দেন। পৌঁছে দেন শেষ চারে। টাইব্রেকারে জিতে কোপার সেমিফাইনালের পাসপোর্ট জোগাড় করল কানাডা। ফলে শেষ চারের লড়াইয়ে লিও মেসির আর্জেন্টিনার মুখোমুখি তারা। ১০ জুলাই সেই ম্যাচ। নির্ধারিত সময়ের শেষে খেলার ফল ছিল ১-১। গোল না হওয়ায় কানাডা ও ভেনেজুয়েলা ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। পেনাল্টি শুট আউটে কানাডা ম্যাচ জিতে নেয় ৪-৩ গোলে। প্রথমবার কোপায় খেলতে নেমেই শেষ চারে পৌঁছে ইতিহাস তৈরি করে কানাডা। এর আগে ২০০১ সালে হন্ডুরাস এই নজির গড়েছিল। শেষ চারের আগে কোপার গ্রুপ পর্বে আর্জেন্টিনা ও কানাডা মুখোমুখি হয়েছিল। সেই ম্যাচে নীল-সাদা জার্সিধারীরা ২-০ গোলে ম্যাচ

জেতে। এদিকে ইকুয়েডর ম্যাচে মেসি পেনাল্টি নষ্ট করায় কোচ স্কালোনির দিকে ধেয়ে আসে প্রশ্নের ঝড়। খেলার শেষে স্কালোনিকে বলতে শোনা গিয়েছে, মেসি বাকি দলের মতোই খেলেছে। আমরা একটা দল হিসেবে খেলছি। দল যদি ভালো খেলে থাকে তাহলে মেসিও ভালো খেলেছে। ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সের থেকে সমষ্টিগত পারফরম্যান্সের উপরই আমরা জোর দিই। কানাডার বিরুদ্ধে শেষ চারের লড়াইয়ে সবার লক্ষ্য যে থাকবে মেসির দিকে, তার ম্যাজিক দেখার জন্য সকলেই সেই দিকে তাকিয়ে বসে রয়েছেন।

আলবার্তো রড্রিগেজকে চূড়ান্ত করেছে মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জুলাই ঃ একের পর এক বিদেশি ফুটবলারকে নিশ্চিত করছে মোহনবাগান সসুপার জায়ান্ট। নতুন মরসুমের জন্য বিদেশি ডিফেন্ডার জুটি চূড়ান্ত হয়েছে ইতিমধ্যে। সম্প্রতি আলবার্তো রড্রিগেজকে চূড়ান্ত করেছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আসন্ন মরসুমে সবুজ মেরুন শিবিরে খেলতে চলেছে একাধিক নামী বিদেশি ফুটবলার। আলবার্তো রড্রিগেজ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কেরিয়ার জুড়ে খেলেছেন একাধিক ক্লাবে। জিতেছেন ট্রফি। আলবার্তো রড্রিগেজকে বলা হচ্ছে হাইপ্রোফাইল ফুটবলার। আলবার্তো রড্রিগেজ তাঁর পেশাদার ক্লাব কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময়ে খেলেছেন খেলেছেন স্পেনের বিভিন্ন ক্লাবে। স্পেন ছাড়া খেলেছেন ইন্দোনেশিয়ায়। ইন্দোনেশিয়ায় খেলার পরেই যোগ দিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। ইন্দোনেশিয়ায় খেলে পেয়েছেন সাফল্য। ট্রফি জিতেছেন। ট্রফি জয় করার পর যোগ দিয়েছেন ভারতীয় ক্লাবে। দীর্ঘদেহী এই সেন্টার ব্যাক ইন্দোনেশিয়ার পার্সিব বানডুং-এর হয়ে খেলে জিতেছেন খেতাব। এই ক্লাবের হয়েই তিনি জয় করেছিলেন লিগা ওয়ান (২০২৩-২৪)। ইন্দোনেশিয়ার লিগা ১-এ ২৯টি ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। রক্ষণভাগকে আঁটোসাঁটো রাখার পাশাপাশি আক্রমণ তৈরি করার ব্যাপারে দক্ষতা রয়েছে। হোসে মোলিনার কোচিংয়ের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে নিচ থেকে আক্রমণ গড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ইন্দোনেশিয়ার প্রধান লিগের সেরা একাদশে রাখা হয়েছিল স্পেনের এই দীর্ঘদেহী সেন্টার ব্যাককে। নিজের ডিফেন্সিভ কোয়ালিটির জন্যই সেরা একাদশে জায়গা পেয়েছিলেন আলবার্তো রড্রিগেজ।

ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ফ্রান্স সেমিতেঃ

হামবুর্গ, ৬ জুলাই ঃ হামবুর্গে শুক্রবার রাতে কোয়ার্টার-ফাইনালে নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় গোলশূন্য সমতায় ম্যাচ শেষ হয়। তারপর টাইব্রেকারে ৫-৩ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে ওঠে ফরাসিরা। এরই সঙ্গে শেষ হয়ে গেল ইউরোয় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর যাত্রা। এবারের আসর দিয়ে ইউরোপ সেরার প্রতিযোগিতাটিতে নিজের পথচলা শেষের কথা আগেই জানিয়েছিলেন পর্তুগিজ মহাতারকা। উল্লেখ্য, ২০১৬ আসরের ফাইনালে রোনাল্ডো-পেপেদের কাছে হেরেই শিরোপা স্বপ্ন ভেঙেছিল ফরাসিদের। আগামী মঙ্গলবার ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে দারুণ ছন্দে থাকা স্পেনের মুখোমুখি হবে দিদিয়ে দেশমের দল।

জর্জিয়ার বিরুদ্ধে গোলের পর দু'হাতে 'উলফ স্যালুট' করায় দুম্যাচ নির্বাসন করা হয় তুরস্কের ডেমিরালকে

৬ জুলাই ঃ ফুটবলকে ছাপিয়ে নেদারল্যান্ডস-তুরস্ক ম্যাচের আগে জার্মানি ফুটছে রাজনৈতিক উত্তাপে। শেষ ষোলোর ম্যাচে জর্জিয়ার বিরুদ্ধে গোলের পর দু'হাতে 'উলফ স্যালুট' করেন তুরস্কের তারকা মেরিহ ডেমিরাল। যা তাঁর দেশের উগ্র জাতীয়তাবাদী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত। যাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ আবার আয়োজক জার্মানির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী। যার ফলে সেলিব্রেশনের পর থেকেই তীব্র আপত্তি জানিয়ে এসেছে জার্মানি। বলা হয়েছিল, জার্মানির মাটিতে এই ধরনের ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া হবে না। জর্জিয়া ম্যাচের পর থেকেই শুরু হওয়া বিতর্কের পর থেকে ইঙ্গিত মিলছিল যে শাস্তির কবলে পড়তে পারেন ডেমিরাল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল তাঁকে এক ম্যাচ নির্বাসিত করা হতে পারে। তবে শুক্রবার উয়েফা জানিয়ে দেয় মাঠের বাইরের বিষয় খেলার মধ্যে

নিয়ে এসে নিয়ম ভেঙেছেন ডেমিরাল। তাই তাঁকে দু' ম্যাচ নির্বাসিত করা হল। এর অর্থ কোয়ার্টার ফাইনাল তো নয়ই, যদি শেষ চারের ছাড়পত্র পেয়েও যায় তুরস্ক , তবু খেলতে পারবেন না তিনি। যদিও এখানেই থামছে না রাজনৈতিক উত্তাপ। প্রথম থেকেই ডেমিরালকে সমর্থন জুগিয়েছিলেন তাঁদের দেশের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তাইয়িপ এরডোগান। এবার ডেমিরালের পাশে সর্বতোভাবে থাকার বার্তা দিতে আজারবাইজানের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করে চলে আসছেন জার্মানিতে। তাঁর বক্তব্য, গ্রে উলফ স্যালুট তুরস্কের অতি প্রাচীন সংস্কৃতি। নিজের দেশের প্রতি আনুগত্য দেখানো অন্যায় নয়। তার জন্য কেন কাউকে শাস্তি পেতে হবে? দুই দেশের বিদেশমন্ত্রকই সমন করেছে অন্য দেশের রাষ্ট্রদূতকে। তুরস্ক ফুটবল ফেডারেশনের তরফে কোর্ট অব আর্বিট্রেশন ফর স্পোর্টস (সিএএস)-এর দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতিও নেওয়া হচ্ছে। মাঠের বাইরের এই বিতর্কে কার্যত জৌলুস হারিয়েছে ইউরোয় নেদারল্যান্ড-তুরস্কের মাঠের লড়াই। যা খবর, তাতে নেদারল্যান্ড কোচ রোনাল্ড কোম্যান নামাতে পারেন শেষ ষোলোর দলই। চিন্তা শুধু গত ম্যাচে চোট পাওয়া স্টিভেন বার্গউইজনকে নিয়ে। একান্ত তিনি খেলতে না পারলে নামতে পারেন ডনইয়েল মালেন।

কোপা আমেরিকা ২০২৪ জয়ের অন্যতম দাবিদার ব্রাজিল

৬ জুলাই ঃ লাস ভেগাসে তীব্র গরমের কারণে অনুশীলন শুরু হয়েছিল সন্ধ্যায়। উপলক্ষ, কোপা আমেরিকার কোয়ার্টার ফাইনাল। যে ম্যাচে ব্রাজিল খেলতে নামছে এবারের কোপার অন্যতম সেরা পারফর্মার উরুগুয়ের বিরুদ্ধে। অতীতের পরিসংখ্যানে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল যতই এগিয়ে থাকুক, এই ম্যাচে ফেভারিট হিসাবেই নামছে মার্সেলো বিয়েলসার দল। কারণ, সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স। ভারতীয় সময় রবিবার ভোরে হয় কিক অফ। উরুগুয়ে শুধু চলতি কোপাতে দুর্দান্ত পারফর্ম করছে তাই নয়, একই সঙ্গে ২০২৬ বিশ্বকাপ যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে ব্রাজিলকে তারা হারিয়েওছে। অপর দিকে, সাম্প্রতিক সময়ে সাম্বাবাহিনীর পারফরম্যান্স মোটেই চোখ ধাঁধানো নয়। কোপাতেই তারা জিতেছে মাত্র একটি ম্যাচে। ড্র করেছে দু'টিতে। এমনকী, তাদের স্বাভাবিক ছন্দও অনুপস্থিত। এই পরিস্থিতিতে উরুগুয়েকে এগিয়ে রাখছেন প্রায় সবাই। এতো গেল পরিসংখ্যানের কচকচানি। এর থেকেও বড় অস্বস্তি জুড়ে রয়েছে ব্রাজিল শিবিরে। দলের অন্যতম ভরসা ভিনিসিয়াস জুনিয়র দু'টি হলুদ কার্ড দেখার ফলে শেষ আটের যুদ্ধে খেলতে পারবেন না। ফলে নতুন করে চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে ডোরিভালকে।লাস ভেগাসে ব্রাজিলের অনুশীলনে সেটাইদেখা গেল। রবিবার ভোরে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে সম্ভবত এই প্রথমবার নতুন তারা ১৭ বছরের এনড্রিককে শুরু থেকেই খেলাতে পারেন ডোরিভাল। এনড্রিককে মাঝখানে রেখে দু'দিকে খেলতে পারেন দুই উইঙ্গার। মাঝমাঠে ডগলাস লুইজ, আন্দ্রেয়াস পেরেইরা এবং এডারসনকে খেলানোর পরিকল্পনা রয়েছে ব্রাজিলের। এতকিছুর মধ্যে ব্রাজিল শিবিরে ভিনিসিয়াসের অনুপস্থিতি ভীষণভাবেই দাগ কাটছে। তাঁর জায়গায় খেলতে পারেন আর্সেনাল উইঙ্গার গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলি।এই ম্যাচের দিনেও সাত এর গেরোয় আটকে রয়েছে ব্রাজিল। ২০১৪ ফিফা বিশ্বকাপে জার্মানির কাছে সাত গোল হজম করেছিল ব্রাজিল। এই ম্যাচের ফলাফল বারবার স্মরণ করে দেন ব্রাজিলের সমালোচকরা। উরুগুয়ের ম্যাচের সঙ্গে জার্মানি ম্যাচের সাত গোলের সম্পর্ক নেই। তবুও সাতের গেরো থেকে বেরোতে পারল না সেলেকাওরা।রবিবার ৭ তারিখ। উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলতে পারবেন না ব্রাজিলের ৭ নম্বর জার্সিধারী ফুটবলার ভিনিসিয়াস জুনিয়র। ফিফা ক্রম তালিকায় ১৪ নম্বরে রয়েছে উরুগুয়ে। চোদ্দো সাত এর গুণনীয়ক।কোপা আমেরিকা ২০২৪ জয়ের অন্যতম দাবিদার ব্রাজিল। কিন্তু টুর্নামেন্টে ধারাবাহিকভাবে ফর্মে নেই তারা। গ্রুপ পর্বে জিতেছে মাত্র একটি ম্যাচে। কোস্টারিকা ও কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে আটকে গিয়েছিল প্রাক্তন বিশ্বকাপ জয়ী দেশ। প্যারাগুয়ের বিরুদ্ধে জিতেছিল ৪-১ গোলে। অন্য দিকে উরুগুয়ে রয়েছে দারুন ছন্দে। গ্রুপ পর্বে জিতেছে সব ম্যাচে। তিন ম্যাচে দিয়েছে মোট ৯ গোল। পানামার বিরুদ্ধে উরুগুয়ে জিতেছিল ৩-১ গোলে, বলিভিয়ার বিরুদ্ধে জিতেছিল ৫-০ গোলে ও আমেরিকার বিরুদ্ধে ১-০ ব্যবধানে জয় লাভ করেছিল উরুগুয়ে।

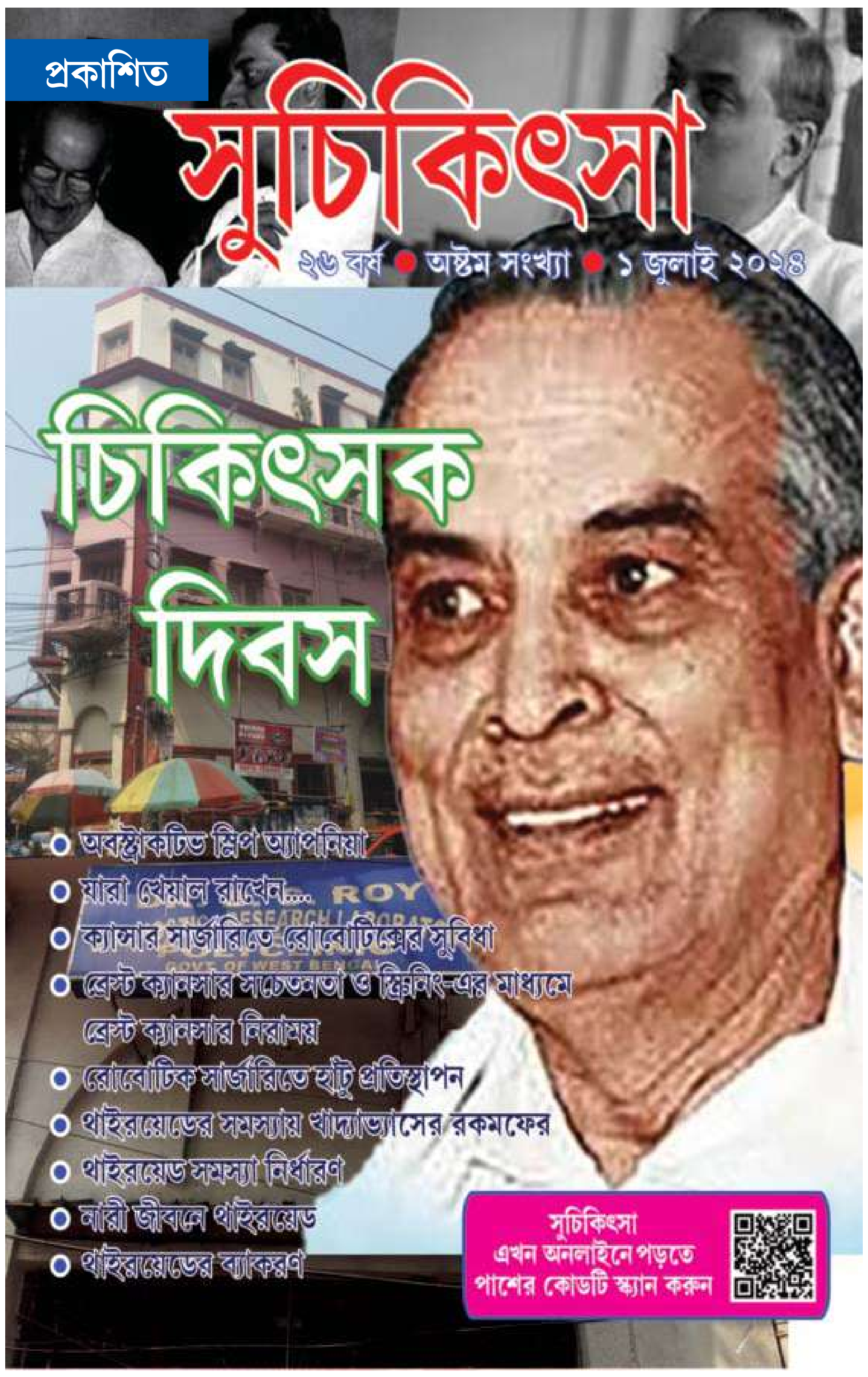

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com